শ্রীশ্রীগৌরহরির্জয়তি।

শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত।

(পূর্ব্ব-ভাগ)

শ্রীমতী কৃষ্ণকামিনী দাসী কর্ত্তৃক

বিরচিত।

জেলা মুর্শিদাবাদ, জজান হইতে

শ্রীনলিনীমোহন ঘোষ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

অগ্রহায়ণ,

বঙ্গাব্দ ১৩২১ সাল।

শ্রীশ্রীগৌরহরির্জয়তি।

সম্পাদকের নিবেদন।

শোক হইতেই শ্লোকের উৎপত্তি,—শোক হইতেই কবিত্বের স্ফূর্ত্তি। নিষাদ-নিহত ক্রৌঞ্চ-মিথুনকে দেখিয়া বাল্মীকির হৃদয় শোকসন্তপ্ত হইয়াছিল বলিয়াই সেই হৃদয় হইতে শ্লোক জন্ম পরিগ্রহ করে,—অপ্রতিহত কবিত্বও স্ফূর্ত্তি পাইয়া উঠে। তাহার প্রত্যক্ষ নিদর্শন,—উক্ত মহাকবির অসাধারণ কবিত্বের প্রস্রবণ পতিতপাবন শ্রীরামায়ণ।

এই "শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত" সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিতে যাইলে সর্ব্বপ্রথমে আমাদের ঐ কথাই মনে পড়ে। কেননা, এই গ্রন্থের রচয়িত্রী কবিযশঃ-প্রার্থনায় গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হন নাই,—দুরন্ত শোকই তাঁহাকে এই পদ্যগ্রন্থ প্রণয়ন করাইয়াছে,—শোকের দারুণ তাপই তাঁহার হৃদয়ে কবিত্ব-কুসুম ফুটাইয়া তুলিয়াছে। কবিত্ব বোধ হয় পঙ্কজ-জাতীয় পুষ্পই হইবে? কেননা, শোক ও দারিদ্র্য প্রভৃতির তীব্র তাপেই তাহাকে ফুটিতে দেখা যায়।

গত ১৩১৯ সালে গ্রন্থরচয়িত্রীর প্রিয়তম জ্যেষ্ঠপুত্র তাঁহার স্নেহের অঞ্চল ছিনাইয়া কোন্ অলক্ষ্য পুরে চিরতরে চলিয়া যান। সেই অসহ্য শোকে তিনি পাগলিনীপ্রায় হইয়া উঠেন। আত্মীয়-স্বজনের প্রবোধ-বচন—আপনার প্রতি আপনার আন্তরিক আশ্বাসন বা জাগতিক ভোগ্য সামগ্রীর লোভনীয় আকর্ষণ, এ সকলের কিছুই তাহার অন্তরের জ্বালা জুড়াইতে সমর্থ হইল না। তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণ

লীলার অমৃতরসে আপনাকে অভিষিক্ত করিতে আরম্ভ করি-লেন। ভক্তচূড়ামণি ৺লালাবাবুর কুলকন্যা, তাহার উপর পরম ভাগবত, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন ঘোষ মহাশয়ের ধর্ম্মপত্নী তাঁহার পক্ষে এইরূপ হওয়াই তো স্বাভাবিক। শোক-সন্তাপ-নাশন সর্ব্বেন্দ্রিয়-সন্তর্পণ শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতের আস্বাদন অনুশীলনে তাঁহার অন্তরের দুঃসহ জ্বালা জুড়াইয়া গেল,—কোথা হইতে কবিত্বশক্তিও ফুটিয়া উঠিল। অপ্রাকৃত রামলীলারসে অভিষিক্ত কবিগুরু বাল্মীকির সন্তপ্ত হৃদয় ফাটিয়া কবিত্বের শীতল সুধাধারা ছুটিয়াছিল কিনা জানি না, কিন্তু আমার মাতৃকল্পা গ্রন্থ-রচয়িত্রী শ্রীমতী কৃষ্ণকামিনী দাসী মহোদয়ার শোকসন্তপ্ত হৃদয় এই কৃষ্ণলীলারসে অভিষিক্ত হইবামাত্রই ফাটিয়া গেল—আর তাহার মধ্য হইতে গোমুখী-নিঃসৃত জাহ্নবী-ধারার মত কবিত্বের পূত প্রবাহ তর তর বেগে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিল। তিনি প্রতিদিন আহ্নিক-পূজার সময় যা তা চোতা কাগজে—যখন যেমন মনে আসে, শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে কবিতা লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অশ্রুভরে আক্রান্ত হইয়া—ভাব-কম্পিত করে কি লিখেন, আত্মীয় স্বজনগণ কেহই কিছুই জানেন না। প্রথম প্রথম উন্মত্ত চেষ্টিত বলিয়া তাহা উপেক্ষার দৃষ্টিতেই সকলে দেখিয়াছিলেন। তার পর, দীর্ঘকাল ঐরূপ হইতে দেখিয়া তাঁহারা গোপনে অনুসন্ধান করিয়া দেখেন,—অহো, এ যে অমৃতের খনি! তাঁহারাই ছেঁড়া-ফোঁড়া টুক্‌রা-টাক্‌রা কাগজ হইতে সেগুলির উদ্ধার করিয়া শৃঙ্খলামত সাজাইলেন,—প্রকাশ করিতেও উদ্যত হইলেন। রচয়িত্রীর তাহাতে ঘোরতর আপত্তি। কারণ, ভক্তস্বভাবসুলভ দীনতাবশে তাঁহার বিশ্বাস—তাঁহার এ রচনা জনসমাজে প্রকাশিত হইবার উপযুক্তই নয়,—প্রত্যুত উপহাসেরই সামগ্রী। স্বজনগণেরও প্রকাশের প্রবল ইচ্ছা। শেষ মীমাংসার ভার পড়িল এই অধমের উপর। অর্থাৎ আমি

যদি রচনাগুলি প্রকাশযোগ্য বলিয়া 'সম্মতি' দিই, তবেই রচয়িত্রী প্রকাশ করিবার অনুমতি দিতে পারেন। তাহাই হইল। আমি রচনাগুলি দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়া গেলাম,—সত্বর প্রকাশের জন্য অনুরোধও করিলাম। তাহারই ফলে আজ আমি আপনাদের সমক্ষে সম্পাদক বা পরিবেশকরূপে এই 'শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত' লইয়া উপস্থিত হইতে সমর্থ হইলাম।

শ্রীকৃষ্ণলীলা দুই ভাগে বিভক্ত ;—শ্রীব্রজলীলা এবং শ্রীপুরলীলা। এই পূর্ব্ব ভাগে শ্রীব্রজলীলাই বর্ণিত হইয়াছেন। উত্তর ভাগ মুদ্রিত হইতেছেন ; তাহাতে শ্রীপুরলীলা বর্ণিত হইয়াছেন।

দোষদর্শী সমালোচকের সমীপে এই গ্রন্থ হয় তো দোষশূন্য বলিয়া বিবেচিত না হইতে পারে, তবে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর উক্তিতেই তাঁহাদিগকে এইমাত্র বলিতে পারি,—

"ভবভূতি জয়দেব আর কালিদাস।
তা-সভার কবিত্বে আছে দোষের প্রকাশ ॥
দোষ-গুণ-বিচার এই 'অল্প' করি মানি।
কবিত্বকরণে শক্তি—তাহা সে বাখানি ॥"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদি, ১৬শ পং।)

বিশেষতঃ, এই গ্রন্থ যখন ভক্তের রচনা, তার উপর শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা, তখন ইহাতে দোষদৃষ্টির সম্ভাবনাই বা কোথায় ?

শ্রীমহাপ্রভুই ত বলিয়াছেন,—

"——ভক্তবাক্য, কৃষ্ণের বর্ণন।
ইহাতে যে দেখে দোষ, সে-ই মূঢ় জন ॥"

(শ্রীচৈতন্যভাগবত, আদি, ৭ম পং।)

ভক্তবৃন্দ এই শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত আস্বাদন করিয়া নিশ্চয়ই পরমানন্দ লাভ করিবেন, সঙ্গেসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবত এবং অন্যান্য বৈষ্ণবগ্রন্থে একজন ভদ্র-পুরমহিলার অসাধারণ অধিকার দেখিয়া বিস্মিতও হইবেন। বর্ত্তমান কালে রমণীকুলের নাটক-নবেলের বাতিকের বদলে এইরূপ শ্রীকৃষ্ণলীলা অনুশীলনে প্রবৃত্তি প্রশংসারও বিষয়—আশারও বিষয়। ইতি—

অগ্রহায়ণ, শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪২৯
৪০।১,এ,মহেন্দ্রনাথ গোস্বামীর লেন,
সিমুলিয়া, কলিকাতা।

বৈষ্ণবদাসানুদাস—
শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী
সম্পাদক।

শ্রীশ্রীরাধা মদনমোহন জীউ

শ্রীচরণ ভরসা।

পুষ্পাঞ্জলি।

তব লীলামৃত সিন্ধু, তাহার তরঙ্গ বিন্দু,
তাহার কণিকা কণা দানে।
যা কিছু লিখালে তুমি, তাহাই লিখিনু আমি,
লজ্জা ভয়ে কম্পান্বিতা প্রাণে॥

আদেশ করিলে যাহা, স্ফুর্ত্তি না হইল তাহা,
নানা ভ্রম হৈল মোহ বশে।
তবু করি নিবেদন, যা করিলে অরপণ,
তাহাই লইতে হ'বে শেষে॥

রসহীন পঙ্কময়, ক্ষুদ্র হৃদি জলাশয়,
আশা নাহি পান্থ জল দানে।
শুষ্ক সে পল্বল মাঝে, ক্ষুদ্র এক লতা সাজে,
কল্পতরু ছায়া আলম্বনে॥

তাহে ফুল গোটা চারি, ফুটিল আশ্রয় ধরি,
দেখিয়া হইল সাধ মনে।
আনন্দে সে ফুল গুলি, যতনে লইনু তুলি,
পুষ্পাঞ্জলি দিতে শ্রীচরণে॥

ভক্তি মলয়জ হীন, পুষ্পে ভাব রসহীন,
তথাপি দুরন্ত মন-সাধে।
চরণে অর্পণ করি, ধর নাথ কৃপাকরি,
প্রিয়া সহ রাতুল শ্রীপদে॥

শ্রীরাধা বল্লভ প্রভু, দয়া না ছাড়িও কভু,
মদন মোহন শ্রীগোবিন্দ।
শ্রীপদে প্রার্থনা করি, যেন দিবা বিভাবরী,
স্মরে চিত্ত চরণারবিন্দ॥
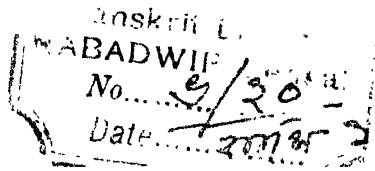
পাঠিকাগণের প্রতি দীনার

আবেদন।

কৃষ্ণভক্ত সাধ্বীগণে, নমস্করি কায় মনে,
করপুটে করি নিবেদন।
সংসার অরণ্য মাঝে, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র সাজে,
তৃণতুল্য অসার যে জন ॥

আশা ধরে কি কারণ, করিবারে মুদ্রাঙ্কণ,
ভ্রমে পূর্ণ যাহার বর্ণন।
কহিব কিছু সে কথা, যা আছে হৃদয়ে গাঁথা,
দয়া করি করুন শ্রবণ ॥

অনন্ত সহস্র মুখে, যে লীলা বর্ণিয়া সুখে,
শেষ নাহি পাইলেন তার।
যাহা মহা কবিগণ, কিঞ্চিৎ করি বর্ণন,
করিলেন ত্রিলোক উদ্ধার ॥

তাঁদের কণিকা কণা, ল'য়ে কেন নরাধমা,
স্পর্দ্ধা করি করিল বর্ণন।

এ স্পর্দ্ধা-বর্ণন শুনে, বাজিবে ভক্তের প্রাণে,
নিবেদন করি একারণ ॥

মহাঘোর ভবার্ণবে, পুনঃ পুনঃ উপদ্রবে,
হৃদয়ে যে জ্বলিল অনল।
নিভাইতে সে অনল, অন্যে নাহি ধরে বল,
বিনা কৃষ্ণলীলামৃত জল ॥

তাই কৃষ্ণ কৃপাসিন্ধু, নিজ লীলা সিন্ধু বিন্দু,
কণার কণিকা দিয়া দান।
লেখায়ে লেখনীধারে, সুস্থির করিয়া মোরে,
দাহ জ্বালা করেন নির্ব্বাণ ॥

লেখা মাত্র হ'ল সার, না ঘটিল অধিকার,
তবু পিয়া অমৃতের কণা।
ভুলিয়া সংসারব্যথা, লিখিতাম লীলাকথা,
মুদ্রাঙ্কণ মনেও ছিল না ॥

দেখি সেই লেখাগুলি, আত্মীয় স্বজন মেলি,
একত্রেতে করিয়া বন্ধন।
মনে কিছু ধরি আশ, আসিলেন প্রভু পাশ,
যোগ্যাযোগ্য বিচার কারণ ॥

পতিত পাবন প্রভু, পতিতে বিমুখ কভু,
নহে, আমি তাহার প্রমাণ।
প্রভুজি সরল চিতে, আজ্ঞা দেন প্রকাশিতে,
আজ্ঞা তাঁর বড় বলবান॥

সাহস পাইয়া তাঁর, মনে যাহা ছিল আর,
লিখিলাম তাঁর ভরসায়।
তাঁর যশগুণচয়, কহিতে বাহুল্য ভয়,
কি জানি কি দিব পরিচয়॥

নিত্যানন্দ বংশোদ্ভব, দয়ালু মহানুভব,
শ্রীঅতুল কৃষ্ণ মহোদয়।
করি বহু পরিশ্রম, করিলেন সংশোধন,
নষ্ট করি অমূল্য সময়॥

"ভক্তের জয়" "নানান্ নিধি," ইত্যাদি অনেক নিধি,
পরিপূর্ণ যাঁহার ভাণ্ডার।
ধন্যবাদ উপহার, কৃতজ্ঞতা পুরস্কার,
দানে যোগ্যা আমি কি তাঁহার॥

তাঁরে কি কহিব আর, অধম তারণ ভার,
কোটী কোটী প্রণাম বন্দনে।

শিরে ধরি শ্রীচরণ, যাচি আমি কৃপা কণ,
মহোদয় প্রভুর চরণে ॥

সাধ্বী ভক্ত জন পাশে, আসিয়াছি এ সাহসে,
ল'য়ে এই কণিকার কণ।
আছে রাধা কৃষ্ণ নাম, অবশ্য দিবেন ত্রাণ,
অপরাধ না করি গ্রহণ ॥

শ্রীশ্রীরাধামদনমোহন জীউ

শ্রীচরণ ভরসা।

শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত।

শ্রীশ্রীগুরুদেব-বন্দনা।

গুরুদেব! তব পদে করি নিবেদন।
অজ্ঞান-তিমিরে বদ্ধ, হ'য়ে আছি চক্ষু অন্ধ,
জ্ঞানাঞ্জন-শলাকায় করহে মোচন॥
দিয়ে করুণা-অঞ্জন, নির্ম্মল করি নয়ন,
ভক্তিমণি দান দিয়া প্রকাশ' লোচন।
প্রেম-দিব্য-চক্ষু প্রভু, দিও—নাশ নহে কভু,
আঁখি ভরি দেখি যেন ও রাঙ্গা চরণ॥

শ্রীশ্রীঅদ্বৈতপ্রভু-বন্দনা।

শান্তিপুর-নাথ, প্রভু শ্রীঅদ্বৈত,
অপার করুণাময়।

যাঁহার মহিমা, দিবার উপমা,
ত্রিভুবনে নাহি হয়॥
জীবের দুর্ম্মতি, দেখিয়া সুমতি,
মনেমনে বিচারিয়া।
আসি গঙ্গাজলে, তুলসীর দলে,
পূজে কায়মন দিয়া॥
কভু নাচে গায়, কভু বা বাজায়,
কভু বা পড়য়ে ঢলি।
কখন হাঁকারে, কখন ফুকারে,
কৃষ্ণকৃষ্ণ কোথা বলি॥
ভক্তের সম্মান, দিতে জীবে ত্রাণ,
ভকতবৎসল হরি।
যাঁহার হুঙ্কারে, নদীয়ানগরে,
সপার্শ্বদে অবতরি॥
নামসঙ্কীর্ত্তন, নিজ প্রেম ধন,
বিলাইল ঘরেঘরে।
আমি সে পাপিনী, আছি একাকিনী,
অজ্ঞানতিমিরে প'ড়ে॥
ওহে দয়াময়, যত জীবচয়,
তোমার করুণাভাগি।
সেই ভরসায়, মাগি তব পায়,
পতিত উদ্ধার লাগি॥

ওহে কৃপাসিন্ধু, দিয়ে কৃপাবিন্দু,
এবার তারহে আমা।
তোমা বিনা আর, কে করে নিস্তার,
কেবা দিবে আর ক্ষমা॥

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভু-বন্দনা।

জয় প্রভু নিত্যানন্দ, ভুবন-আনন্দ-কন্দ,
কৃপাদৃষ্টে চাহ একবার।
তোমা বিনা এ জগতে, মহাপাপী নিস্তারিতে,
করুণাসাগর কেবা আর॥
নাম প্রেম দান দিয়া, জগা মাধা উদ্ধারিয়া,
ত্রিভুবনে রাখিলে ঘোষণা।
মো হেন অধমে তার', তবে সে ধরিতে পার,
তব নাম 'অধমতারণা'॥

শ্রীশ্রীচৈতন্যপ্রভু-বন্দনা।

কলিযুগে শ্রীচৈতন্য, অবতরি কৈলা ধন্য,
নাম দিয়া তারিলা সংসার।
আমি মাত্র আছি শেষ, না পাইনু কৃপালেশ,
কিবা গতি হইবে আমার॥

অধমা পতিতা আমি, পতিতপাবন তুমি,
সাধুমুখে শুনি বারবার।
সে সাহসে করি ভর, তুয়া পদে মাগি বর,
এ অধমে চাহ একবার ॥
তোমার কৃপার বলে, পঙ্গু গিরি লঙ্ঘে হেলে,
মূক বেদপাঠে শক্তি পায়।
তুমি নাথ কল্পতরু, তুমি জগতের গুরু,
যেবা যাহা চায় তাহা পায় ॥
তাই জুড়ি দুইপাণি, পদে এই কাকুবাণী,
শুন প্রভু গোরা দয়াময়।
গৌরাঙ্গবরণ রূপ, অমিয়ারসের কূপ,
মোর চিত্তে করাহ উদয় ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-বন্দনা।

যাহারে দেবতাগণ, ব্রহ্মা ইন্দ্র ত্রিলোচন,
স্তব করে বিবিধপ্রকারে।
বেদে গায় সামগানে, ছন্দাদি প্রকার তানে,
যোগিগণ ধ্যানে দেখে যারে ॥
যাহার মহিমা সিন্ধু, সুরাসুর এক বিন্দু,
ভাবি কিছু অন্ত নাহি পায়।

সেই দেব কৃষ্ণচন্দ্র, ঘুচাও মোর তম-অন্ধ,
নমস্কার করি তব পায়॥
তুমি অগতির গতি, উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি,
তুমি হও অনাদিকারণ।
তুমি দিবা তুমি রাতি, মাস সম্বৎসর গতি,
তুমি হও প্রহর অয়ন॥
পল বিপল নিয়ম, অনুপল অনুক্রম,
তুমি কাল হও দণ্ডধর।
তুমি সর্ব্ব কার্য্য কর্ম্ম, বেদাদি-বিহিত ধর্ম্ম,
তুমি প্রভু হও যজ্ঞেশ্বর॥
তুমি সে জল অনল, তুমি সে নভোমণ্ডল,
তেজ-বায়ু-রূপে সে বিধান।
আধাররূপেতে ভূমি, ধরিলা জগত তুমি,
হও তুমি প্রকৃতি-নিধান॥
তুমি স্বর্গ মহীতল, অতল আদি সুতল,
পাতালে অনন্ত-অভিধান।
অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি, যশ কীর্ত্তি আদি ঋদ্ধি,
তুমি কর কার্য্য সমাধান॥
তুমি পঞ্চবিধা মুক্তি, তুমি হও জীবশক্তি,
তুমি পরমাত্মা ভগবান।
তুমি চন্দ্র দিবাকর ব্রহ্মাদি দেবতা হর,
বিষ্ণু—সর্ব্বঘটে অধিষ্ঠান॥

আছে যত চরাচর, সাগর ভূধর জড়,
বিভুরূপী তুমি অগণন।
অনন্ত মূরতি ধরি, অবনী পালিলা হরি,
কেবা তার করে নিরূপণ ॥
সহস্রমুখেতে যাঁর, মহিমা না পায় পার,
কার সাধ্য করিতে বর্ণন।
যে কিছু লিখিয়ে সাধে, প্রণমিয়া তব পদে,
নিজ চিত্ত শোধন-কারণ ॥
মধুকৈটভাদি যত, বধিলে অসুর কত,
দেবগণে করিলে রক্ষণ।
সুদর্শনচক্র ধরি, জলেতে কুম্ভীর মারি,
গজেন্দ্রেরে করিলা মোক্ষণ ॥
মীনরূপ ধরি হরি, বেদের উদ্ধার করি,
কূর্ম্মরূপে ধরিলে মন্দার।
ধরিয়া বরাহমূর্ত্তি, দশনে ধরিলা পৃথ্বী,
হিরণ্যাক্ষে করিলে সংহার ॥
নরসিংহরূপ ধরি, হিরণ্যকশিপু মারি.
প্রহ্লাদেরে সঙ্কটে রাখিলে।
বলিরাজে ছলিবারে, ত্রিবিক্রমরূপ ধ'রে,
দেবরাজে নির্ভয় করিলে ॥
ভৃগুবংশে অবতরি, ক্ষত্রিয় নিধন করি,
জগতের তাপ কর দূর।

তুমি বুদ্ধ-অবতারে, নিন্দি পশু-সংহারে;
করুণা সে করিলে প্রচুর ॥
বধিতে যবনচয়, করি বীররসাশ্রয়,
কলিশেষে কল্কি-অবতার।
তুমি সর্ব্বরসময়, সর্ব্ব-অবতারময়,
অবতারিপদে নমস্কার ॥
রামরূপে করি লীলা, সাগরে ভাসালে শিলা,
রাবণেরে করিলে নিধন।
হলধররূপে বলী, লাঙ্গল-অগ্রেতে তুলি,
যমুনারে করিলে শাসন ॥
স্বয়ং কৃষ্ণ-অবতারে, মথুরা দ্বারকাপুরে,
ব্রজভূমে করিলে বিহার।
দুষ্টেরে করি দমন, শিষ্টেরে করি পালন,
ভক্তে দিলা প্রীতি-উপহার ॥
কংসরাজ-কারাগারে, বসুদেব-দেবকীরে,
কংসে বধি করিলে মোচন।
গুরুরে দক্ষিণা দান, দিয়া তুষ্ট কৈলে প্রাণ,
মৃতপুত্রে করি আনয়ন ॥
কুরুরাজ-সভামাঝে, দ্রুপদ-নন্দিনী লাজে,
কায়-মনে করিল স্মরণ।
নাহি শেষ রাশিরাশি, বসন যোগালে আসি,
লজ্জা রাখ লজ্জানিবারণ ॥

শ্রীজয় বিজয় দ্বারী, ব্রহ্মশাপে মুক্ত করি,
তিন জন্মে দিলে শ্রীচরণ।
কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ-ছলে, বধি অসুরের দলে,
করিলে হে ভূভার হরণ॥
ইচ্ছাময় তুমি হরি, স্ব-ইচ্ছায় রূপ ধরি,
ইচ্ছাসুখে করি বিচরণ।
আপনি সৃজিয়া বংশ, আপনি করিয়া ধ্বংশ,
নিত্যধামে করিলে গমন॥
যে ধরে মন্দারে সুখে, বেদে রাখে জলমুখে,
যে ধরিল পৃথ্বীরে দশনে।
বিদারি দৈত্যেরে নখে, যে রাখে শিশুরে দুঃখে,
যেবা দেবে তোষে স্বর্গদানে॥
যাহার কুঠারধার, তীক্ষ্ণ তিনসাতবার,
নিক্ষত্রিয় করিল ভুবন।
যাহার সুতীক্ষ্ণ শরে, খরদূষণাদি মরে,
যে বধিল বীর দশানন॥
যাহার মুষল হল, ত্রিভুবনজয়ি-বল,
হস্তিনায় তোলে অবহেলে।
যাহার করুণা-হস্ত, পাষণ্ডে করি নিরস্ত,
পশু-হিংসা রোধে কুতূহলে॥
যাহার দুর্দ্দান্ত করে, তীক্ষ্ণ তরবারি ধরে,
ম্লেচ্ছগণে সাক্ষাৎ শমন।

সেই ভগবান হরি, পদে কোটী নমস্করি;
কায়মনে লইয়া শরণ॥

মনের প্রতি।

চল একমনে, শ্রীবৃন্দাবিপিনে,
কি কাজ বিলম্বে আর।
হেরিব শ্রীধামে, মদনমোহনে,
রূপরাশি শ্রীরাধার॥
গোবিন্দ-চরণ, শ্রীরাধারমণ,
গোপীনাথ বংশীধারী।
শ্রীশ্যামসুন্দর, রাধা দামোদর,
গোকুলানন্দ হরি॥
যমুনার তট, শিঙ্গারের বট,
গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ।
হেরি দুঃখ তাপ, দূরে যাবে পাপ,
ভুবন-আনন্দ-কন্দ॥
হেরি যোগমায়া, শুদ্ধ হবে কায়া,
ভক্তিদাত্রী মহেশ্বরী।
জপি যাঁর নাম, পূর্ণ মনস্কাম,
দরশনে অধিকারী॥

হেরিব পুলিনে, প্রিয়াগণসনে,
কৃষ্ণচন্দ্র নটরাজ।
যাঁর নৃত্য হেরি, ভুলি ত্রিপুরারি,
রহে ধরি নারীসাজ॥
শ্রীবঙ্কবিহারী, রূপের মাধুরী,
হেরি জুড়াইব মন।
চলহে দুজনে, যাব একমনে,
শ্রীরাধাকুণ্ডের বন॥
কুসুমকানন, গিরি গোবর্দ্ধন,
শ্রীগোপাল গিরিধারী।
মানস-স্বধুনী, ত্রিতাপহারিণী,
হেরিব নয়ন ভরি॥
যমুনার জলে, নামি কুতূহলে,
সুখে করি স্নান পান।
কালিয়া-দমন, পরম নির্জ্জন,
দানঘাট লীলাস্থান॥
হেরিয়া দুজনে, পুলকিতমনে,
ব্রজধূলি মাখি গায়।
ভাসি লীলারসে, আনন্দের বশে,
ব্রজে লোটাইব কায়॥
রাধাকুণ্ডতীর, আসি হ'য়ে স্থির,
করিব সে যোগাসন।

সঁপিয়ে একান্তে, রাধাপদপ্রান্তে,
এ দেহ জীবন মন॥
চল শীঘ্রগতি, এ মোর মিনতি,
তোমার করুণা বিনে।
কে করিবে দয়া, দিয়া পদছায়া,
নরাধমা এই দীনে॥

প্রার্থনা।

বৃন্দাবনেশ্বরি, নিবেদন করি,
তোমার চরণ-তলে।
এ ভব গহনে, মায়ার ছলনে,
কতবা রহিব ভুলে॥
মরীচিকা ভূমি, তৃষাতুরা আমি,
আশায় সদত ভ্রমি।
ভক্তিহীনা নারী, দাও ভক্তি-বারি,
কৃপাদৃষ্টিপাতে তুমি॥
এ মরুভূমিতে, বীজ আরোপিতে,
অনেক যতন লাগে।
তব কৃপাবল, ভরসা কেবল,
দাসী এই বর মাগে॥

তোমার মহিমা, জগতে অসীমা,
তুলনা দিব কি ব'লে।
ভ্রূভঙ্গ-হিল্লোলে, সাগরের জলে,
তৃণ পায় কূল হেলে॥
এই বর চাই, নয়ন সদাই,
তব রূপ দরশনে।
লোভিত হইবে, লালসা বাড়িবে,
ক্ষণ দরশন বিনে॥
রসনা উন্মত্ত, নাম অবিরত,
পান করি কুতূহলে।
আলস্য জড়তা, মিথ্যা পরকথা,
যেন ছাড়ে অবহেলে॥
এ যুগল কর, যেন নিরন্তর,
তব সেবাকার্য্য করে।
হইয়ে তৎপর, উল্লাস-অন্তর,
কৃতার্থ মানিয়ে তারে॥
এ যুগল পদ, সংসার সম্পদ,
সকল ছাড়িয়া চলে।
ধাম বৃন্দাবন, করে অন্বেষণ,
কবে রজ পাব ব'লে॥
এ বাসনা মনে, নিবেদি চরণে,
রাধে বলি যেন কাঁদে।

কোথা হে গোবিন্দ, আমি অতি মন্দ,
আর ফেলিও না ফাঁদে ॥
বিষম সংসার, তায় দুর্নিবার,
মন বিষয়েতে সাধা।
উপায় না হেরি, যাতনায় মরি,
দয়া কর দেবী রাধা ॥
শ্রীরাধার সনে, মদনমোহনে,
ভাব মন একবার।
হৃদি বৃন্দাবনে, রতন-আসনে,
সহচরীগণে আর ॥
ধরিয়া সুতান, সখী করে গান,
সুযন্ত্রে সুমেল করি।
নীল-মেঘ-ঘটা, শ্যামরূপ-ছটা,
নিজনিজ অঙ্গে হেরি ॥
জলদে দামিনী, হেমে নীলমণি,
তিমিরে চাঁদের খেলা।
হেরি শুকসারি, কোকিলা ভ্রমরী,
গায় রাধা-গুণ-লীলা ॥
সপ্ত স্বরে সাধা, বাঁশী গায় রাধা,
প্রতিধ্বনি রাধাময়।
রাধার ভাবিনী, যতেক গোপিনী,
গায় রাধা জয় জয় ॥

লতা পুষ্পচয়, কুঞ্জবনময়,
রাধার বরণ ধরে।
মলয় অনিল, যমুনা-সলিল,
রাধা বলি চলে ধীরে ॥
রাধাপ্রেমে ঋণী, রসিকের মণি,
রাধারসে হ'য়ে ভোর।
শ্যাম-সোহাগিনী, রাধাবিনোদিনী,
ধরিল আপন কোর ॥
ঘন সৌদামিনী, বরসিল পানী,
ভাসিল আনন্দজলে।
সাপিনী শিখিনী, চকোর নলিনী,
সুধার হিল্লোলে দোলে ॥
রাই ল'য়ে কোরে, আপনা পাসরে,
ক্ষণে হেরে ক্ষণে হারা।
রূপের সায়রে, ভাসিল লহরে,
নীল নলিন পারা ॥

গ্রন্থারম্ভ।

দ্বাপরান্তে তিন ধামে, পূর্ণ-পূর্ণতর-তমে,
একরূপে লীলা প্রকাশিলে।
যাহা শুনি ভক্তগণ, পান করে অনুক্ষণ,
ভাসি সদা আনন্দ-সলিলে॥
পূর্ণতর মধুপুরে, বসুদেব দেবকীরে,
বোধদীক্ষা মন্ত্রে দিল দান।
মায়ে করি দীপ্তিমতী, জন্মায়ে কংসের ভীতি,
তাঁর গর্ভে কর অধিষ্ঠান॥
ব্রহ্মাদি দেবতাগণ, সত্তারূপী জনার্দ্দন,
জানিয়া সত্যের স্তব করে।
তুমি প্রভু সত্যব্রত, তব সত্য সঙ্কল্পিত,
সত্য সত্তারূপ চরাচরে॥
তুমি সত্য-প্রবর্ত্তক, হও সর্ব্ব সত্যাত্মক,
সত্যের ঈশ্বর দয়াময়।
ওহে প্রভু জগন্নাথ, কর শুভ দৃষ্টিপাত,
তব পদে লইনু আশ্রয়॥
চিত্ত মুগ্ধ করি, অহংতম ধরি,
রহিয়াছি তোমা ভুলে।
সত্যময় ধাম, তব সত্য নাম,
স্মৃতি রহু কৃপাবলে॥

একটি আধার, দুই ফল তার,
তিন মূলে তাহা বাড়ে।
কমনীয় তরু, দেখিতে সুচারু,
চারি রস গাছ ধরে॥
পাঁচটি প্রকার, ছয় ভাব তার,
পরা সাত বলকল।
আট তাহে ডাল, নব রন্ধ্র জাল,
দশ পত্র নিরমল॥
বৃক্ষ শোভা করে, তাহার উপরে,
জোড়ে বসি দুটা পাখী।
একে বৃক্ষফল, খাইয়া বিহ্বল,
আরে না খাইয়া সুখী॥
তুমি জনার্দ্দন, এ তরু কারণ,
তুমি প্রভু লয়স্থান।
আছে যত লোক, সবার পালক,
ত্রিভুবনে অধিষ্ঠান॥
আজি শুভ দিন অতি, ভাগ্যবতী বসুমতী,
পদচিহ্ন হৃদয়ে ধরিবে।
অদ্য পূর্ণ মনস্কাম, শুদ্ধ সত্ত্ব মূর্ত্তিমান,
সর্ব্বভাগ্যে উদয় হইবে॥
বহু স্তব স্তুতি, করিয়া প্রণতি,
কহিলেন দেবকীরে।

ভয় কিবা মাতা, গর্ভে জগৎপিতা,
দুরাচারা কংসাসুরে ॥
বিধাতা শঙ্করে, ল'য়ে অগ্রসরে,
চলিলেন দেবগণে ।
কৃষ্ণ-জন্মোৎসবে, আনন্দানুভবে,
সবে পুলকিত মনে ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-জন্ম ।

সর্ব্ব গুণবান, কাল শোভমান,
শান্ত ঋক্ষ গ্রহ তারা ।
নির্ম্মল আকাশ, দিক্ সুপ্রকাশ,
সুমঙ্গলময় ধরা ॥
ফল-ফুলে সাজি, শোভে বনরাজি,
হ্রদ সরো নিরমল ।
প্রফুল্ল কমলে, ভ্রমর সকলে,
শোভে তরঙ্গিণী-জল ॥
তরুশাখে পাখি, স্বরে মধু মাখি,
সুখে করে কল গান ।
দ্বিজাতি-অনল, হইল প্রবল,
'বায়ু বহে গুণবান ॥

সুর প্রফুল্লিত, অসুর দুঃখিত,
স্বরগে দুন্দুভি বাজে।
বিদ্যাধরীগণে, অপ্সরার সনে,
নাচয়ে শোভন সাজে॥
দেব সিদ্ধগণে, বিবিধ স্তবনে,
বর্ষে পুষ্প অগণন।
সাগরের ধারে, গর্জ্জে জলধরে,
মন্দ মন্দ বিমোহন॥
দেব-স্বরূপিণী, দেবকী জননী,
উদর জলধি মাঝে।
প্রকাশিয়া শশী, নিশি তমো নাশি,
কারা প্রাচী দিশা রাজে॥
অতি অদভুত, শিশু আবির্ভূত,
ঈশ্বর স্বরূপ দেহ।
হেরে সবিস্ময়, রূপ জ্যোতির্ম্ময়,
আলোময় সূতি গৃহ॥
কৃষ্ণ অবতার, আনন্দ অপার,
তবু পুত্রমুখ হেরি।
দিল মনে মনে, অযুত গোধনে,
জানিলেন এই হরি॥
নিন্দি রূপ জলধরে, শোভিত পীত অম্বরে,
কিরীট কুণ্ডলে বিদ্যোতিত।

শ্রীবৎস কৌস্তুভরাজ, উজলে হৃদয় মাঝ,
গলে বৈজয়ন্তি বিরাজিত ॥
অভয় সে চতুর্ভুজে, অঙ্গদ বলয়া সাজে,
কটিতটে কিঙ্কিনী শোভিত।
শ্রীপদ-রাজীব-রাজে, মধুর নূপুর বাজে,
দেখি পিতা মাতা বিমোহিত ॥
আশ্চর্য্য বালকমূর্ত্তি, দেখিয়া দোঁহার স্ফূর্ত্তি,
স্তব স্তুতি করিল বিস্তর।
দেখিতেদেখিতে হরি, নর-শিশুরূপ ধরি,
আজ্ঞা দিল লৈতে নন্দঘর ॥
বসু তাঁরে বুকে থুয়ে, বন্ধনে বিমুক্ত হ'য়ে,
চলিলেন মনের হরিষে।
বাহির হইবা মাত্র, অনন্ত ধরিল ছত্র,
নদী পার হয় অনায়াসে ॥

শ্রীনন্দোৎসব।

পূর্ণতম ব্রজধামে, উদয় শ্রীবৃন্দাবনে,
দীপ্তিমান্ নন্দের ভবন।
শ্রীনন্দেরে পিতা বলি, করেন অপূর্ব্ব কেলি,
পূর্ণ করি দ্রোণের সাধন ॥

নন্দরাজ মহামতি, আনন্দে বিহ্বল অতি,
ত্বরা আসি করেন দর্শন।
যশোদারাণীর কোলে,অপূর্ব্ব সে পুত্র খেলে,
হেরি জুড়াইল তনু মন॥
ইন্দ্রনীলমণি-প্রভা, জিনিয়া অঙ্গের আভা,
সুপ্রসন্ন প্রফুল্ল আনন।
যুগ্ম সে ভুরুর শোভা, গণ্ডের রক্তিমা প্রভা,
প্রফুল্লিত কমল নয়ন॥
দীর্ঘ দুটি ভুজ কায়, মহাপুরুষের প্রায়,
হাস্যযুক্ত অধর শোভন।
শ্রীকর-চরণ-মাঝে, নখরূপি-চন্দ্র সাজে,
কিরণে ভুলায় ত্রিভুবন॥
হেরিয়া পুত্রের রূপ, পুলকে পূর্ণিত ভূপ,
দ্বিজগণে করিয়া আহ্বান।
দিয়া গাভী রত্নধন, তুষি তাহাদের মন,
জাতকর্ম্ম করে সমাধান॥
পুত্র জন্মোৎসব, মহামহোৎসব,
করিলেন সুখী মনে।
দীন দরিদ্রেরে, ধন অকাতরে,
দিয়া তোষে সর্ব্বজনে॥
যত গোপীগণ, আনন্দে মগন,
আনে নানা উপহার।

দধি দুগ্ধ ঘৃত, কেহ নবনীত,
কেহ দেয় অলঙ্কার ॥
কেহ নাচে গায়, কেহ বা বাজায়,
কেহ দেয় করতালি।
কেহ ধন্যবাদ, কেহ আশীর্ব্বাদ,
কেহ করে কোলাকুলি ॥
কেহ বা বালকে, হেরিয়া পুলকে,
চিরজীবাশীষ দেয়।
কেহ বা হরিষে, সিঞ্চিয়া গোরসে,
হরিদ্রা মাখিছে গায় ॥
যশোদানন্দন-, জনম শ্রবণ,
করি ব্রজ-নারীগণ।
অতি হৃষ্টমনে, নয়নে অঞ্জনে,
পরি নানা আভরণ ॥
ধাইছে চঞ্চল, দুলিছে কুণ্ডল,
বিপুল নিতম্ব ভার।
কুঙ্কুমে বদন, অরুণ বরণ,
কণ্ঠে রত্ন-মণিহার ॥
চলে বেগভরে, শ্রীনন্দের ঘরে,
সারি সারি ব্রজনারী।
লাগিল চমক, ছাড়িল পলক,
অপূর্ব্ব বালকে হেরি ॥

কোন দ্বিজ-সতী, নবঘন-দ্যুতি,
দেখি সূতিগৃহ মাঝে।
মনের সন্তোষে, হরিষে আবেশে,
আশীষে তাঁহারে পূজে॥
গোপ-গোপীচয়, ব্রজভূমিময়,
আনন্দ তরঙ্গে রহে।
দিবস রজনী, ভেদ নাহি জানি,
দধি দুগ্ধ সিঞ্চে দেহে॥
জয়ধ্বনি সঙ্গে, উৎসবের রঙ্গে,
নারী দেয় হুলাহুলি।
যতি মুনি ঋষি, দেবে নরে মিশি,
নাচে গায় একমেলি॥
গৃহ সম্মার্জ্জিত, তোরণ শোভিত,
অট্টালিকা সুসজ্জিত।
দধি দুগ্ধ ঘৃতে, সিক্ত নবনীতে,
নন্দ-দ্বার রাজপথ॥
কৃষ্ণের চরণ, করিয়া ধারণ,
ব্রজভূমি ধন্যময়।
শোভার আস্পদ, সমৃদ্ধি সম্পদ,
লক্ষ্মীর নিবাস হয়॥
নিজ নিকেতনে, রাখি রক্ষিগণে,
নন্দ আনন্দিত মনে।

রাজ-কর-দানে, মথুরা-ভুবনে,
চলিলেন হর্ষ-মনে ॥

শ্রীনন্দের মথুরা গমন

কংস-নিকেতন, নন্দ আগমন-,
বার্ত্তা বসুদেব শুনি।
নন্দ-বাসস্থানে, মিত্র-সম্ভাষণে,
আসিলেন গুণমণি ॥
পুলকের ভরে, পরম আদরে,
জিজ্ঞাসেন হৃষ্ট-মনে।
কহ প্রিয় ভ্রাতা, কুশল-বারতা,
সুখে রহে সর্ব্বজনে ॥
ব্রজে তব ধাম, মোর পুত্র রাম,
আছে তার মাতা সনে।
তোমার লালিত, হ'য়ে পিতৃমত,
তোমা মানে কায়মনে ॥
চিরকাল ধরি, দুঃখে কাল হরি,
ছিলে নিরাশের প্রায়।
হেরি পুত্র-মুখ, পাইয়াছ সুখ,
বহু ভাগ্য মানি তায় ॥

সবার কুশল, কহ সুমঙ্গল,
মনে অতি ভয় বাসি।
দুষ্ট কংসচর, ফিরে নিরন্তর,
উপদ্রবে' ব্রজবাসী॥
প্রিয় দরশন, হয় যেই ক্ষণ,
সেই হয় শুভক্ষণ।
আজি ভাগ্যবশে, লভি অনায়াসে,
সুখি হৈল তনু মন॥
মহানন্দে নন্দ, আলিঙ্গনে বন্ধ,
হ'য়ে ভাসি অশ্রুনীরে।
মৃদুভাষে অতি, বসুদেব প্রতি,
কহিলেন ধীরে ধীরে॥
দেবকী-প্রসূত, নষ্ট বহু সুত,
কংসের কর্তৃক হয়।
শেষে এক সুতা, তা-ও স্বর্গগতা,
দুঃখমাত্র লাভ রয়॥
শুভাশুভ ফল, অদৃষ্ট কেবল,
দুঃখ না ভাবিও তায়।
সংযোগ বিয়োগ, করমেরি ভোগ,
কর্ম্মই কারণ হয়॥
শুনি নন্দ-বাণী, সত্য মনে গণি,
সর্ব্ব দুঃখ পরিহরি।

বসুদেব বলে, উৎপাত গোকুলে;
শীঘ্র যাও নিজপুরী॥
নন্দ মহাশয়, লইয়া বিদায়,
শুনি অতি ভীত মনে।
হরির চরণ, করিয়া স্মরণ,
চলিলেন ব্রজধামে॥

পূতনা বধ।

কংস অনুচরী, পূতনা নিঠুরী,
প্রভুর আদেশ মত।
নন্দ-ব্রজপুরে, ফিরে ঘরেঘরে,
শিশুবধ ধরি ব্রত॥
রক্ষকুল-অরি, বিরাজে শ্রীহরি,
তথা কি রাক্ষসীভয়।
কৃষ্ণ-কথাবার্ত্তা, নাহি হয় যথা,
তথা অসুরের জয়॥
অতি ঘোর রাতি, হ'য়ে রূপবতী,
কুহকিনী নিশাচরী।
নন্দের মন্দিরে, চলে ধীরেধীরে,
শোভে যেন সুরনারী॥

দেখে ব্রজবাসী, অপূর্ব্ব রূপসী,
অলঙ্কারে সু-সজ্জিতা।
মৃদুমন্দ হাস, রমণীয় বাস,
উজ্জ্বল কুণ্ডলযুতা॥
নারায়ণ সেবি, মূর্ত্তিমতী দেবী,
পতি দরশন আশে।
রজনী সময়ে, আপনা লুকায়ে,
আসিলেন নন্দ-বাসে॥
চিন্তি রক্ষিজন, না করে বারণ,
পূতনা মোহিনী সাজে।
আসি অনায়াসে, হেরি চারিপাশে,
প্রবেশিল সূতি-মাঝে॥
যশোদা রোহিণী, হেরি শ্রী রূপিণী,
স্নেহেতে জননীপ্রায়।
অনিমেষে চেয়ে, মোহিতা হইয়ে,
কিছু না কহিল তায়॥
আসি অবহেলে, বসি শয্যাতলে,
নিজাঙ্কে যত্ন করি।
নিল অঙ্কোপরি, স্তনে বিষ পূরি,
প্রাণবধ আশা ধরি॥
নানা মায়াছল, করিয়া কৌশল,
মুখে বিষ-স্তন দিল।

কৃষ্ণ ক্রোধমনে, প্রাণ অনুপানে,
স্তনে টান আরম্ভিল ॥
সর্ব্ব-মর্ম্মস্থানে, টান বাজে প্রাণে,
ছাড় ছাড় শব্দ করে।
আকর্ষণ-জোরে, গাত্রে ঘর্ম্ম ঝরে,
হাত পা আছাড়ি পড়ে ॥
গভীর চীৎকারে, কম্পে চরাচরে,
অদ্রি-সহ ধরাতল।
চতুর্দ্দিকময়, প্রতিধ্বনি হয়,
কাঁপে গ্রহ নভঃস্থল ॥
সর্ব্ব জীবগণ, হয় অচেতন,
অশনি-নিপাত ভয়।
পড়ে নিশাচরী, ছয়ক্রোশ যুড়ী,
প্রসারিয়া হস্তদ্বয় ॥
বদন ব্যাদান, বাহিরায় প্রাণ,
ভয়ঙ্কর দৃশ্য হয়।
অন্ধকূপসম, গভীর নয়ন,
নাসা গিরিগুহা দ্বয় ॥
তীক্ষ্ণ দন্তগুলা, লাঙ্গলের ফলা,
স্তন ক্ষুদ্র শৈল প্রায়।
পুলিন-বিস্তার, জঘন-প্রসার,
হস্তপদ সেতু তায় ॥

শূন্য হ্রদবর, তাহার উদর,
অতি সে ভীষণ দেহ।
দেখি ব্রজবাসী, মনে ভয় বাসি,
নিকটে না যায় কেহ ॥
গিরিশৃঙ্গ'পর, নব জলধর,
চন্দ্রসহ যথা সাজে।
তথা নন্দসুত, বালক অদ্ভুত,
রাক্ষসী-উরসি-মাঝে ॥
খেলিছে নির্ভয়ে, দেখি সবিস্ময়ে,
দ্রুত আসি গোপীগণ।
লইয়া কুমারে, দিল যশোদারে,
মাতা ভয়ে অচেতন ॥
শ্রীযশোদা মাতা, রোহিণী মিলিতা,
হ'য়ে দোঁহে সযতনে।
গোপুচ্ছ-চালনে, কল্যাণ-বিধানে,
রক্ষামন্ত্র পড়ি মনে ॥
বীজন্যাস ধরি, রক্ষাবন্ধ করি,
স্তন দিয়া শিশুমুখে।
পেয়ে হারানিধি, স্তবে তোষে বিধি,
শোয়াইল তারে সুখে ॥
এ সময়ে নন্দ, ল'য়ে গোপবৃন্দ,
আসিয়া ব্রজের পথে।

দেখি ভয়ঙ্কর, মৃত কলেবর,
জিজ্ঞাসিল শঙ্কাচিতে ॥
বসুদেব-উক্ত, ভবিষ্যত সত্য,
জানি নন্দ মহাশয়।
রাক্ষসীর দেহ, করাইল দাহ,
ধূম সে সুগন্ধময় ॥
জিঘাংসায় আসি, সগু পাপরাশি,
মুক্ত হয় দিয়া স্তন।
পায় দিব্য গতি, ধাত্রীসম অতি,
অঙ্গগন্ধে মোহে জন ॥
যে করে উত্তম, কার্য্য প্রিয়তম,
কিবা আছে সীমা তার।
সুখে ভগবান, করি স্তনপান,
তৃপ্ত হয় স্নেহে যাঁর ॥

শকট তৃণাবর্ত্ত বধ।

জনম নক্ষত্র, পার্শ্বপরিবর্ত্ত,
মঙ্গল উৎসব দিনে।
দ্বিজ মন্ত্র দান, করাইয়া স্নান,
শিশু ল'য়ে সযতনে ॥

নিদ্রাগত তারে, হেরি ল'য়ে ঘরে,
রাখি সাধে দোলনায়।
পুরনারী সনে, আনন্দিত মনে,
সুখে সবে নাচে গায়॥
স্তন পান আশে, কাঁদি শিশু শেষে,
ক্ষুদ্র মৃদু পদদ্বয়।
ঊর্দ্ধদিকে তুলি, শকটেরে ফেলি,
ক্রোধে কাঁদে অতিশয়॥
শব্দ শুনি মাতা, আসি দেখে তথা,
শকট উলটি পড়ে।
দধি দুগ্ধ ঘৃত, আদি নবনীত,
আছে পড়ি শিশু ঘরে॥
সবে সবিস্ময়, করে হায় হায়,
কে করিল হেন কাজ।
কহে শিশুগণ, তোমার নন্দন,
ফেলিল দেখিনু আজ॥
নিজ শিশুবল, না জানি কেবল,
সবে অবিশ্বাস করে।
শকট উপরে, ছিল বহুদূরে,
কেন বিপরীতে পড়ে॥
এ নব কুমারে, কি শকতি ধরে,
পদাঘাতে ফেলিবারে।

এ সম্ভব নয়, বলি শীঘ্র লয়,
বালকে আপন কোরে ॥
দৈবের ঘটন, শ্রীহরি রক্ষণ,
করিলেন এ শিশুরে।
দেব দ্বিজগণে, নানা রত্নধনে,
পূজেন কল্যাণতরে ॥
মাতা আর দিনে, তুষি স্তনদানে,
শিশুরে লালন করে।
গিরিশৃঙ্গ প্রায়, শিশু ভারি হয়,
রাখিতে না [illegible] ক্রোড়ে ॥
রাণী সবিস্ময়ে, ভূমিতে ফেলায়ে,
অতি আশঙ্কিত মনে।
শ্রীহরিচরণ, করেন স্মরণ,
একমনে সতী ধ্যানে ॥
চিন্তাযুতা হৈয়া, নয়ন মুদিয়া,
স্মরে দেব গদাধর।
এমন সময়, অকস্মাৎ হয়,
অদভুত ভয়ঙ্কর ॥
কংসের প্রেরিত, তৃণাবর্ত্ত দৈত্য,
আসি চক্রবাত রূপে।
অন্বেষয়ে যারে, শয়ান তাহারে,
হেরি হরি লয় চুপে ॥

হৈল মহা অন্ধকার, বর্ষে শিলা ধূলি আর,
বায়ু বহে অতি ভয়ঙ্কর।
নয়ন মেলিয়া মাতা, দেখে নাহি পুত্র তথা,
শোকে রাণী হইল কাতর॥
আসি ব্রজবাসিগণ, করে শিশু অন্বেষণ,
দেখিলেন শূন্যেতে প্রকাশে।
দৈত্য এক মহাকায়, ভূমিতে পড়িছে প্রায়,
শিশু দোলে তার গলদেশে॥
তৃণাবর্ত্ত মহা শূর, তার দর্প করি চূর,
কণ্ঠ চাপি তাহারে বধিয়া।
মহাকায়ে অবহেলে, ফেলিয়া সে ভূমিতলে,
মহানন্দে বক্ষেতে শুইয়া॥
হাহারবে ব্রজবাসী, শিশু তুলি নিল আসি,
দিল মার কোলের উপর।
রাণী হারানিধি পেয়ে, আনন্দে মগন হ'য়ে,
রক্ষামন্ত্র পড়িল বিস্তর॥
সুখ দিয়া বাপমায়, ধূলি-ধূসরিত কায়,
ব্রজের কর্দ্দমে করে খেলা।
ব্রজে গোপগোপী যত, চলে শিশু আজ্ঞামত,
প্রাকৃত শিশুর প্রায় লীলা॥
আসি গর্গ মহামুনি, ত্রিভুবন আকর্ষণি,
কৃষ্ণনাম রাখে বিচারিয়া।

সে নাম আনন্দময়, নামে হয় প্রেমোদয়,
যদি লয় আপনা সোঁপিয়া ॥

বাল্যলীলা

বসুদেবাত্মজ, শ্রীকৃষ্ণ-অগ্রজ,
জননী রোহিণী নাম।
কংসভয়ে ভীত, ব্রজপুরে নীত,
রক্ষিত নন্দের ধাম ॥
রূপে অভিরাম, শুদ্ধসত্বধাম,
বলরাম মহাশয়।
গর্ভের কর্ষণ, হেতু সঙ্কর্ষণ,
বলাধিক্যে 'বল' কয় ॥
দুই ভাই মেলি, ব্রজে করে কেলি,
চঞ্চল বালক সনে।
দেখি মাতাদ্বয়, ব্যাকুলিতা হয়,
জল অগ্নি সাবধানে ॥

ক্রমে দুই জন, বৎসেরে ধারণ,
করিয়া দাঁড়ায় ধীরে।
লাঙ্গুলে ধরিয়া, হাসিয়া হাসিয়া,
বাছুরের সনে ফিরে॥
দোঁহে শ্বেত-শ্যাম, খেলে একঠাম,
চাঁদে মেঘ যেন সাজে।
রতন-নূপুর, মধুর মধুর,
মৃদুরাঙ্গাপদে বাজে॥
দুই ভাই ভ্রমে, সুখে ব্রজভূমে,
দুরন্ত কৃষ্ণের লীলা।
গোপী-ঘরে-ঘরে, ননী চুরি করে,
বানরে লইয়া খেলা॥
যিনি বিশ্বনৃত্যকারী, গোপী দিয়া করতাড়ি,
তাঁহারে সে করায় নর্ত্তন।
ভক্তাধীন তাঁর যশ, দেখাতে পিতার বশ,
হ'য়ে করে পাদুকা বহন॥
দধিমন্থনের কালে, আসি কৃষ্ণ অবহেলে,
সুখে স্তনপান আরম্ভিল।
হেনকালে রাখি তারে,মাতা গেল কার্য্যান্তরে,
দেখি মনে ক্রোধ উপজিল॥
ভাঙ্গিয়া নবনীহাঁড়ি, ঘরে গিয়া করি চুরি,
উদূখলে করিয়া আসন।

আপনি খাইয়া সুখে, দেয় বানরের মুখে,
প্রফুল্লিত কমল-আনন ॥
আসিয়া কহিল মাতা, কৃষ্ণ পলাইল কোথা,
জানিল পুত্রের এই কাজ।
ছলে রাণী ক্রোধভরে, ডাকিল কোথায় ওরে,
আয়রে মারিব তোরে আজ ॥
শুনিয়া মায়ের বাণী, ভয়ে কাঁপে নীলমণি,
চৌরপ্রায় পলাইয়া যায়।
হাসি মাতা মনেমনে, পিছেপিছে তার সনে,
যষ্টিহাতে দ্রুতবেগে ধায় ॥
কৃষ্ণ লঘুতর, চলয়ে সত্বর,
মাতা লাগি নাহি পায়।
যোগীর দুর্ল্লভ, শ্রীপদ-পল্লব,
বায়ুভরে চলি যায় ॥
অতি শ্রম মানি, ক্লান্ত নন্দরাণী,
বেগে না চলিতে পারে।
ভক্তাধীন অতি, হৈল মন্দগতি,
ধরা দিতে যশোদারে ॥
ধরিয়া যুগল করে, যষ্টিরে দেখায়ে তাড়ে,
দেখি শিশু হইল কাতর।
নয়ন-নলিনদ্বয়, প্রসবে মুকুতাচয়,
ধারারূপে বক্ষের উপর ॥

হাসিয়া স্নেহেতে রাণী, দূরে ফেলে লাঠিখানি,
মনে সাধ হইল বাঁধিতে।
যতনে আনিয়া রশি, দু'টী হাতে বাঁধে বসি,
পুত্র-তত্ত্ব না পারে জানিতে ॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর-শক্তি, বুঝিবারে কার শক্তি,
দ্বি-অঙ্গুল ন্যূন সে রশিতে।
দেখি রাণী ত্বরা করি, গৃহে ছিল যত দড়ি,
আনে তবু না পারে পূরাতে ॥
রাণীর ঘটিল ভ্রম, বৃথা করে পরিশ্রম,
পুন আনে করি অন্বেষণ।
আসি যত গোপনারী, হাসিয়া যোগায় দড়ি,
কোনমতে না হয় পূরণ ॥
সবে হয় চমৎকার, রাণী বাঁধে বারবার,
শ্রমজলে সর্ব্বঅঙ্গ ভিজে।
দেখিয়া মায়ের ক্লেশ, সহিতে না পারি শেষ,
ভক্তের বন্ধন লয় নিজে ॥
তবে রাণী কুতূহলে, বাঁধি তারে উদূখলে,
নিজকার্য্যে করিল গমন।
দেখি কৃষ্ণ ধীরিধীরি, নারদের বাক্য স্মরি,
যায় যথা যমল অর্জ্জুন ॥
দুইবৃক্ষ-মধ্যস্থলে, বক্র করি উদূখলে,
মধ্য দিয়া করেন গমন।

গতি-আকর্ষণ-বেগে, আড়ে উদূখল লাগে,
মূলসহ বৃক্ষ উৎপাটন ॥
কৃষ্ণের পরশমাত্র, কুবেরের দুই পুত্র,
মুনিশাপে হইয়া মোচন।
বৃক্ষদেহ ত্যাগ করি, নিজ দিব্য দেহ ধরি,
কৃষ্ণে স্তব করে দুই জন ॥
পরম ঈশ্বর, করুণাসাগর,
নম দেব পরাৎপর।
বিশ্বের উদ্ভব, অচিন্ত্য বৈভব,
বুদ্ধীন্দ্রিয়-অগোচর ॥
শান্তির মূরতি, গোপগণ-পতি,
বাসুদেব নমস্কার।
জগত-মঙ্গল, কল্যাণ সকল,
বিধানের অবতার ॥
তব অনুচর, রুদ্রের কিঙ্কর,
হই মোরা দুইজন।
ঋষি-অনুগ্রহে, স্থাবরত্ব দেহে,
স্পর্শে মুক্ত এইক্ষণ ॥
তব দরশনে, চরিতার্থ মনে,
বর মাগি এইবার।
ধন-অহঙ্কার, মত্ততা বিকার,
নাহি ঘটে পুনর্ব্বার ॥

তব গুণগ্রাম, করি যেন গান,
নাম জপি সদা মুখে।
এ দুই শ্রবণ, তোমার বর্ণন,
শুনি যেন রহে সুখে॥
এ করযুগল, তোমার কেবল,
করমেতে যেন রয়।
যেন মোর মন, স্মরে অনুক্ষণ,
তোমার চরণদ্বয়॥
ওহে শ্রীনিবাস, তোমার নিবাস,
জগতে এ শির নমে।
তোমার স্বরূপ, হেরি সাধুরূপ,
মোদের নয়ন রমে॥
বহু স্তবস্তুতি, করিয়া প্রণতি,
কৃষ্ণাদেশ শিরে ধরি।
যায় দুই জনে, নিজ নিকেতনে,
দিক্ দীপ্তিময় করি॥
বৃক্ষের পতন, করিয়া শ্রবণ,
নন্দ-আদি ভীত মনে।
শব্দ অনুসারে, চলে বেগভরে,
কৃষ্ণ বাঁধা যেইস্থানে॥
বালকেরা বলে, কৃষ্ণ বৃক্ষ ফেলে,
মোরা দেখিয়াছি সবে।

শিশুর কথায়, বিশ্বাস না যায়,
কহে দেব গ্রহ হবে ॥
পুত্র বাঁধা তথা, দেখি নন্দ পিতা,
হাসি হাসি কোলে নিল।
খসায়ে বন্ধন, করিয়া চুম্বন,
শিশুজ্ঞানে প্রবোধিল ॥
নানা উপদ্রব, দেখি গোপসব,
মনে অতি পাই ভয়।
ত্যজি মহাবন, বন বৃন্দাবন,
গমনের যোগ্য হয় ॥
করি যুক্তি স্থির, হইলা বাহির,
সবে আনন্দিত মনে।
বনের মাধুরি, নয়নেতে হেরি,
রহিলেন সেই স্থানে ॥
বৃন্দাবন-মাঝে, কৃষ্ণচন্দ্র রাজে,
মধুর বালক কেলি।
ফলবিক্রেতারে, ডাকে আধস্বরে,
ফল নিব আমি বলি ॥
ফলের বেতন, মুঠাধান্য ধন,
দিয়া ফল করি ক্রয়।
যায় হাসিহাসি, রত্ন রাশিরাশি,
ফল-ডালা পূর্ণ হয় ॥

দেখি পুত্রদ্বয়ে, আনন্দ হৃদয়ে,
নিয়োজিল নন্দরাজা।
দিন শুভক্ষণে বৎসের চারণে,
ধেনুবৎসে করি পূজা॥
দুই শিশুবীর, চলিল বাহির,
আনন্দে অদূর বনে।
সমবয়া সবে, হৈ হৈ রবে,
চলে রামকৃষ্ণ সনে॥
গোপ-সখা-সঙ্গে, নানামত রঙ্গে,
বনমাঝে ক্রীড়া করে।
কভু বাঁশি ধরি, গায় ধীরিধীরি,
কভু কোকিলের স্বরে॥
কেহ ভৃঙ্গসনে, গুণগুণ স্বনে,
কেহ হংসগতি করে।
কেহ শিখীসনে, আনন্দিত মনে,
ভঙ্গিক্রমে নৃত্য করে॥
কেহ দেয় লম্ফ, কপিসনে ঝম্ফ,
বৈসে বকরূপ ধরি।
কেহ বৃষসাজে, গভীর গরজে,
কম্বলে শরীর মোড়ি॥
কেহ বা ঘুরায়, লাটিমের প্রায়,
বিল্ব আমলকি ফল।

কেহ তৃণদানে, তোষে বৎসগণে,
কেহবা পিয়ায় জল ॥
আছে খেলাবেশে, মনের হরিষে,
কংসচর বকবেশে।
বদন বিস্তার, ক'রে ভয়ঙ্কর,
কৃষ্ণে গিলিবার আশে ॥
কৃষ্ণ বকমুখে, প্রবেশিল সুখে,
সবে করি হাহাকার।
হয় অচেতন, গোপাল-নন্দন,
রাম বিনা অন্যে আর ॥
কৃষ্ণে মুখে পায়, গিলিবারে চায়,
তালুমূল দগ্ধ হয়।
বিষম দহন, অগ্নির জ্বলন,
শীঘ্র তাঁরে উগারয় ॥
অবিক্ষত তাঁরে, দেখিয়া সত্বরে,
বধিবারে বেগে ধায়।
কৃষ্ণ দুই করে, দুই চঞ্চু ধ'রে,
বিদারে বীরণ প্রায় ॥
সুরলোকগণ, কুসুম বর্ষণ,
করেন বকারি-শিরে।
বহু স্তবস্তুতি, দুন্দুভি প্রভৃতি,
বাদ্য জয়ধ্বনি করে ॥

গোপশিশুগণ, পাইয়া চেতন,
সুখে কৃষ্ণানন হেরে।
বিবিধ প্রকার, অদ্ভুত ব্যাপার,
দেখে বিস্ময়ের ভরে॥
আসি এক দৈত্য, বৎসযূথগত,
হ'য়ে বৎসসাজে ভ্রমে।
ভগবান হরি, অসুরে নেহারি,
দেখালেন বলরামে॥
অজ্ঞাতের প্রায়, হরি ধীরে যায়,
তাহার পশ্চাৎভাগে।
লাঙ্গুলে ধরিয়ে, ফেলায়ে ঘুরায়ে,
কপিত্থবৃক্ষের আগে॥
শরীরের ভারে, তরু ভাঙ্গি পড়ে,
পড়িল সে ভূমিতলে।
দ্বিজে আশীর্ব্বাদ, সখা সাধুবাদ,
জয়ধ্বনি নভস্থলে॥
একদিন বনে, সখাগণ-সনে,
প্রাতের ভোজনলীলা।
সবে ইচ্ছা করি, সামগ্রী আহরি,
নিজ নিজ শিক্যে নিলা॥
সাজি নীলমণি, করি বেণুধ্বনি,
ডাকেন বালকগণে।

সাজি দলেদলে, সবে গোঠে চলে,
আপন বাছুরি সনে ॥
কাচ মুক্তা মণি, ভূষণে সাজনি,
তথাপিও বন্যফলে।
মালা গাঁথি পরে, শিখিপুচ্ছ ধরে,
চূড়া বাঁধে নানাফুলে ॥
বিপিন বিহারে, আনন্দের ভরে,
নানামত ক্রীড়া করে।
কেহ ভেকগতি, প্রতিধ্বনি প্রতি,
গর্জ্জয়ে আক্রোশস্বরে ॥
খেলারসে মাতি, দূরবনে গতি,
যদি সে করেন হরি।
অগ্রে আমি যাব, কৃষ্ণে পরশিব,
সবে করে হুড়াহুড়ি ॥
এ সুখ-সময়ে, আপদ ঘটায়ে,
দৈত্য এক অঘ-নামে।
কংসের কিঙ্কর, মহা বলধর,
কৃষ্ণের নিধনকামে ॥
বৃন্দাবন-মাঝে, অজগর-সাজে,
মৃত্যুরূপি ভয়ঙ্কর।
পর্ব্বত আকার, শরীর-বিস্তার,
দীর্ঘতা যোজনতর ॥

বদন-বিবর, পর্ব্বত-গহ্বর,
দন্ত গিরিশৃঙ্গ প্রায়।
অধর ভূমিষ্ঠ, জলধরে ওষ্ঠ,
জিহ্বা রাজপথ প্রায়॥
নিশ্বাস-পবন, ঝটিকা-বহন,
চক্ষু দাব-অগ্নিসম।
অন্তর্গত গন্ধ, আমিষ-দুর্গন্ধ,
বৈরতা সাধনে যম॥
গোপশিশুগণ, অদ্ভুত-দর্শন,
কালভুজঙ্গেরে হেরি।
ব্রজের বৈভব, খেলার উৎসব,
ভ্রমেতে বিচার করি॥
চাহি কৃষ্ণমুখে, করতালি সুখে,
দিয়া তাহে প্রবেশিল।
কৃষ্ণ দূরে থাকি, ব্যাপার নিরখি,
মনে মনে বিচারিল॥
এই যে দনুজ, বকের অনুজ,
সখাগণ নাহি জানে।
দিল অরিমুখে, নিজ প্রাণ সুখে,
কি উপায় পরিত্রাণে॥
অঘ-বিনাশন, চিন্তি সেইক্ষণ,
প্রবেশি সর্পের কায়।

সখাগণ-সহ, আপনার দেহ,
বৃদ্ধি করে অতিশয় ॥
জঠরাগ্নি-ঘাস, করিবারে আশ,
কৃষ্ণপ্রতি ছিল মন।
গোপশিশু গিলি, তবু মুখ মেলি,
ছিল অঘ এতক্ষণ ॥
কৃষ্ণ অন্তর্গত, হ'য়ে শ্বাসপথ,
রোধ করিলেন তার।
স্বর্গে দেবগণ, না জানি কারণ,
সবে করে হাহাকার ॥
রোধে প্রাণবায়ু, ক্ষীণ হৈল আয়ু,
অঘ ভ্রমে চারি ভিত।
ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়া, তেজ বাহিরিয়া,
নিরীক্ষয়ে কৃষ্ণপথ ॥
করুণা-নয়নে, অমৃত-বর্ষণে,
জীয়াইয়া সখাগণে।
সর্পের শরীর, হইতে বাহির,
হয় সবে হর্ষমনে ॥
যাঁরে যোগিগণে, না পায় ধেয়ানে,
ধরিতে হৃদয়োপরে।
অঘ মহাসুরে, রাখিল তাঁহারে,
আপন হৃদয়পুরে ॥

কৃষ্ণের নির্গম, করিয়া দর্শন,
অঘদেহ হৈতে জ্যোতি।
ব্রহ্মরূপ ধামে, দিয়া আলিঙ্গনে,
পাইল সাযুজ্য গতি॥
ইন্দ্রিয়াগোচর, মূর্ত্তি মনোহর,
মানসে নির্ম্মাণ করি।
বলে আকর্ষিয়া, হৃদয়ে স্থাপিয়া,
ক্ষণকাল যাঁরে হেরি॥
সাধু মহামতি, ভাগবতী গতি,
যাঁহার কৃপায় পায়।
সাক্ষাৎ স্বরূপে, ধরে অন্তঃকূপে,
কি তার আশ্চর্য্য হয়॥
করে দেবগণ, পুষ্প বরিষণ,
অপ্সরা নর্ত্তন করে।
গন্ধর্ব্বেতে গায়, বিদ্যাধর বায়,
মুনি ঋষি স্তব করে॥
অঘাসুরমুখে, রক্ষা করি সুখে,
সম্বোধিয়া সখাগণে।
পুলিনে আসিয়া, কহেন হাসিয়া,
এস সবে এই স্থানে॥
হয় বেলাতীত, ভোজন উচিত,
তৃষ্ণাতুর আছি সবে।

শীতল সলিল, মধুর অনিল,
সেবি ক্লান্তি দূর হবে ॥
তরঙ্গে দোদুল, কমলের কুল,
শোভে সরোবরমাঝে।
মধুলোভে অলি, গুণগুণ বলি,
কমলে কমলে সাজে ॥
তীরে বৃক্ষরাজি, ফলফুলে সাজি,
তোষে ছায়া বিতরণে।
কোমল বালুকা, শয়নতূলিকা,
হাসে যেন বিড়ম্বনে ॥
শোভার সম্পদ, ক্রীড়ার আস্পদ,
সুখময় এই স্থান।
এস সবে মেলি, ভোজনের কেলি,
এথা করি সমাধান ॥
নব তৃণাঙ্কুর, যথায় প্রচুর,
তথা রাখি বৎসগণে।
করি বিচরণ, শয়ন ভোজন,
তৃপ্ত হবে মনেপ্রাণে ॥
শুনি সখা-বৃন্দ, পাইয়া আনন্দ,
সবে পুলকিত মনে।
নবীন বাছুরে, বাঁধিয়া অদূরে,
চলিল ভোজনস্থানে ॥

বালক সকলে, তথা দলে দলে,
বসিল মণ্ডলি করি।
হেম পদ্মদল, বালকের দল,
কর্ণিকা শ্যামল হরি॥
হেরি কৃষ্ণমুখ, সবে পায় সুখ,
মানে নিজ নিজ প্রতি।
কৃষ্ণ অতিশয়, মোরে স্নেহময়,
সখ্যভাবে করে প্রীতি॥
ইন্দ্রনীলমণি, জিনিয়া লাবণি,
শোভা মধুরিম হরি।
সখাগণ প্রতি, বরিষয়ে অতি,
নর্ম্মালাপহাস্যে পূরি॥
হাসায় বালকে, মাতায় পুলকে,
ভাসিছে আনন্দরসে।
ভোজনের লীলা, ক্রমে আরম্ভিলা,
শিঙ্গা বেনু কুক্ষিবাসে॥
কারো শিলা পাত্র, কারো পত্র মাত্র,
কেহ কেহ ফুলফলে।
পাত্রের কল্পনা, সামগ্রী রচনা,
করে সবে কুতূহলে॥
বাম হস্ত মাত্র, কৃষ্ণ-ভক্ষ্যপাত্র,
দধিমাখা অন্ন তায়।

দক্ষ করাঙ্গুলে, শোভে সন্ধিস্থলে,
প্রিয় ফল নানা তায়॥
ভোজনের রসে, হাস্য-পরিহাসে,
কেহ কারো লয় কাড়ি।
কেহ ফেলে দূরে, কেহ তাহা ধরে,
কেহ করে হুড়াহুড়ি॥
কেহ কৃষ্ণমুখে, তুলি দেয় সুখে,
অর্দ্ধখানি নিজে খেয়ে।
কেহ প্রীতিরসে, মগ্ন অনিমেষে,
কৃষ্ণমুখে রহে চেয়ে॥
জগতের নাথ, গোপশিশু-সাথ,
পুলিনে ভোজন মেলা।
স্বর্গে দেবগণ, মর্ত্ত্যবাসী জন,
দেখে অদভুত লীলা॥
পূর্ব্বে বাদ্যরব, মহামহোৎসব,
স্বধাম-নিকটে শুনি।
আসি চতুর্ম্মুখ, অঘ-মোক্ষ-সুখ,
দেখি চমৎকার মানি॥
থাকিয়া আকাশে, বাল্য-লীলা-রসে,
আনন্দে কৌতুকী মনে।
রাখে বৎসগণে, মায়া-আচ্ছাদনে,
পরে যত সখাগণে॥

বৎস দূরগত, বালক চকিত,
কৃষ্ণ এইমত হেরি।
কহে সুখী মনে, করহ ভোজনে,
আমি আনি বৎস ধরি॥

ব্রহ্মমোহন-লীলা।

অন্নের কবল হাতে, ভ্রমিয়া বেড়ায় পথে,
গিরি গুহা সরিৎ কানন।
অন্বেষিয়া বনেবনে, নাহি পাই বৎসগণে,
আসি দেখে নাহি সখাগণ॥
পুলিনে বিপিনে তীরে, উভে অন্বেষিয়ে ধীরে,
দেখা নাহি পাইল কাহার।
সর্ব্ব-দেব-পরাৎপর, কিবা তাঁর অগোচর,
জানিলেন এ কার্য্য ব্রহ্মার॥
চিন্তিলেন মনেমনে, কি উপায় এইক্ষণে,
যদি আমি ধরি তূষ্ণীম্ভাব।
গাভীগুলি ব্যাকুলিতা, মাতৃগণ শোকান্বিতা,
আনিলে সে ব্রহ্মার বিষ্বাদ॥

সবার আনন্দ হয়, ব্রহ্মা পায় বিস্ময়,
এইরূপ কার্য্য করি স্থির।
বিশ্ব-আত্মা ভগবান, করিলেন সমাধান,
ধরিলেন সবার শরীর ॥
বয়স যেমন যার, রূপ গুণ শীল আর,
সেইমত বসন পরিল।
যাহার যেমন বল, শিঙ্গা বেত্র শিক্য দল,
সেইমত ভূষণ ধরিল ॥
বৎসগণ ছিল যত, অভিধা-আকৃতি-মত,
হই সর্ব্ব সেই-রূপ-ধর।
জগৎ সে বিষ্ণুময়, প্রসিদ্ধ বচনে কয়,
করিলেন প্রত্যক্ষগোচর ॥
শিশু বৎস সমুদায়, পৃথক্ গোষ্ঠেতে যায়,
প্রতিগৃহে প্রবেশ করিল।
গাভীগণ বৎসমুখে, মাতা শিশু ল'য়ে সুখে,
স্নেহস্নুত স্তন ধরি দিল ॥
প্রায় এইমত, বৎসরেক গত,
পাল্য-পাল-ভাবে যায়।
বৎস চরে বনে, গিরি-গোবর্দ্ধনে,
গাভীগণ দেখি তায় ॥
ঊর্দ্ধে পুচ্ছ ধরি, ধায় বৎসে হেরি,
পালকেরে নাহি মানে।

অতি সে দুর্গম, বর্ত্ম অতিক্রম,
দ্রুতপদে অবিশ্রামে ॥
গোপ গোপী অতি, পুত্রে স্নেহবতী,
গাভীগণ বৎস প্রতি।
পূর্ব্বে কৃষ্ণে প্রীতি, ছিল যথারীতি,
তদধিক দেখি প্রীতি ॥
বর্দ্ধিত ব্রজের প্রেমা, ভাবিয়া না পাই সীমা,
রোহিণীনন্দন ভগবান।
আশ্চর্য্য হেরি নয়নে, চিন্তিলেন মনেমনে,
বুঝি কোন মায়া অধিষ্ঠান ॥
হবে কি দেবতামায়া, কিংবা আসুরিক মায়া,
কিবা হবে কোন নরমায়া।
কোথা বা হইতে আসে, ব্রজে কোন্ মায়া ভাসে,
যাহে আচ্ছাদিল মোর কায়া ॥
হেন কেবা চরাচরে, মোরে বিমোহিত করে,
মনে স্থির হইল নিশ্চয়।
মোর স্বামি-কৃষ্ণ-মায়া-, শক্তিরূপা যোগমায়া,
তাঁহারি প্রভাব ব্রজে রয় ॥
অচিন্ত্য প্রভাব তার, সর্ব্বজ্ঞ মায়ার পার,
শুদ্ধসত্ত্ব-মূর্ত্তি বল বীর।
নেহারিয়া চারিপানে, দেখে বৎসশিশুগণে,
কৃষ্ণময় সবার শরীর ॥

অতি চমৎকৃত মনে, জিজ্ঞাসেন কৃষ্ণস্থানে,
কহ ভাই আমারে স্বরূপ।
দেবতা-ঋষির অংশে, জানিতাম শিশুবৎসে,
আজি কেন দেখি তব রূপ॥
শুনি তথ্য কৃষ্ণমুখে, দোঁহে আনন্দেতে সুখে,
বনমাঝে করেন ভ্রমণ।
ব্রহ্মা কিছুক্ষণ পরে, কৌতুকি হ'য়ে অন্তরে,
আসি দেখে অপূর্ব্ব দর্শন॥
খেলায় পুলিন-বনে, ল'য়ে বৎসশিশুগণে,
সুখে কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান।
দেখিয়া বিতর্কে কহে, আদ্যাপিও মায়ামহে,
শিশু বৎস আছয়ে শয়ান॥
এ বালক ছিল কোথা, কিরূপে আইল এথা,
বুঝি কৃষ্ণমায়ার কল্পনা।
উভয়ের কোন্ সত্য, বুঝিতে না পারি তথ্য,
বিধাতা সে হইল উন্মনা
জঙ্গমাদি জীবচয়, যে করে ক্রীড়ায় জয়,
ইন্দ্র-চন্দ্র প্রভৃতি শঙ্কর।
তাহারে মোহিত করে, কেবা হেন শক্তি ধরে,
ব্রহ্মা নিজে হইল ফাঁফর॥
নীহারের রাশি, যথা তমোনিশি,
তিমিরে বিলীন রয়।

সূর্য্যের প্রভায়, যেমন লুকায়,
খদ্যোতিকা-দীপ্তিচয়॥
তথা ব্রজমাঝে, কৃষ্ণমায়া রাজে,
সর্ব্ব-আবরিকাময়।
ব্রহ্ম-মায়া-কণা, তাহাতে নিলীনা,
অগ্নিস্ফুলিঙ্গের প্রায়॥
করে সেইক্ষণ, অপূর্ব্ব দর্শন,
সখা বৎস শিঙ্গা বেনু।
সবাকার কায়, স্নিগ্ধ তেজোময়,
ঘনশ্যাম-কান্তি তনু॥
চতুর্ভুজ হরি, বনমালাধারী,
শ্রীবৎস হৃদয়ে সাজে।
কিরীট কুণ্ডল, প্রভায় উজ্জ্বল,
অঙ্গদ বাহুর মাঝে॥
শ্রীকর-সরোজে, শঙ্খ-চক্র রাজে,
পীতাম্বর পরিধান।
কঙ্কণ বলয়, করে মণিময়,
অঙ্গুরীয় শোভমান॥
শ্রীপদ-যুগলে, নূপুরের ছলে,
ভক্ত-চিত্ত-অলি রাজে।
রুনুঝুনু-স্বনে, বিভুগুণ গানে,
সুখে ধীরেধীরে বাজে॥

বহু পুণ্যাশ্রিত, ভক্ত-ভক্ত্যর্পিত,
নব তুলসীর দলে।
শোভে উত্তমাঙ্গ, সুকোমল অঙ্গ,
চরণ-সরোজ-দলে ॥
চন্দ্রিকা-উজ্জ্বল হাস, দিঠি অরুণিমাভাস,
সরস-অপাঙ্গভঙ্গি-দ্বারে।
নিজ ভক্ত মনোরথ, সৃজন পালন ব্রত,
সত্ত্বরজোগুণ দ্যুতি ধরে ॥
স্থাবর জঙ্গম, ব্রহ্মাদিকগণ,
মূর্ত্তিমান হ'য়ে সবে।
নৃত্যাদি-বিধানে, বিবিধ অর্হণে,
পৃথক পৃথক সেবে ॥
শক্তি অবিদ্যাদি, অণিমাদি সিদ্ধি,
চতুর্ব্বিংশ তত্ত্বচয়।
কালাদি সমস্ত, গুণাদি পদার্থ,
তাঁহাদিগে ঘেরি রয় ॥
তাঁসবা-মহিমা, অনন্ত অসীমা,
তাঁহাদের স্বপ্রকাশে।
কালাদি নিয়ম, অণিমাদি ক্রম,
সর্ব্ব-স্বতন্ত্রতা-নাশে ॥
হ'য়ে তিরস্কৃতা, সবে ভক্তিযুতা,
নিজনিজ-মূর্ত্তি-দ্বারে।

নানা উপহারে, জগত-ঈশ্বরে,
সবে উপাসনা করে ॥
সৎ-চিদানন্দ, দেব মূর্ত্তিমন্ত,
ব্রহ্মতেজ দ্যুতিমান।
যাঁহার মহিমা, বেদে নাহি সীমা,
যাহে জ্ঞানী মুহ্যমান ॥
পুন হেরে আর, অতি চমৎকার,
সর্ব্ব মূর্ত্তি একধাম।
তেজস্বী স্বরূপ, পরব্রহ্ম-রূপ,
চরাচরে ভাসমান ॥
বৃন্দাবন-মাঝে, পরব্রহ্ম রাজে
দীপ্তি ধরে সমুদয়।
দেখিয়া আশ্চর্য্য, বিধাতা অধৈর্য্য,
ভয়ে তূষ্ণীভূত রয় ॥
ইন্দ্রিয় সকল, হইল নিশ্চল,
জড় সে হইল কায়।
পড়ি হংসপৃষ্ঠে, চতুর্ম্মুখ লুটে,
সোণার প্রতিমা-প্রায় ॥
তর্ক-অগোচর, প্রকৃতির পর,
আত্মা-প্রকাশক যিনি।
জনম-রহিত, যিনি গুণাতীত,
আজি বিমোহিত তিনি ॥

দর্শনে অক্ষম, জানি অজ-ভ্রম,
পরব্রহ্ম ভগবান।
আমোদ-বিধান, করে সমাধান,
মায়া-নাট-তিরোধান॥
আত্মা-আবরিকা, মায়া-যবনিকা,
শক্তিদেবী তাপস্যতে।
কষ্টে ব্রহ্মা চায়, মৃতাগত প্রায়,
নিরীখয়ে চারিভিতে॥
দেখে বৃন্দারণ্য, তরুলতাকীর্ণ,
নিজে তথা বর্ত্তমান।
ক্রোধ-লোভ-হীন, বৈরতা-বিহীন,
শিখী অহি একস্থান॥
পুন দেখে বনমাঝে, পরব্রহ্ম শিশু সাজে,
অন্নের কবল ল'য়ে হাতে।
সখা বৎস অন্বেষণে, ভ্রমিয়া বেড়ায় বনে,
চঞ্চল-বালক-প্রায় পথে॥
অদ্বয় অনন্ত রূপ, অগাধ-বোধ-স্বরূপ,
পরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান।
তাঁর বৎস অন্বেষণ, সখা-হেতু বিচরণ,
সে কেবল নটত্ব-বিধান॥
কৃষ্ণ-দরশন মাত্র, ভূমিতে লোটায় গাত্র,
মুকুটের অগ্রভাগ দিয়া।

চরণ পরশ করি, দিয়া আনন্দাশ্রুবারি,
অভিষেকে পদে প্রণমিয়া ॥
পরে উঠি ধীরিধীরি, নয়ন মার্জ্জনা করি,
বদ্ধাঞ্জলি সমাহিত-চিতে।
বাষ্পাগদগদ স্বরে, প্রভুগুণ গান করে,
নতশিরে কাঁপিতেকাঁপিতে ॥
প্রভু গোপেন্দ্রনন্দন, তোমারে করি বন্দন,
গুঞ্জাবেড়া চূড়া মনোহারী।
নবীন নীরদ আভা, শিখিপুচ্ছ শিরে শোভা,
বনমালা-পীতাম্বর-ধারি ॥
কুক্ষিপট্টবাসমাঝে, শিঙ্গা বেত্র বেনু সাজে,
অন্নের কবল বামকরে।
কোমল মৃদুল পদে, দশ নখ চাঁদ-ছাঁদে,
শরতচন্দ্রের প্রভা হরে ॥
ওহে দেব! শিশুবপু, সুলভ প্রকাশ তবু,
তত্ত্ব আমি না পারি বুঝিতে।
আত্মানন্দে অনুভব, সে রূপ দুর্ল্লভ তব,
কে সমর্থ হয় সে হেরিতে ॥
আমা-অনুগ্রহ-তরে, স্বেচ্ছাময় রূপ ধ'রে,
গুণাতীত হ'য়ে অবতার।
শিষ্টেরে কর পালন, দুষ্টেরে করি শাসন,
ভক্তহৃদে কর হে বিহার ॥

সাধু-মুখ-গীত, তব লীলামৃত,
শুনি তোমা চিত্তে ধরি।
যে রাখে সাদরে, জানাও তাহারে,
সে তোমার তুমি তারি॥
ভক্তি ত্যাগ করি, জ্ঞানে আশা ধরি,
যে জন যতন করে।
বৃথা শ্রম তায়, তুষাঘাতপ্রায়,
ক্লেশমাত্র লাভ-তরে॥
তব গুণগণ, করিতে বর্ণন,
কোন্ জন শক্তি ধরে।
পৃথিবীর রেণু, হিম-পরমাণু,
যদি গণিবারে পারে॥
আকাশের তারা, বরিষার ধারা,
যদি সংখ্যা কভু হয়।
তব লীলা-কণা করিতে বর্ণনা,
তবু সাধ্য কারো নয়॥
ওহে দয়াময়, করুণা-নিলয়,
প্রভু ক্ষমা কর মোরে।
তব দাস মন্দ, মায়াতমে অন্ধ,
রক্ষ অহংমদ-ঘোরে॥
কোথা পঞ্চভূত, মায়ার রচিত,
চৌদ্দ পোয়া মোর দেহ।

তব অগণিত, অপার অনন্ত,
মহিমা না জানে কেহ ॥
তব লোমকূপে, গতাগতিরূপে,
জগৎ ভ্রমণ করে।
অচিন্ত্য বৈভব, তার এক লব,
সীমা দিতে কেবা পারে ॥
গর্ভ-শিশু-কৃত, পাই পদাঘাত,
মাতা কি কুপিতা হয়।
তব কুক্ষিগত, এ তিন জগত,
আমি ত বাহির নয় ॥
প্রলয়ের কালে, একার্ণব-জলে,
নারায়ণ-নাভি-নালে।
অজ বিনির্গত, এ কথা যথার্থ,
প্রসিদ্ধ, তা' সর্ব্বকালে ॥
তুমি নারায়ণ, জগত-কারণ,
তোমাতে সবার স্থিতি।
অখিলের সাক্ষী, বিপন্নের রক্ষী,
নহে মায়াময় মূর্ত্তি ॥
নাল-বর্ত্ম-গত, হ'য়ে বর্ষ শত,
অন্বেষণে ছিনু আমি।
তখন তোমায়, না দেখে কোথায়,
তপে দেখা দিলে তুমি ।

এই অবতারে, দেখালে মায়েরে,
ব্রহ্মাণ্ড মায়ার রূপ।
জঠরের মাঝে, ব্রহ্মাণ্ড বিরাজে,
তার মাঝে নিজ রূপ॥
নহে প্রতিবিম্ব, এই ব্রহ্মডিম্ব,
তব কায়ে দরশন।
তা হ'লে কখন, হয় কি দর্শন,
দরপণে দরপণ॥
সে মায়া তোমার, তুমি মায়া-পার,
পরমাত্মা নারায়ণ।
বিপিনে আমারে, দেখালে মায়ারে,
অদভুত দরশন॥
দেখিলাম আমি, একা ছিলে তুমি,
অন্নের কবল হাতে।
শিশুবৎসগণে, বনে অন্বেষণে,
ভ্রমিতেছ চারিভিতে॥
দেখিনু পরেতে, সখাগণ-সাথে,
সঙ্গে ল'য়ে বৎসগণ।
বিপিন-বিহার, আনন্দ অপার,
ক্রীড়ামগ্ন সর্ব্বক্ষণ॥
শিশু-বৎস-কায়, চতুর্বাহুময়,
[illegible]ন ভূষণ যত।

শিঙ্গা বেত্র বেনু, সবে বিষ্ণুতনু,
আমাকৃত উপাসিত ॥
সকল শরীর, ব্রহ্মাণ্ডেতে স্থির,
দেখিলাম অবশেষ।
অনন্ত অদ্বয়, ব্রহ্মতেজোময়,
পরমাত্মা পরমেশ ॥
দেবতির্য্যগাদি, ধরিয়ে উপাধি,
যবে হও অবতার।
সাধু-অনুগ্রহ, খলের নিগ্রহ,
এই সে কারণ তার ॥
অসীম অপার, মহিমা তোমার,
লবমাত্র নাহি জানি।
করি অপরাধ, ক্ষম মোরে নাথ,
মিনতি রাখ হে তুমি ॥
ওহে দয়াময়, করুণা-হৃদয়,
অখিলাত্মা নারায়ণ।
পাতকী তারিতে, কে আছে জগতে,
তোমা বিনা অন্য জন ॥
বন্ধন মোচন, এ দুটী বচন
তোমাতে শোভন নয়।
সূর্য্যের মণ্ডলে, যথা কোন কালে,
দিবা-রাত্রি-ভেদ নয় ॥

নিজ পুর মাঝে, সে প্রভু বিরাজে,
তাহারে না হেরি ভ্রমে।
মায়া-নিবন্ধন, বাহিরে ভ্রমণ,
করে বৃথা পরিশ্রমে॥
আত্মানন্দে ভোগে, যদি মনোযোগে,
হয় কারো ভাগ্যবলে।
কর্ম্ম-বন্ধ-ফাঁস, নাহি তার পাশ,
মোক্ষ তার করতলে॥
শ্রীপদ যুগল, সুজাত কমল,
শোভে যার হৃদি সরে।
সাম্রাজ্য সম্পদ, তুচ্ছ ব্রহ্মপদ,
ইন্দ্রপদে কিবা করে॥
এই ব্রহ্মজন্মে, কিংবা পর জন্মে,
পশু পক্ষী হই যদি।
যথা তব দাস, তথায় নিবাস,
হয় যেন নিরবধি॥
ব্রজনারীগণ, ধন্য গাভীগণ,
ধন্য ধন্য ব্রজভূমি।
যজ্ঞ উপহার, যোগ্য নহে যার,
স্তনপানে তৃপ্ত তিনি॥
ধন্য ব্রজবাসি- পুণ্য-ফল-রাশি,
নন্দ মহাশয়।

মঙ্গল-আশ্রয়, পূর্ণানন্দময়,
যাঁহাদের মিত্র হয়॥
তাহাদের ভাগ্য, কে বলিতে যোগ্য,
কিবা আছে সমাধান।
সর্ব্বেন্দ্রিয়দেব, আমি, মহাদেব,
আমরাও ভাগ্যবান॥
নিন্দি অরবিন্দ, শ্রীচরণ-দ্বন্দ্ব,
বর্ষে কৃপা-মধু-ধার।
সবে নেত্র ভরি, পিয়ে সে মাধুরী,
কি অধিক ভাগ্য আর॥
ভাগ্যের ঘটন, মনুষ্য-জনম,
তার মাঝে ব্রজবনে।
তাহার মধ্যেতে, জন্ম গোকুলেতে,
ভাগ্যফল কেবা গণে॥
গোকুলের জন-, পদধূলি-কণ,
অবশ্য লাগে সে গায়।
ভক্তি লভে তায়, মুক্তি কিবা দায়,
কর্ম্মবন্ধ খসি যায়॥
যারে শ্রুতিগণ, করি অন্বেষণ,
নাহি পায় দরশন।
সেই কৃষ্ণ ইন্দু, যার প্রাণবন্ধু,
প্রাণ মন সমর্পণ॥

ওহে ভগবান, হই মুহ্যমান,
আমরা বিচার করি।
এই বিশ্বমাঝে, কোন্ ফল রাজে,
তব ঋণ-মুক্তকারি॥
ওহে কৃষ্ণ বল, কিবা দিবে ফল,
এই ঘোষনিবাসিরে।
তোমা হ'তে শ্রেষ্ঠ, থাকে যদি ইষ্ট,
তবে যোগ্য দান তারে॥
সাধু-বেশধারী, তব প্রাণ-অরি,
তারে দিলে নিজ স্থান।
করিল যে জন, সর্ব্বাত্মা অর্পণ,
তার কিবা প্রতিদান॥
রাগাদি তস্কর, মোহাদি নিগড়,
তাবৎ গৃহ কারাবাস।
যাবৎ তোমারে, স্মরণ না করে,
নাহি হয় তব দাস॥
যতি ন্যাসী যোগী, যতেক বৈরাগী,
ব্রজবাসিতুল্য নয়।
যার গৃহ ধন, তোমারি কারণ,
রাগ অনুরাগ ময়॥
যে জানে জানুক, বলে সে বলুক,
মোহ কোন ক্ষতি নাই।

অচিন্ত্য বৈভব, তার এক লব,
তত্ত্ব আমি নাহি পাই ॥
কায় বাক্য মন, করি সমর্পণ,
এই মোর নিবেদন।
জনমে জনমে, তব জন-সনে,
সেবি যেন শ্রীচরণ ॥
বৃষ্ণি গোপ কুল, কমল মঙ্গল,
তাহে তুমি দিবাকর।
দেব দ্বিজ গাভী, উদধি পৃথিবী,
উজলিত শশধর ॥
সজ্জন জন, হৃদয়-রঞ্জন,
সুন্দর নটবর।
দুর্জ্জনগণ, প্রচণ্ড শমন,
ধ্বংসন দণ্ডধর ॥
নন্দকুলমণি, দেহ আজ্ঞাবাণী,
স্বস্থানে যাইতে মোরে।
ক্ষমি অপরাধ, করহে প্রসাদ,
নিবেদন করযোড়ে ॥
করি নমস্কার, কোটী কোটী বার,
আমি তব চিরদাস।
তব শ্রীচরণে, কায় বাক্য মনে,
সদা করি যেন বাস ॥

বহু স্তব স্তুতি, করিয়া প্রণতি,
প্রদক্ষিণ তিনবার।
নিজ অধিকারে, চলেন সত্বরে,
নেত্রে বহে অশ্রুধার॥
ব্রহ্মার বচনে, পূর্ব্ব সখাগণে,
আনিল যমুনাতীরে।
তারা পূর্ব্বমত, যথাস্থানে স্থিত,
আনন্দে কৃষ্ণেরে হেরে॥
হইয়া সতৃষ্ণ, কহে এস কৃষ্ণ,
বড় শীঘ্র এলে ভাই।
দেখ ননীচোরা, তোমা বিনা মোরা,
এক গ্রাসও খাই নাই॥
হাসিয়া হাসিয়া, আনন্দে বসিয়া,
সুখেতে ভোজন সারি।
সখাগণ সনে, চলে বৃন্দাবনে,
শিঙ্গা বেত্র বেনু ধরি॥
অজগর মৃত, মায়া আচ্ছাদিত,
ছিল বৎসরেক দিন।
হেরে শিশুগণ, মৃত এইক্ষণ,
কিছুমাত্র নহে ভিন॥
ময়ূরের পুচ্ছ, নানা পুষ্পগুচ্ছ,
বনধাতু চিত্রময়।

চলে সুখে সবে, আনন্দ উৎসবে,
দিয়া ধ্বনি জয়জয় ॥
হেরি মাতৃগণ, পুলকিত মন,
শিশুগণে নিল কোলে।
পিতার সদন, সর্পের নিধন,
কহিল বালক দলে ॥
অপত্য দম্পতি, হ'তে প্রিয় অতি,
সবাকার আত্মা হয়।
ব্রজবাসিগণ, কৃষ্ণে একারণ,
পুত্রাধিক স্নেহময় ॥
অখিলের আত্মা, কৃষ্ণ পরমাত্মা,
সবাকার হৃদে রয়।
স্থাবর জঙ্গমে, এ তিন ভুবনে,
ভক্তে হেরে কৃষ্ণময় ॥
কৃষ্ণ ভিন্ন আর, ভুবন মাঝার,
কিবা বস্তু আছে কার।
আছে যত অর্থ, সর্ব্ব পরমার্থ,
কৃষ্ণ চিন্তামণি সার ॥
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ, শ্রীপদ পল্লব,
যার হৃদে স্মৃতি রয়।
এ ভব জলধি, তার বৎসপদী,
বিপদ কভু না হয় ॥

তাঁর লীলাচিত্র, অতি সে পবিত্র,
যে বা করে তদাশ্রয়।
তাহার কথন, পুনরাগমন,
এ সংসারে নাহি হয়।

গোষ্ঠ-লীলা।

গগনে লোহিত ছবি, উদিত দেখিয়া রবি,
গোপসখাগণ করি সঙ্গে।
বলরাম নন্দলাল, ল'য়ে বৎস ধেনুপাল,
চলেন গোষ্ঠের লীলারঙ্গে॥
বেনু বাজে মৃদুস্বরে, গোপগণ গান করে,
প্রবেশিল কুসুম-কানন।
বনে তরু লতাচয়, ফলফুলে নত রয়,
হেরি দোঁহে আনন্দে মগন।
মৃগ-বিহঙ্গম-কুলে, রব করে কুতূহলে,
শতদল-পূর্ণ সরোবর।
তাহারে করিয়াশ্রয়, মন্দ পরিমল বয়,
মলয় অনিল নিরন্তর॥
মধুময় বৃন্দাবন, করে মধু বরিষণ,
তরুগণ ফলফুল দ্বারে।

অরুণিম শোভাময়, নবীন পল্লবচয়,
ধরি রামকৃষ্ণে নত ভরে ॥
চরণ-কমল'পরে, ভক্তিভাবে পূজা করে,
দিয়া নিজনিজ উপহার।
দেখি কৃষ্ণ হাসিহাসি, অগ্রজে কহেন আসি,
দেখ দেব! তরু-নমস্কার ॥
তব পদাম্বুজদ্বয়, চরাচর-পূজ্য হয়,
স্থাবরত্বে হইতে মোচন।
যার যাহা আছে ধন, পদে করে সমর্পণ,
কর দেব বাঞ্ছিত পূরণ ॥
দেখ অলিকুলে, গুণগুণচ্ছলে,
ধরিয়া মধুর তান।
ভুবন পাবন, জন বিমোহন,
করে তব যশোগান ॥
হেরি হয় মনে, তব ভক্তগণে,
ধরিয়া ভ্রমর বেশ।
জীবের কারণ, করে প্রকাশন,
তোমার নিগূঢ় বেশ ॥
ময়ূর নাচিছে, হরিণ হেরিছে,
গাইছে কোকিলগণ।
যথাশক্তি সবে, প্রেম প্রীতিভাবে,
স্তবে করে উপাসন ॥

ধন্য বৃন্দাবন, তৃণগুল্মগণ,
ধন্য বৃক্ষ লতা হয়।
ধন্য নদ-নদী, অচল অবধি,
ধন্য পশু পক্ষি-চয় ॥
ধন্য ব্রজভূমি, তব পদ চুমি,
ধরিয়া হৃদয় মাঝ।
জগত-বন্দিনী, সৌভাগ্য-শালিনী,
সম্পদে শোভিল আজ ॥
ধন্য গোপীগণ, সফল জীবন,
শ্রীপদ পঙ্কজ সেবে।
যাঁর শ্রীচরণ, করেন মনন,
কমলা অচল ভাবে ॥
শোভার সম্পদ, লীলার আস্পদ,
বনের মাধুরি হেরি।
ভ্রমে দুই বীর, যমুনার তীর,
যথা গোবর্দ্ধন গিরি ॥
কভু অলিগণে, গুণগুণ স্বনে,
কভু ল'য়ে শুকসারি।
অতি হর্ষ মনে, কলকল স্বনে,
পাঠ দেয় মনোহারী ॥
কভু হংস সনে, কভু পিক সনে,
ভাসিছে কূজন রসে।

কভু শিখিগণে, বাঁশরীর তানে,
নাচায় নাচিয়া হাসে ॥
সিংহ ব্যাঘ্র ভয়ে, ভীতবৎ ধায়ে,
ছাগ মৃগ পশু সনে।
কভু বা আদরে, ডাকি স্নেহ ভরে,
তোষে ধেনু বৎসগণে ॥
কভু খেলা রসে, যুঝে মল্লবেশে,
কভু কেহ হয় রাজা।
কেহ ছত্র ধরে, কেহ বা চামরে,
কেহ দেয় দুষ্টে সাজা ॥
কভু পরিশ্রমে, ক্লান্ত বলরামে,
হেরিয়া তরুর তলে।
করায়ে শয়ন, পাদ-সংবাহন,
করেন সে কুতূহলে ॥
কভু শ্রান্তিমান, হেরি ঘনশ্যাম,
ভাগ্যবান সখাগণে।
ক্রোড়-উপাধানে, ব্যজনী চালনে
সেবে পাদসংবাহনে ॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর, গোপ সহচর,
সঙ্গে ল'য়ে বনে খেলা।
তথাপিও তাঁর, চেষ্টা চমৎকার,
প্রকাশে ঐশ্বরী লীলা ॥

ধেনুকাসুরবধ-লীলা।

দুই ভাই খেলে, অতি কুতূহলে,
নিজানন্দে সুখী মন।
শ্রীদাম সুদাম, সুবলাভিরাম,
আসি করে নিবেদন॥
ওহে কৃষ্ণ রাম, মিষ্ট গন্ধবান,
তাল ফল সুপ্রচুর।
তাহার ভক্ষক, বনের রক্ষক,
দুর্দ্দণ্ড ধেনুকাসুর॥
অতি বীর্য্যবন্ত, অত্যন্ত দুরন্ত,
রাসভের রূপধারী।
নিজ তুল্য বল, সঙ্গে মিত্রদল,
সকলেই নরাহারী॥
সুমহৎ ফল, পতিত সকল,
সুগন্ধ পবন বয়।
দুষ্টের কারণ, করিতে ভক্ষণ,
কখন কেহ না পায়॥
দুষ্টের শাসন, মিত্রের পালন,
তোমাদের ব্রত হয়।
করিতে ভক্ষণ, সবাকার মন,
দাও যদি ইচ্ছা হয়॥

সখার বচন, করিয়া শ্রবণ,
চলিলেন সখাসনে।
প্রিয় অভিলাষ. পূরণের আশ,
উপনীত তাল-বনে ॥
মত্ত হস্তি প্রায়, বৃক্ষেরে কাঁপায়,
ফল পড়ে সুপ্রচুর।
সে শব্দ শুনিয়া, ধরা কাঁপাইয়া,
আসিল ধেনুকাসুর ॥
আসি মহারোষে, রাম-বক্ষোদেশে,
পদাঘাত করে জোরে।
গর্দ্দভের স্বরে, কুৎসিত হাঁকারে,
চৌদিকে বেড়ায় ঘুরে ॥
আসি পুনর্ব্বার, করিল প্রসার,
পশ্চাতের পদদ্বয়।
রামে বধ-আশে, ভীষণ সাহসে,
ক্রোধে কাঁপে অতিশয় ॥
বল বীর ক্রোধে, ধরি দুই পদে,
ফেলিলেন বৃক্ষোপরে।
তার বেগভরে, বৃক্ষগণ পড়ে,
একের উপরে আরে ॥
ভয়ঙ্কর শব্দ, সর্ব্ব লোক স্তব্ধ,
মরিল ধেনুকাসুর।

সুহৃদ-মরণ, দেখি মিত্রগণ,
যুঝি হৈল সবে চূর ॥
তাল ফলাকীর্ণ, দৈত্যদেহ পূর্ণ,
শোভে বন ভূমিতল।
শ্বেত নীল পীত, বর্ণেতে রঞ্জিত,
শোভে যথা নভঃস্থল ॥
কাঁপে তালবন, অন্য বৃক্ষগণ,
মহাবাতাহত প্রায়।
এ নহে বিচিত্র, তাঁর লীলামাত্র,
জগত গ্রথিত যায় ॥
নির্ভয় কানন, ভ্রমে সর্ব্বজন,
সুখে তাল ফল খায়।
পুষ্প বরিষণ, করে দেবগণ,
রাম-কৃষ্ণ-গুণ গায় ॥
বাঁশী বাজে ধীরে, গায় অনুচরে,
গোধূলিতে ধূসরিত।
নব ফুল মালে, শিখি পুচ্ছ দোলে,
বাঁকা চূড়া সুশোভিত ॥
মনোহর গলে, বৈজয়ন্তী দোলে,
হাসি মৃদু মধুযুত।
কটিতে কিঙ্কিণী, বাজে কিনিকিনি,
পরিধান বাস পীত ॥

হেরি গোপাঙ্গনা, ভুলিয়া আপনা,
ত্যজি নিজ কুলব্রত।
নেত্র-ভৃঙ্গাধারে, পিয়ে তৃষ্ণা পূরে,
শ্যামঘন রূপামৃত॥
হ'য়ে সুশীতল, নয়ন কমল,
করি কৃষ্ণ-অঙ্গার্পিত।
কায় বাক্য মন, দিয়া শ্রীচরণ,
পূজা করে অবিরত॥
সলজ্জ বিনয়ে, দিঠি-ভঙ্গিময়ে,
গোপীকৃত সংকৃত।
হ'য়ে কৃষ্ণচন্দ্র, ল'য়ে বালবৃন্দ,
নিজ গৃহে উপনীত॥
হেরি দুই মাতা, অতি আনন্দিতা,
রামকৃষ্ণে ল'য়ে কোলে।
স্নপন মার্জ্জন, দিয়া পথশ্রম,
দূর করে হিমজলে॥
সুখেতে ভোজন, করি সমাপন,
দুই ভাই কুতূহলে।
আনন্দে শয়ন, করে দুইজন,
সুকোমল শয্যাতলে।

———

কালিয়দমন-লীলা।

একদিন প্রাতে, সখাগণ সাথে,
ধেনু বৎসগণ সঙ্গে।
বিনা বলরাম, একা ঘনশ্যাম,
চলিলেন গোঠে রঙ্গে॥
কালিন্দীর তীরে, ভ্রমে ধীরে ধীরে,
ধেনু মাত্র সহচর।
গোপ সখাগণ, ল'য়ে ধেনুগণ,
রহে কিছু দূরতর॥
আতপে তাপিত, হ'য়ে তৃষ্ণাযুত,
সবে যমুনার জলে।
করি জল পান, মৃতের সমান,
পড়িল তাহার কূলে॥
জলের ভিতর, এক বিষধর,
বহু যুগ বাস করে।
তাহার গরলে, তথাকার জলে,
ভয়ঙ্কর বিষ ধরে॥
যোগেশ্বরেশ্বর, কৃষ্ণ সে সত্বর,
মৃত হেরি সর্ব্বজনে।
কৃপাদৃষ্টি রাশি, অমৃত বরষি,
জিয়াইয়া দিল প্রাণে॥

পাইয়া চেতন, উঠি সেইক্ষণ,
পরস্পর সবে চায়।
লুপ্ত দেহ-স্মৃতি, পুনরায় গতি,
কৃষ্ণ কৃপাগুণে পায়॥
কালিন্দীর মাঝে, এক হ্রদ সাজে,
কালিয় ভুজঙ্গ রাজ।
গরুড়ের ভয়ে, আলয় নির্ম্মায়ে,
সুখে রহে তার মাঝ॥
সেই হ্রদ জল, ফুটিত কেবল,
কালিয়ের হলাহলে।
তাহার উপর, যত নভশ্চর,
উড়িলে পড়িত জলে॥
তথা সমীরণ, বিষ-বারি-কণ,
বহে অতি ভয়ঙ্কর।
যদি দৈববশে, কোন প্রাণী আসে,
যাইত সে যমঘর॥
তীরে তরুচয়, শুষ্ক মৃতপ্রায়,
রহে বিষাগ্নির তেজে।
এক নীপবর, ছিল সে অমর,
দৈবাধীন তীর-মাঝে॥
কৃষ্ণ তদুপরি, আরোহণ করি,
খলের দমন তরে।

কটির বন্ধনে, বাহু আস্ফোটনে,
বেগে বিষহ্রদে পড়ে ॥
কৃষ্ণ সুকুমার, করেন বিহার,
মত্ত করীন্দ্রের প্রায়।
সুন্দর মূরতি, নবঘন দ্যুতি,
অনুপাম শোভাময় ॥
বদন সুন্দর, অরুণ অধর,
সুপীন হৃদয় মাঝ।
কৌস্তুভ উজলে, বনমালা দোলে,
সুপীত বসন সাজ ॥
শ্রীপদ যুগল, সুজাত কমল,
শোভা মধুরিমহারী।
যমুনা-হৃদয়ে, খেলিছে নির্ভয়ে,
জলে করাঘাত করি ॥
হ্রদ চারিভিত, ভ্রমণ অদ্ভুত,
সহাস্য বিক্রম ময়।
ইহা কি বিচিত্র, অনন্ত চরিত্র,
ক্রীড়ারস মাত্র হয় ॥
জলে মহা শব্দ, শুনি হৈল স্তব্ধ,
কালিয় অসহ্য রোষে।
আপন বৈভব, মানি পরাভব,
কৃষ্ণে মর্ম্মস্থানে দংশে ॥

শরীরায়তন, করিয়া বেষ্টন,
রহিল ভুজঙ্গ খল।
কিছুক্ষণ কৃষ্ণ, রহেন অচেষ্ট,
দেখি প্রিয় সখাদল॥
দুঃখ শোকান্বিত, ভয়ে জীবন্মৃত,
কৃষ্ণার্পিত চিত্তে রয়।
গাভী বৎসগণ, হেরি কৃষ্ণানন,
কাঁদিয়া আকুল হয়॥
ব্রজে মহোৎপাত, হয় উল্কাপাত,
ভূকম্প স্ফুরণ-অঙ্গ।
ব্রজবাসিগণ, ব্যাকুলিত মন,
নন্দাদির মনোভঙ্গ॥
কৃষ্ণ গোচারণে, একা যায় বনে,
সঙ্গে নাহি বলরাম।
কিবা পরমাদ, ঘটিল বিষাদ,
বিধি হৈল বুঝি বাম॥
অতি সে কাতরে, কানন-ভিতরে,
ধায় পদচিহ্ন ধরি।
চলে হাস্যমুখে, বল বীর সুখে,
কৃষ্ণে চিত্তার্পণ করি॥
কৃষ্ণে অহিগ্রস্ত, দেখি অতি ব্যস্ত,
শ্রীনন্দ যশোদা মাতা।

শোক-আর্ত্তি-ভরে, ধরণী উপরে,
পড়ি হয় মূর্চ্ছিতা॥
কৃষ্ণ-প্রিয়তমা, ব্রজকুলরামা,
কৃষ্ণে বদ্ধ সর্প-পাশে।
হেরি সর্ব্বজন, শূন্য ত্রিভুবন,
শোকার্ণবে সবে ভাসে॥
ব্রজেশ্বরী মাতা, যথায় পতিতা,
তথা সম-দুঃখ-ভরে।
কৃষ্ণানন হেরে, স্রবে অশ্রুনীরে,
মৃতপ্রায় দেহ ধরে॥
করিয়া বিলাপ, দিতে চায় ঝাঁপ,
নন্দ-আদি গোপ মেলি।
দেব সঙ্কর্ষণ, করেন বারণ,
স্মরাইয়া কৃষ্ণকেলি॥
কৃষ্ণ নিজ-অঙ্গ, বেষ্টিত ভুজঙ্গ,
দেখিলেন ব্রজজন।
সবে তাঁর লাগি, হ'য়ে দুঃখ-ভাগী,
প্রাণে দেয় বিসর্জ্জন॥
জানি সেই ক্ষণ, শরীরায়তন,
বৃদ্ধি করিলেন ক্রমে।
সর্পের শরীর, ব্যথায় অস্থির,
কুণ্ডলী ছাড়িল ক্রমে॥

হইয়া কুপিত, ফণারে উন্নত,
করিয়া কৃষ্ণেরে হেরে।
নাসারন্ধ্রদ্বয়, বিষ বরিষয়,
অগ্নিবৎ নেত্র ধরে॥
দৃষ্টি ভয়ঙ্কর, মুখের ভিতর,
জ্বলন্ত অঙ্গার প্রায়।
দুই জিহ্বা তার, চাটে বার বার,
মুখ প্রান্তভাগদ্বয়॥
হলাহল রাশি, তাহে হাসি হাসি,
শ্রীকৃষ্ণ ভ্রমেন সুখে।
সম্মুখে ভুজঙ্গ, বিষের তরঙ্গ,
সে-ও ভ্রমে চতুর্দ্দিকে॥
কৃষ্ণেরে দংশন, আশায় ভ্রমণ,
করিছে কালিয় নাগ।
তার কিবা সাধ্য, যোগি-দুরারাধ্য,
যত্নে'ও না পায় লাগ॥
ভ্রমণে কাতর, হৈল বিষধর,
ক্রমশ আভোগ নত।
সহস্র ফণায়, উঠি নটরায়,
নৃত্য করে অভিমত॥
দর্শন মনোজ্ঞ, নৃত্যকলাভিজ্ঞ,
নাচেন কালিয়-শিরে।

অহি শিরোমণি, স্পর্শে নীলমণি,
অপরূপ শোভা ধরে॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর, সিদ্ধ বিদ্যাধর,
স্বরগ অঙ্গনাগণ।
পুষ্প উপহার, বাদ্য যন্ত্র আর,
ল'য়ে আসি সেইক্ষণ॥
গীত বাদ্যোৎসব, কৃষ্ণনাম স্তব,
সুখে গায় কণ্ঠ ভরি।
চঞ্চল শিরসে, মনের উল্লাসে,
কৌতুকে নাচেন হরি॥
নৃত্য-ভঙ্গি-ক্রমে, পদের চালনে,
খল-শির হয় নত।
হেরি চমৎকার, দিয়া জয়কার,
পূজে দেবদেবী যত॥
ফণা দশ শত, হইল পীড়িত,
রুধির উগারে তায়।
হ'য়ে ভগ্নগাত্র, স্মরে একমাত্র,
নারায়ণ রাঙ্গা-পায়॥
দেখি তার দশা, হইয়ে বিবশা,
কালিয়ের পত্নীগণ।
প্রভু জনার্দ্দন, শ্রীপদে শরণ,
লইল বিহ্বল মন॥

উঠি নদী তটে, কৃতাঞ্জলিপুটে,
কহে শিশু অগ্রে করি।
করি প্রণিপাত, জয় জগন্নাথ,
ক্রূর খল দণ্ড ধারি॥
প্রভু ভগবন, অসাধু দমন,
তব যোগ্য কার্য্য হয়।
অরি মিত্র প্রতি, তব সম মতি,
দণ্ডে শুভ ফলোদয়॥
এ নহে নিগ্রহ, অতি অনুগ্রহ,
দুষ্ট কালিয়ের প্রতি।
তব শ্রীচরণ, করিয়া ধারণ,
পাপে পাবে অব্যাহতি॥
পূর্ব্বে কোন্ তপ, কিবা মন্ত্র জপ,
কিবা ধর্ম্ম অনুষ্ঠান।
কিংবা জীব প্রতি, কৃপাবান্ অতি,
মান ত্যজি দেয় মান॥
নাহি জানি আমি, খল বক্রগামী,
কোন্ পুণ্যফল ধরে।
যে কার্য্যের বলে, পায় অবহেলে,
প্রভু-পাদপদ্ম শিরে॥
ব্রহ্মা ইন্দ্র দেবে, যাঁর পদ সেবে,
প্রসন্নতা লাভ আশে।

সেই শ্রী ললনা, ত্যজিয়া বাসনা,
যে চরণ অভিলাষে ॥
হ'য়ে ধৃত চিত্ত, ধরিয়ে সুব্রত,
করেন সে উপাসন।
কোন্ তপোবলে, এই দুষ্ট খলে,
পায় সেই শ্রীচরণ ॥
যে চরণামৃত, জগত পাবিত,
মহেশ ধরেন শিরে।
অনুমান হয়, এই ভাগ্যোদয়,
প্রভু কৃপালেশ ভরে ॥
ঐ পদ যার, শিরে অলঙ্কার,
কি ছার সাম্রাজ্যপদে।
কিবা ব্রহ্মপদ, তুচ্ছ ইন্দ্রপদ,
কি কাজ সর্বেবশপদে ॥
যোগ সিদ্ধি বল, মুক্তি কিবা ফল,
যেবা পায় পদ-রজ।
যাহার মহিমা, নাহি পান সীমা,
ইন্দ্রাদি দেবতা অজ ॥
করি নমস্কার, চরণে তোমার,
অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য যুত।
জীব অন্তঃকূপে, সাক্ষীর স্বরূপে,
থাকিয়াও সীমাতীত ॥

তুমি চিরস্থিত, তোমারি আশ্রিত,
আকাশাদি পঞ্চভূত।
তুমি জনার্দ্দন, সবার কারণ,
তথাপি কারণাতীত॥
বহু স্তব স্তুতি, করিলা মিনতি,
কালিয়ের পত্নীগণ।
প্রফুল্ল বদন, করুণা-ঈক্ষণ,
দেখি সুখি হয় মন॥
কোটি কোটিবার, করি নমস্কার,
পতি-অপরাধ স্মরি।
করিয়া প্রার্থনা, চাহেন মার্জ্জনা,
সবে করযোড় করি॥
ত্রিলোকীর জনা, তোমার খেলনা,
তুমি অখিলের পতি।
তবু সাধুচয়, তোমার হৃদয়,
হয় প্রিয়তম অতি॥
ধর্ম্মের রক্ষণ, শিষ্টের পালন,
হেতু তব অবতার।
তুমি সর্ব্বেশ্বর, খল দণ্ডধর,
ক্ষমা কর এইবার॥
এই মূঢ়মতি, অসৎ প্রকৃতি,
তব তত্ত্ব নাহি জানে।

অজ্ঞ-অপরাধ, ক্ষমিয়ে প্রসাদ,
কর প্রভু! নিজ গুণে ॥
বিলম্ব হইলে, প্রাণ যাবে চ'লে,
রক্ষ প্রভু দয়াময়।
পতি-প্রাণ-দান, করিয়ে বিধান,
রাখ এ কিঙ্করীচয় ॥
মোরা তব দাসী, করুণা প্রকাশি,
যে আজ্ঞা দিবেন প্রভু।
সবে প্রাণপণে, পালিব যতনে,
অন্যথা নহিবে কভু ॥
শ্রুত আছি হরি, তব আজ্ঞা ধরি,
যেবা চিরকাল রয়।
পায় পরিত্রাণ, সুখে রহে প্রাণ,
না রহে শমন ভয় ॥
নাগিনী কাতর, হেরি নটবর,
নাগে অনুগ্রহ করি।
ভগ্ন মূর্চ্ছাগত, শিরে পদাঘাত,
করি ত্যজিলেন হরি ॥
দীন ভুজঙ্গম, প্রাণ পাই পুন,
কষ্টে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি।
কহে অকপটে, কৃতাঞ্জলিপুটে,
রক্ষ দয়াময় হরি ॥

জন্মাবধি খল, আমরা প্রবল,
কোপরূপী মূর্ত্তিমান ।
আজন্ম তামস, তমোগুণবশ,
শুন ওহে ভগবান ॥
স্বভাব-স্বরূপ, দুষ্ট গ্রহরূপ,
তাহারে ছাড়িতে নারি ।
তব এই বিশ্ব, হয় নানা দৃশ্য,
আকৃতি প্রকৃতি হেরি ॥
তাহাতে দুর্ব্বৃত্ত, দুরন্ত অশান্ত,
মোরা হই সর্পজাতি ।
অন্ধতমোবৃত, তব মায়াশ্রিত,
মায়ামুগ্ধ মন মতি ॥
দুস্ত্যজা প্রকৃতি, তব মায়াশক্তি,
ত্যজিতে শকতি কার ।
তুমি ভগবান, যারে কৃপাবান,
তারে লও মায়াপার ॥
প্রভু দয়াময়, কি বা আজ্ঞা হয়,
দুষ্ট কালিয়ের প্রতি ।
কর অনুগ্রহ, কিংবা সে নিগ্রহ,
যাহা লয় তব মতি ॥
শুনি সর্পবাণী, নট শিরোমণি,
করিলেন প্রত্যুত্তর ।

শুন ভুজঙ্গম, আমার শাসন,
রক্ষা কর শীঘ্রতর ॥
সহ বন্ধু জ্ঞাতি, অপত্য প্রভৃতি,
যমুনার জল ছাড়ি।
যাও ত্বরা সর্প, রমণক দ্বীপ,
যথা সমুদ্রের বারি ॥
এই নদীজলে, নামি কুতূহলে,
স্নান দান করি সবে।
হইবে শীতল, চিত্ত সুনির্ম্মল,
সবে মনঃসুখে রবে ॥
আমার আজ্ঞায়, তব অরিভয়,
নাহি হবে কদাচন।
বিশেষত শিরে, পদাঙ্ক বিহরে,
গরুড়ের পূজ্যতম ॥
শুনি সুখী মনে, পত্নীগণ সনে,
কালিয় শ্রীকৃষ্ণ পদে।
সাদরে চন্দন, বসন ভূষণ,
দিয়া পূজে হর্ষ হৃদে ॥
পরম উজ্জ্বলা, মণি রত্ন মালা,
মূল্যবান পট্টবাস।
দিয়া উপহার, করি নমস্কার,
ছাড়ে যমুনার বাস ॥

কৃষ্ণে প্রদক্ষিণ, করিয়া দক্ষিণ,
কালি ল'য়ে পরিজন।
চলিল সহর্ষে, রমণক দেশে,
সবে প্রফুল্লিত মন॥
নির্ম্মল যমুনা, স্বাদু সুধোপমা,
কৃষ্ণ অনুগ্রহে হয়।
তাহে স্নানদান, যে করে বিধান,
তার ভক্তি লভ্য হয়॥
হ্রদ বিনির্গত, পদ্মমালা যুত,
মণিরত্নে বিভূষিত।
সুবর্ণ বরণ, জিনিয়া বসন,
নিরমল পরিহিত॥
কৃষ্ণ আগমন, করি নিরীক্ষণ,
নন্দ আদি ব্রজজন।
রোহিণী সহিতা, শ্রীযশোদা মাতা,
সবে পুলকিত মন॥
জীবন যেমন, করায় চেতন,
সকল ইন্দ্রিয়গণে।
সবে সেই মত, উঠি আসি দ্রুত,
কৃষ্ণে ধরে আলিঙ্গনে॥
করি আলিঙ্গন, সুখে মগ্ন মন,
অতি স্নেহে বলরাম।

শোভে অনুপাম, শ্বেত শ্যামধাম,
চাঁদে মেঘে একঠাম॥
কৃষ্ণ ল'য়ে কোলে, ভাসে অশ্রুজলে,
আনন্দে যশোদা মাতা।
বদন চুম্বন, করে পুনঃপুন,
কৃষ্ণ প্রণমিল মাতা॥
ব্রজের গোপী, কৃষ্ণে মন সোঁপি,
ছিল সুখে অনুক্ষণ।
প্রিয় অহিগ্রাসে, দেখি অতি ত্রাসে,
প্রায় ছিল অচেতন॥
শ্রীযশোদাকোলে, প্রিয়তম দোলে,
দেখি সবে প্রাণ পায়।
মনোনেত্রোৎসব, চিত্তে অনুভব,
করি অশ্রুধারা বয়॥
তীরে তরুলতা, ছিল সবে মৃতা,
আজি কৃষ্ণকৃপাবলে।
হ'য়ে সঞ্জীবিত, সবে প্রফুল্লিত,
শোভে নবাঙ্কুর দলে॥
গাভী বৎসগণ, কৃষ্ণ দরশন,
করি আনন্দিত মনে।
কৃষ্ণমুখ চায়, তৃণাঙ্কুর খায়,
গাভী তোষে বৎসগণে॥

"কৃষ্ণ ভগবান, সবাকার প্রাণ,
মরিলে জীবন দেয়।
নন্দ যশোমতী, মহা ভাগ্যবতী",
গুরু বিপ্রগণে গায়॥
ব্রজবাসিগণ, সে রাত্রি যাপন,
করেন কালিন্দী তীরে।
হেরি কৃষ্ণানন, প্রফুল্লিত মন,
ক্ষুধা তৃষ্ণা যায় দূরে॥

দাবানলভক্ষণ-লীলা।

কালিসখা আজ, শুচিবনমাঝ,
ধরি অগ্নিরূপ রাশি।
জ্বলন্ত জ্বলন, করিল বেষ্টন,
যথা সুপ্ত ব্রজবাসী॥
সর্ব্বজনে গ্রাস, করিবারে আশ,
আসে অগ্নি ভয়ঙ্কর।
উত্তাপে তাপিত, হ'য়ে জাগরিত,
দেখি বহ্নি ঘোরতর॥

অতি সে কাতরে, ডাকে উচ্চৈঃস্বরে,
কোথা কৃষ্ণ বলরামে।
দারুণ অনল, দহিল সকল,
রাখ সবাকার প্রাণ॥
অমিত বিক্রম, তোমরা দুজন,
তোমাদের প্রিয়জন।
করে ভস্মসাত, রক্ষ রক্ষ নাথ,
আর নাহি অন্য জন॥
নাহি মৃত্যু ভয়, তব পদদ্বয়,
যেন নাহি ছাড়া হই।
বিঘ্ন বিনাশন, তোমার শরণ,
বিনা আর গতি নাই॥
কাতর স্বজন, করি নিরীক্ষণ,
পরেশ্বর ভগবান।
আসি হাসি হাসি, অনলে গরাসি,
সবারে করেন ত্রাণ॥
এ নহে বিচিত্র, অনন্ত চরিত্র,
লীলা সে অনন্ত তাঁর।
তিনি ভগবান, সর্ব্বশক্তিমান,
তাঁর কাছে শক্তি কার॥
সবে পাই প্রাণ, কৃষ্ণের সম্মান,
করি ব্রজবাসিগণে।

রজনী প্রভাতে, নিজ গৃহ পথে,
চলিলেন হর্ষমনে ॥
বলরাম সনে, শ্রীবৃন্দাবিপিনে,
কৃষ্ণের অদ্ভুত লীলা ।
নিতি নব নব, কৌতুক উৎসব,
কে বুঝিবে তাঁর খেলা ॥
নরশিশু প্রায়, খেলিয়া বেড়ায়,
ছলামাত্র গোপালন ।
গোপের কুমার, সহচর তাঁর,
সাধে নিজ প্রয়োজন ॥
চলে গোচারণে, ভাণ্ডীর কাননে,
সঙ্গে ল'য়ে বালবৃন্দে ।
দুই ভাই হেরি, বনের মাধুরী,
ভ্রমি বুলে মহানন্দে ॥
নির্ঝরিণী জল, করি কলকল,
আচ্ছাদি ঝিল্লির স্বন ।
তরুলতা চয়, করি স্নিগ্ধময়,
ব্রজে করে সঞ্চারণ ॥
সরঃসরিজ্জলে, দুলিছে হিল্লোলে,
কমল কহ্লারোৎপল ।
তার রেণুগণ, করিয়া হরণ,
বায়ু বহে সুশীতল ॥

তটিনী তরঙ্গ, করি বেগ রঙ্গ,
কৃষ্ণ পদ আশে ধায়।
তাহাতে সতত, ভূমি জলসিক্ত,
রবিতাপ নাহি পায়॥
বসন্ত লক্ষণ, গ্রীষ্মে প্রকাশন,
হয় বৃন্দাবন গুণে।
যথা রামসনে, কৃষ্ণ সুখিমনে,
বিহরে মুরলী গানে॥
কুসুমিত বন, তরু লতাগণ,
ফল ফুলে শোভাময়।
খগ মৃগগণ, করে বিচরণ,
নাচিছে ময়ূর চয়॥
অলি পিককুলে, মধু রব তুলে,
করে অনুক্ষণ গান।
সুখে রামকানু, ধরি শিঙ্গাবেনু,
মনঃসুখে তুলে তান॥
নব কিশলয়ে, চূড়া বিরচয়ে,
তাহে দিল শিখিপাখা।
মল্লিকা কুসুমে, সাজায়ে রঙ্গণে,
বাঁধে শিরে করি বাঁকা॥
গিরি ধাতু দিয়া, তিলক রচিয়া,
গুঞ্জা-বকুলের হারে।

সবে সুশোভিত, ভূষণে ভূষিত,
নটবর বেশ ধরে ॥
সবে আরম্ভিলা, নৃত্য গীত খেলা,
কৃষ্ণ সে নটন সাজে।
বাজে শিঙ্গাবেনু, সুখে নাচে কানু,
সাধুবাদ সভা মাঝে ॥
কোন শিশু গায়, কেহ বা বাজায়,
ঘন দেয় করতাল।
নাচে বলরাম, মন-অভিরাম,
নাচিছে গোপালবাল ॥
কভু বলরাম, মল্লের সমান,
বেশ করি পরিধান।
সমান বালকে, ধরিয়া কৌতুকে,
যুদ্ধে হয় আগুয়ান ॥
কথন ভ্রমণ, কভু উলম্ফন,
আস্ফোটন আকর্ষণে।
শিশু সিংহ প্রায়, যুঝে দুজনায়,
কেহ কারে নাহি জিনে ॥
কভু শিলাসনে, বসি সুখীমনে,
আজ্ঞা দেয় রাজবেশে।
কভু শিশু মেলি, নেত্র বাঁধি কেলি,
করেন কৌতুক রসে ॥

কভু দোলনায়, দুলিয়া খেলায়,
কভু খগ মৃগ সনে।
ভেক সনে লম্ফ, জলে দেয় ঝম্ফ,
নানামত খেলে বনে॥
পর্ব্বত-গহ্বরে, নদী-সরোবরে,
কাননে কুঞ্জের মাঝে।
কৃষ্ণ বলরাম, খেলে অভিরাম,
ক্রীড়ায় বিবিধ সাজে॥

প্রলম্বাসুরবধ লীলা।

কংস অনুচর, প্রলম্ব অসুর,
রামকৃষ্ণে হরিবারে।
প্রবেশিয়া বনে, আসে ক্রীড়া স্থানে,
গোপশিশু বেশ ধ'রে॥
কৃষ্ণ ভগবান, জানিয়া সন্ধান,
বিনাশ সঙ্কল্প করি।
অতি সমাদরে, সখা বলি তারে,
ল'য়ে দলভুক্ত করি॥

পরে সখাগণে, করিয়া আহ্বানে,
কহিলেন হর্ষ মনে।
সম-বয়-বল, যোড়া যোড়া দল,
আজি খেলি সাধ মনে॥
হারিবে যেজন, জেতারে সেজন,
কাঁধে বহি সেইক্ষণে।
হইয়ে তৎপর, অতি দ্রুততর,
দিবে নিরূপিত স্থানে॥
হৈল মনোনীত, সর্ব্বজন প্রীত,
ছুই পক্ষ দল হৈল।
নায়ক প্রধান, কৃষ্ণ বলরাম,
সুখে খেলা আরম্ভিল॥
জয়ী বলরাম, বৃসভ শ্রীদাম,
কৃষ্ণ হৈয়া পরাজিত।
বহেন শ্রীদামে, প্রলম্ব শ্রীরামে,
ভদ্র স্কন্ধে বৃষ স্থিত॥
অসহ্য বিক্রম, কৃষ্ণে নিরীক্ষণ,
করিয়া দানব রাজ।
তাঁর নেত্রাতীত, হইবারে চিত,
দ্রুত চলে বনমাঝ॥
গিরিরাজ প্রায়, বলরাম কায়,
অতিশয় গুরু ভারে।

অসুর প্রবীণ, হৈল বলহীন,
ক্রোধে নিজ দেহ ধরে।
অসুরের কায়, জলদের প্রায়,
ভূষণ বিজরী মাল।
তদুপরি রাম, পূর্ণচন্দ্রোপাম,
অপরূপ মেঘোজ্জ্বল॥
ভারে পীড়া পায়, রামেরে তথায়,
নামায়ে অসুরবর।
পলায়ন তরে, উঠিল অম্বরে,
দৃশ্য অতি ভয়ঙ্কর॥
দেখে সর্ব্বজন, অসুর দুর্জ্জন,
হৈল অম্বরচারী।
প্রদীপ্ত নেত্রান্ত, ভ্রূ-তট পর্য্যন্ত,
করাল দংষ্ট্রাধারী॥
অগ্নি শিখাপ্রায়, কেশরাশি তায়,
কিরীট কুণ্ডল জ্যোতি।
অতি দ্যুতিমান, দেখি বলরাম,
কিছু সচঞ্চল মতি॥
নিমিষেকে স্থির, হ'য়ে বলবীর,
ত্যজি নিজ পরিজন।
ধায় ত্বরা করি, আত্ম অপহারী,
করে যথা পলায়ন॥

অতি ভয়ঙ্কর, মুষ্টি দৃঢ়তর,
মারেন অসুর শিরে।
গিরি শিরোভাগে, যথা বজ্র বেগে,
ক্রোধে দেবরাজ মারে॥
হইয়ে আহত, চীৎকারে কম্পিত,
করিয়া সে ধরাতল।
উগারে শোণিত, হারায় সম্বিত,
পড়িল অসুর খল॥
ইন্দ্র বজ্রাহত, যেমন পর্ব্বত,
পড়ে অতি বেগভরে।
করি ঘোররব মরিল দানব,
সেই মত ভূমে পড়ে॥
প্রলম্ব নিধন, দেখি গোপগণ,
বলশালী বলরামে।
দেয় ধন্যবাদ, করে আশীর্ব্বাদ,
প্রীতি প্রফুল্লিত মনে॥
অতি চমৎকৃত, যেন মৃতাগত,
জনে পুনরায় পায়।
তথা সর্ব্বজন, করে আলিঙ্গন,
কৃষ্ণ সুখে ভাসে তায়॥
ভুজঙ্গ মস্তকে, নাচিয়া কৌতুকে,
অগ্রজেরে সমাদরে।

দনুজের স্কন্ধে, আরোপি আনন্দে,
হাসেন পুলক ভরে
করে দেবগণ, পুষ্প বরিষণ,
পাপী প্রলম্বের নাশে।
গীত বাদ্য রবে, মহামহোৎসবে,
স্তবে রামকৃষ্ণে তোষে॥

দাবাগ্নিভক্ষণ লীলা।

শুদ্ধ-সত্ত্ব বলরাম, নিত্য-নব-লীলাধাম,
অবতীর্ণ লাবণ্য-অবধি।
জিনি পূর্ণিমার চাঁদ, ভুবন মোহন ফাঁদ,
ভাবের হিল্লোল নিরবধি॥
ধবল-বিমল-জ্যোতি, মত্ত করিবর গতি,
অরুণ-নয়ন-কোণে চায়।
কুলবতী অলি যত, তেজি চির কুলব্রত,
চরণ-কমল লোভে ধায়॥
শিরে পাগ নটপটি, পরিধান নালধটি,
গোচারণ সুখে শিঙ্গা বায়।
ধেনু উচ্চে পুচ্ছ ধরি, বৎস ক্ষীরধার ছাড়ি,
রামে হেরি ধায় উভরায়॥
রমণীয় বনমাঝে, যবে ভ্রমে বীরসাজে,
রাঙ্গা আঁখি ফিরায় যুগল।

সহস্র হস্তীর বল, করেতে মুষল হল,
দেখিয়া পলায় রিপুদল ॥
তুলিয়া মুষল হল, সুখেতে খেলায় বল,
গর্জ্জে শিশু সিংহের সমান।
দেখিয়া বলার বল, পলায় অসুরদল,
অহিত করিলে লয় প্রাণ ॥
তাঁহার অচিন্ত্য শক্তি, বলিতে কাহার শক্তি,
ভকত চাতক তাঁর পাশে।
মাগে কৃপা বরিষণ, দিয়া তার বিন্দুকণ,
ত্রাণ কর ভবের পিয়াসে ॥
গোপালকগণ, আনন্দে মগন,
মত্ত সবে ক্রীড়া-রসে।
সকল গোধনে, স্বচ্ছন্দে চারণে,
দূরে যায় তৃণ-আশে ॥
রামকৃষ্ণ আদি, গোপাল অবধি,
না দেখিয়া পশুগণে।
করে অন্বেষণ, না পায় দর্শন,
যায় বনান্তর বনে ॥
গোখুরের চিহ্ন, দন্তে তৃণ ছিন্ন,
দেখি করি অনুমানে।
সেই পথ ধরি, ধায় ত্বরা করি,
প্রবেশিল শর-বনে ॥

দৈবে দাবানল, দহিছে সকল,
দেখি ভয়ে গাভীগণ।
পাই তাপ ত্রাসে, গহনে প্রবেশে,
পথ ভ্রষ্টে অচেতন॥
হারায়ে গোকুল, পালক ব্যাকুল,
তৃষায় আকুল সবে।
বহুক্ষণ পরে, শুনিল কান্তারে,
চীৎকার কাতর রবে॥
পথ হারাইয়া, গহ্বরে পড়িয়া,
কাঁদিতেছে গাভীগণ।
শুনি মহানন্দে, গোপালক বৃন্দে,
ধায় দ্রুত সেই বন॥
কৃষ্ণ ভগবান, করেন আহ্বান,
নাম ধরি সমাদরে।
শুনি কৃষ্ণ স্বর, মধুর আদর,
হর্ষে প্রতিধ্বনি করে॥
ক্রমে দাবানল, ঘেরিল সকল,
ভীষণ অনিল যোগে।
শিখা সঞ্চালনে, স্থাবর জঙ্গমে,
গ্রাসিছে প্রবল বেগে॥
দেখি গোপগণ, ভয়োদ্বিগ্ন মন,
কম্পান্বিত কলেবরে।

লইল শরণ, অভয় চরণ,
রামকৃষ্ণ পদোপরে ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষ, বলরাম দক্ষ,
তোমরা ব্রজের ত্রাতা।
তোমাদের ভিন্ন, নাহি জানি অন্য,
তোমরা জীবন দাতা ॥
তব বন্ধুগণ, করিতে রক্ষণ,
অবশ্য উচিত হয়।
তুমি যার নাথ, তার অসোয়াথ,
ইহা কভু যোগ্য নয় ॥
শুনি দুইজনা, করিয়া করুণা,
কহিলেন নাহি ভয়।
নেত্র নিমীলন, কর সর্ব্বজন,
হইবে অনল ক্ষয়।
শুনি আনন্দিত, নয়ন মুদ্রিত,
করে ব্রজবাসিগণ।
কৃষ্ণ সেইকালে, দুষ্টাগ্নিরানলে,
গ্রাসি করে বিনাশন।
যোগেশ্বরেশ্বর, সাক্ষাৎ ঈশ্বর
কি তাঁর আশ্চর্য্য হয়।
গোপ গাভীগণে, ভাণ্ডীর কাননে,
আনিলেন সমুদয় ॥

ভাণ্ডীরে আসিয়া, নয়ন খুলিয়া,
চাহি দেখি সর্ব্বজন।
কৃষ্ণ-যোগবল, ভাবিয়া কেবল,
বিস্ময়ে প্রফুল্ল মন॥
কৃষ্ণ কৃপাযুক্ত, সর্ব্বাপদে মুক্ত,
গোকুলে আপনা হেরি।
কৃষ্ণ-যোগবীর্য্য, মায়া-শক্তি কার্য্য,
সর্ব্বক্ষেম শুভকারী॥
তাহার বৈভব, করি অনুভব,
দেবতা সমান জ্ঞানে।
স্তব-স্তুতি গীতি, করিয়া প্রণতি
কেহ বা আশীষ দানে॥
সুখে সর্ব্বজন, করেন গমন,
রবি অস্তাচল গতে।
কৃষ্ণ গুণ গণ, করিয়া বর্ণন,
নিজ নিজ গৃহ পথে॥
সুখে রামকানু, বাজাইয়ে বেনু,
গোধন লইয়া সঙ্গে।
নিজ নিজ বাসে, হরিষে প্রবেশে,
নানা মত ক্রীড়া রঙ্গে॥
গোপবালাগণ, আনন্দে মগন,
হেরি কৃষ্ণ মুখচন্দ্র।

ক্ষণ অদর্শনে, যুগান্ত গণনে,
ছিল সবে নিরানন্দ ॥

বর্ষা-বর্ণন।

সর্ব্ব সুখকর, নব জলধর,
উদিল গগনোপরে।
বিজরীর মালা, সুখে করে খেলা,
নবীন অম্বুদ-কোরে ॥
গর্জ্জি ঘন ঘন, বর্ষা আগমন,
জানাইল সবাকারে।
নাচিছে ময়ূর, ডাকিছে দর্দ্দুর,
বায়ু বহে বেগভরে ॥
নব-নীরধর, ঢাকিল অম্বর,
আচ্ছাদিয়া রবি-শশী।
দিক্-করিবর, বর্ষে নিরন্তর,
নিরমল জলরাশি ॥
শুষ্ক তরু-লতা, হ'য়ে সজীবিতা,
ধরে নব কলেবর।

নব কিশলয়ে, সুশোভিত হ'য়ে,
ধরে বেশ মনোহর ॥
রবি-তাপ হরা, সুশীতল ধারা,
পাই সুখে ধরাতল।
ধরে উরোপরে, নব নবাঙ্কুরে,
নীলবর্ণ দূর্ব্বাদল ॥
শোভে স্থানেস্থানে, লোহিত বরণে,
ইন্দ্রগোপ কীট জাতি।
শুভ্র-ছত্রাকৃতি, উদ্ভিদের জাতি,
কোথা বা শোভয়ে অতি ॥
কৃষকের গণ, নূতন জীবন,
লভিয়া জীবিকা আশে।
করি প্রাণপণে, অতি সযতনে,
সুখে ক্ষেত্রভূমি চষে ॥
ধারা আপ্লাবিত, করিয়া জগত,
ভাঙ্গিয়া সেতুর তল।
নদী সরোবর, তড়াগ উদর,
পরিপূর্ণ করি জল ॥
হৈল একাকার, উচ্চ নীচ আর,
কিছু নাহি বুঝা যায়।
স্রোতস্বতীগণ, সাগর মিলন,
আশা ধরি বেগে ধায় ॥

মানব সকল, হইল শীতল,
নবীন জলদ জলে।
ল'য়ে গোপগণ, করেন ভ্রমণ,
রাম কৃষ্ণ কুতূহলে॥
কভু তরুমূলে, কভু গুহাতলে,
কভু বন কুঞ্জান্তরে।
জল নিবারণ, করি বিচরণ,
করেন পুলক ভরে॥
ফল মূলাশনে, কভু দধি অন্নে,
করেন ভোজন কেলি।
কভু বেণু গানে, তুষি ধেনুগণে,
খেলেন রাখাল মেলি॥
কোথাও শাদ্বলে, বৃষ গাভীদলে,
বৎসগণ সঙ্গে ল'য়ে।
নেত্র-নিমীলন, করি রোমন্থন,
করে অতি তৃপ্ত হ'য়ে॥
কোথা চরে মৃগ, কোথা সুখে খগ,
আনন্দে কূজন করে।
নবীন পরশে, সকলে হরষে,
নব রস দেহে ধরে॥
দেখি রাম কৃষ্ণ, হ'য়ে অতি হৃষ্ট
নিজ শক্তি সম্বর্দ্ধিত।

জগ-মনো-লোভা, প্রাবৃটের শোভা,
হেরে অতি হরষিত ॥

শরৎ-বর্ণন।

ক্রমে বর্ষা গত, শরৎ আগত,
আকাশ নির্ম্মল হয়।
মন্দ সমীরণ, করে সঞ্চালন,
জল শূন্য মেঘচয় ॥
রবি সুপ্রকাশ, দিক্ মুখে হাস,
নিরমল সরোবরে।
ফুটিল কমল, বহিল বিমল,
গন্ধ-বায় ধীরে ধীরে ॥
সর্ব্ব তরু-লতা, হয় কুসুমিতা,
বনরাজি মধু ক্ষরে।
মত্ত ভৃঙ্গগণ, করিছে গুঞ্জন,
পাখী গায় মধুস্বরে ॥
রমণীয় বনে, বলরাম সনে,
গো গোপাল সঙ্গে করি।

আনন্দিত মনে, গোধন চারণে,
সুখেতে চলেন হরি॥
আসি হাসি হাসি, কাননে প্রবেশি,
হেরে প্রকৃতির ছবি।
শারদা সুন্দরী, নব মূর্ত্তি ধরি,
শোভমানা করে ভূবি॥
নিরমল বারি, দান করে গিরি,
তটিনী সাদরে ধরি।
তরঙ্গের ছলে, ঢালে তরু মূলে,
তরু ল'য়ে যত্ন করি॥
রসে পরিণত, করি আত্মা গত,
শাখা প্রশাখারে দিয়া।
নবকিশলয়ে, ফল মূল ল'য়ে,
কৃষ্ণে তোষে অরপিয়া॥
বন শোভাচয়, গিরি সদাশয়,
হেরি হ'য়ে প্রমুদিত।
ত্রৈলোক্য মোহন, স্বর আলাপন,
করেন মুরলী গীত॥
পূরে সপ্তস্বরে তান, উঠিল বাঁশির গান,
ধ্বনি চৌদ্দভুবন ব্যাপিল।
স্থগিত হইল গ্রহ, বিদ্যাধর পায় মোহ,
জলধর স্তম্ভিত হইল॥

ইন্দ্র আদি দেবগণ, মোহিত সে পঞ্চানন,
স্বর-তত্ত্বে স্মৃতি হারাইল।
যোগ ভুলে যোগিগণ, নারদ বিহ্বল মন,
সনকাদির ধেয়ান টলিল ॥
বিধি হৈল চমকিত, বলিরাজ চঞ্চলিত,
ফণিরাজ কাঁপিয়া উঠিল।
বিমানেতে দেবীগণ, পতি পাশে অচেতন,
ফুল মালা খসিয়াপড়িল ॥
ব্রজে কুলবালাগণ, হইল ব্যাকুল মন,
বংশীরবে অধীর হইল।
ধরণী পুলক ভরে, তৃণ রোমাঙ্কুরে ধরে,
তরুশাখে প্রসূন শোভিল ॥
যমুনা সুস্থিরে অতি, ধরিয়ে তরঙ্গ গতি,
কৃষ্ণপদে পদ্ম অরপিল।
পাষাণ দ্রবিত করি, সর্ব্বজন চিত্ত হরি,
বংশীরাজ বিজয়ী হইল ॥

বস্ত্র-হরণ-লীলা

শরতের শেষে, হেমন্ত প্রবেশে,
ব্রজ কুমারিকা গণ।
কৃষ্ণে চিত্ত ধরি, সুব্রত আচরি,
করে দেবী আরাধন॥
করি অতি আর্ত্তি, দেবী-বালু-মূর্ত্তি,
ভক্তিভাবে নিরমিয়া।
পুষ্প বিল্বদলে, ফলাদি তণ্ডুলে,
বসন ভূষণ দিয়া॥
নানা উপহারে, পূজা করি তাঁরে,
অতিশয় সযতনে।
ব্রত সমাধান্তে, দেবী পদ-প্রান্তে,
বর মাগে কায়মনে॥
পার্ব্বতি শঙ্করি, মহাযোগেশ্বরি,
কাত্যায়নি মহেশ্বরি।
দেবি মহামায়া, না করিয়া মায়া,
বর দাও কৃপা করি॥
ওহে ভগবতি, কেবা ধরে শক্তি,
তোমা বিনা ত্রিভুবনে।

অঘট ঘটনা, করিতে যোজনা,
দয়াবতী কেবা দীনে ॥
করি নমস্কার, চরণে তোমার,
ওহে গিরিবালা সতি।
নন্দের কুমারে, পতি দান ক'রে,
সুখী কর মোর মতি ॥
এই মন্ত্র জপি, অর্চ্চনা সমাপি,
নন্দ ব্রজ বালাগণ।
একমাস অন্তে, ব্রত সমাধান্তে,
কৃষ্ণে করি চিত্তার্পণ ॥
অরুণ উদয়ে, চলে জলাশয়ে,
স্নান হেতু সুখিমন।
কৃষ্ণ গুণ-গণ, করিয়া বর্ণন,
প্রেমানন্দে নিমগন ॥
হাত ধরাধরি, সকল কুমারি,
নামি কালিন্দীর জলে।
কৃষ্ণ নাম ধরি, গায় উচ্চ করি,
ক্রীড়া করে কুতূহলে ॥
যোগেশ্বরেশ্বর, সবার অন্তর,
জানি ব্রতফল দানে।
বালবৃন্দ সঙ্গে, চলিলেন রঙ্গে,
যমুনা পুলিন বনে ॥

পরীক্ষা কারণে, তাঁহাদের সনে,
করি নানা পরিহাস।
লইয়া বালকে, কৌতুকে কৌতুকে,
করিলেন উচ্চ হাস॥
শুনহে অবলা, একি কর খেলা,
ব্রতের অনীতি কাজ।
এরূপ মজ্জন, দেবতা হেলন,
ব্রত-ভঙ্গ হবে আজ॥
তীরে আসি সবে, নমস্কারী দেবে,
নিজ অপরাধ স্মরি।
করিয়া প্রার্থনা, চাও হে মার্জ্জনা,
স্তবে তাঁরে তুষ্ট করি॥
ক্ষমি অপরাধ, অবশ্য প্রসাদ,
করিবেন দিবাকর।
যদি লয় মনে, কর এইক্ষণে,
নতুবা যাও হে ঘর॥
কৃষ্ণ-পরিহাসে, কেহ নাহি রোষে,
ব্রজ কৃশাঙ্গিনী গণ।
চাহি পরস্পরে, কৃষ্ণানন হেরে,
ব্রত ভঙ্গে ভীত মন॥
করিয়া প্রণাম, পূর্ণ মনস্কাম,
সবে পুলকিত মন।

নত লজ্জাভরে, বাক্য নাহি স্ফুরে,
হেরে প্রিয়-শ্রীচরণ ॥
বিমল-স্বভাব, প্রেমময় ভাব,
কৃষ্ণ করি নিরীক্ষণ।
মধুর সম্ভাষে, সবাকারে তোষে,
আনন্দিত করি মন ॥
ওহে রূপবতি, সুশীল সুমতি,
তোমাদের মনোরথ।
লজ্জাভয়ে যাহা, না কহিলে তাহা,
জানি করি অভিমত ॥
আমার স্মরণ, অর্চ্চন বন্দন,
কভু নাহি মিথ্যা হয়।
আমা প্রতি মন, করিলে অর্পণ,
কর্ম্ম বন্ধ নাহি রয় ॥
যথা ধান্য যব, অঙ্কুর উদ্ভব,
করিতে সমর্থ নয়।
যদি সে ভজ্জিত, অথবা কথিত,
বীজ কোনরূপে হয় ॥
ব্রত আচরণ, দেবী আরাধন,
মন্ত্র সিদ্ধ সবাকার।
পর পূর্ণিমায়, পাইবে আমায়,
সত্য করি অঙ্গীকার ॥

আজি যাও ঘরে, পুন পাবে মোরে,
বলি সর্ব্ব চিত্ত হরি।
বালকের সনে, গোঠে গোচারণে
পুলিনে চলেন হরি॥
প্রিয় নর্ম্ম ভাষ, শুনি ধরি আশ,
কষ্টে দৃষ্টি নিবর্ত্তনে।
বেশ পরিধানে, নিজ নিকেতনে,
চলিলেন সর্ব্বজনে॥

যাজ্ঞিকপত্নীর অন্নভক্ষণ লীলা।

সখাগণ সাথে, ভ্রমিতে ভ্রমিতে,
মিলিয়া অগ্রজ সনে।
চলে দূরবনে, আনন্দিত মনে,
ছলামাত্র গোচারণে॥
রবি কর তাপে, বৃক্ষে ছত্ররূপে
কৃষ্ণ করি দরশন।
কহে সখাচয়, তরু সদাশয়,
কর সবে নিরীক্ষণ॥

সজ্জন সমান, মহা ভাগ্যবান,
এ সবা জীবন হয়।
সহি গ্রীষ্ম তাপ, শীত বাত আপ,
পরার্থে জীবন রয়॥
পত্র পুষ্প ফুল, ফলাঙ্কুর মূল,
ছায়া গন্ধ রস দানে।
কাষ্ঠ ভস্ম আর, যাহা আছে তার,
সর্ব্বে করি বিতরণে॥
সকলের কাম, পূরে অবিরাম,
দয়ালু জনের প্রায়।
তোষে প্রাণপণে, অর্থিজন গণে,
কভু না ফিরিয়া যায়॥
পরের কারণ, যে ধরে জীবন,
সফল জনম তার।
কায় মন প্রাণে, শ্রেয় আচরণে,
পর হেতু চিত্ত যার॥
হাসিয়া পুলকে, লইয়া বালকে,
চলিলেন সুখী মনে।
ফলফুলে নত, তরু মধ্যাগত,
হইয়া পুলিন বনে॥
কালিন্দীর জল, সুমিষ্ট শীতল,
তাহে নামি গোপগণে।

গাভী বৎসগণে, পিয়ায় যতনে,
নিজে পিয়া তৃপ্ত মনে ॥
নবীন শাদ্বলে, চরে দলে দলে,
সুখে গাভী বৎসগণ।
দেখিয়া আনন্দে, গোপালক বৃন্দে,
হাসি করে নিবেদন ॥
ওহে শ্যাম রাম, বীর গুণধাম,
খল জন দণ্ডধারা।
ক্ষুধার দমন, কর এইক্ষণ,
তবে সে জীবন ধরি ॥
শুনি কৃষ্ণ হাসি, সবারে সন্তোষি,
কহিলেন সখাগণে।
ব্রহ্ম বাদিগণ, দেবতা অর্চ্চন,
করেন অদূর বনে ॥
তোমা সবে গিয়া, বিনয় করিয়া,
কহিবে তাদের স্থানে।
রামকৃষ্ণ বনে, ক্লান্ত গোচারণে,
অন্ন মাগে সবাস্থানে ॥
সহচর গণ, হরষিত মন,
চলিলেন সেই ক্ষণে।
যথা দ্বিজগণ, করেন অর্চ্চন,
স্বর্গবাস-আশ মনে ॥

দ্বিজ সন্নিকটে, সবে করপুটে,
দণ্ডবৎ প্রণমিয়া,
রামকৃষ্ণাদেশ, জানায় বিশেষ,
রহে ধীর নম্র হৈয়া॥
দেহ অভিমানী, নিজে জ্ঞানী মানি,
সে কথার অনাদর।
শুনিয়া না শুনে, রহে অন্য মনে,
নাহি দিল প্রত্যুত্তর॥
বিরস বদনে, আসি সর্ব্বজনে,
রামকৃষ্ণে নিবেদিল।
নিজ ভক্তগণে, প্রসাদ কারণে,
পুন কৃষ্ণ আজ্ঞা দিল॥
হাসি কৃষ্ণ কহে, পুন যাও ওহে,
কেন সবে দুঃখ পাও।
তৃণের সমান, ভিক্ষুকের মান,
জানি পুনরায় চাও॥
দ্বিজপত্নী গণ, যথা নিবসন,
করেন তথায় গিয়া।
সহ সঙ্কর্ষণ, মোর আগমন,
কহ সবে বিশেষিয়া॥
তাঁহাদের মন, আমাতে অর্পণ,
দেহ মাত্র গৃহস্থিত।

স্নেহ অতিশয়, আমাপ্রতি হয়,
শুনি হ'য়ে হরষিত ॥
দিবে অন্নদান, প্রচুর প্রমাণ,
সবে ভাগ্যবতী হয়।
বিলম্ব না কর, যাও দ্রুততর,
ফল পাবে সুনিশ্চয় ॥
শুনিয়া সকলে, মহানন্দে চলে,
পত্নীশালা অভিমুখে।
যথা মহামতি, কৃষ্ণালাপ গীতি,
করেন আনন্দে সুখে ॥
দ্বিজসতী গণ, কৃষ্ণ আগমন,
শুনি আনন্দের ভরে।
অন্ন পায়সান্ন, দধি ঘৃত অন্ন,
চর্ব্ব্য চোষ্য আদি ধরে ॥
ল'য়ে থালী ভরি, চলে সারিসারি,
কৃষ্ণ দরশনে বেগে।
পরিজন গণ, করে নিবারণ,
বাধা দিয়া পথ আগে ॥
না মানি বারণ, করেন গমন,
যথা তরঙ্গিণী গণ।
ধায় বেগ ভরে, মিলিতে সাগরে,
সেতু করি উল্লঙ্ঘন ॥

কৃষ্ণ গুণগণ, করিয়া শ্রবণ.
আশা ছিল দরশনে।
ভাবে এ সময়, বিধাতা সদয়,
নিষেধ না মানে মনে॥
যমুনার কূলে, আসিয়া সকলে,
দেখিল রমণী গণ।
অগ্রজের সনে, ল'য়ে সখাগণে,
কৃষ্ণ দিল দরশন॥
অশোকের তরু, নবপত্র চারু,
ধরিয়া শোভিত হয়।
তার ছায়াতল, অতি সুশীতল,
মধুর অনিল বয়॥
শ্যামল সুন্দর, বেশ মনোহর,
দাঁড়ায়ে তাহার তলে।
শিখি-পাখা-চূড়ে, ধাতু চিত্র ধরে,
বন ফুল মালা গলে॥
শ্রবণ যুগল, ধরে উতপল,
অলকে আনন শোভে।
শ্রীমুখ কমলে, মৃদু হাসি খেলে,
মত্ত ভৃঙ্গ ভ্রমে লোভে॥
দক্ষ পাণিতলে, লীলাপদ্ম দোলে,
বাম ভুজ সখা গলে।

সুবর্ণ বরণ, কুঞ্চিত বসন,
বেড়া ক্ষীণ কটিস্থলে॥
চিরকাল ধরি, কৃষ্ণগুণ স্মরি,
ছিল সবে মনস্তাপে।
আজি নেত্রদ্বারে, প্রবেশি অন্তরে,
দূর করে সেই তাপে॥
হেরিয়া স্তম্ভিত, হারায় সম্বিত,
রহে সমাধিস্থ প্রায়।
যথা যোগিগণে, প্রাজ্ঞ আলিঙ্গনে,
আনন্দে নিলীন হয়॥
ত্যজি নিজ গৃহ বাস, ছাড়ি পরিজন আশ,
বিঘ্নবাধা কিছু না মানিয়া।
তার দরশন আশে, কাননে অবলা আসে,
জানি কৃষ্ণ কহেন হাসিয়া॥
এস সবে ভাগ্যবতি, কুশল সবার মতি,
আগমন মঙ্গল কারণ।
যেই বুদ্ধিমান জন, করে স্বার্থ অন্বেষণ,
আত্মা দরশনে তার মন॥
দেহ গৃহ পরিজন, আত্মাহেতু নিবন্ধন,
সর্ব্বশ্রেষ্ঠআত্মাপ্রিয় হয়।
সেআত্মাসাক্ষাৎআমি, যে তাহা নিশ্চয় জানি,
ভক্তিপ্রীতি করে অতিশয়॥

সেই মহাভাগ্যবান, সদা তার পরিত্রাণ,
বন্ধ তার কদাপি না হয়।
তোমরা সকলে ধন্য, ফল-আশা হও শূন্য,
দরশনে আশা যোগ্য হয়॥
শুন ওহে সাধ্বীগণ, সবে যজ্ঞ সমাপন,
করগিয়া পতিযজ্ঞস্থানে।
কৃতার্থ হইলে সবে, তথাপিও যাও সবে,
দ্বিজগণ-সন্তোষ-কারণে॥

দ্বিজপত্নীগণের উক্তি।

ওহে অন্তর্যামি, সর্ব্বসাক্ষী তুমি,
অন্তর বাহিরময়।
হৃদয় ছেদন, কঠিন বচন,
তব যোগ্য নাহি হয়॥
"মম ভক্ত চয়, নষ্ট নাহি হয়",
তোমার প্রতিজ্ঞা বাণী।
আজি একি রীত, দেখি বিপরীত,
অনুচিত বাক্য শুনি॥

গৃহ পরিজন, দিয়া বিসর্জ্জন,
আসিয়াছি পদপাশে।
অবজ্ঞায় দত্ত, তুলসীর পত্র,
শিরে ধরিবার আশে॥
পিতা মাতা জ্ঞাতি, ভাই বন্ধু পতি,
করি অতিশয় রোষ।
করি অপমান, নাহি দিবে স্থান,
ধরি আমাদের দোষ॥
তবাশ্রিত জনে, কৃপা বিতরণে,
দাস্যদানে রক্ষা করি।
চরণে শরণ, করিনু গ্রহণ,
বিধান করহে হরি॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

শুন ওহে সতি, তোমাদের প্রতি,
কেহ না দোষিবে আর।
বাসনা রহিত, যার হয় চিত,
কিবা ভয় আছে তার॥

সবে গৃহে যাও, মম গুণ গাও,
ধ্যানকর সদা মনে।
পাইবে অচিরে, তোমরা আমারে,
কহিলাম সর্ব্বজনে॥
কৃষ্ণবাণী শুনি, সকল রমণী,
আসিলেন যজ্ঞস্থান।
যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ, না করি দূষণ,
যজ্ঞ করে সমাধান॥
পতিদ্বারা ধৃত, হ'য়ে তিরস্কৃত,
রুদ্ধ ছিল একজন।
কৃষ্ণ-ধ্যান-বশে, গুণদেহ খসে,
আগে পায় শ্রীচরণ॥
কৃষ্ণ সখাসনে, আনন্দিত মনে,
ভোজন করিয়া সুখে।
রবি অস্তাচলে, সবে কুতূহলে,
চলে গৃহ অভিমুখে॥
নর দেহধারী, ভগবান হরি,
করি নর ব্যবহার।
রূপের সৌন্দর্য্যে, বচন মাধুর্য্যে,
চিত্ত হরি সবাকার॥
ব্রজবাসিগণ, গোপ গোপীগণ,
খগ মৃগ গাভীগণে।

প্রমোদে মাতায়ে, প্রমুদিত হ'য়ে,
লীলা করে অনুক্ষণে ॥
কৃষ্ণের কৃপায়, হইল উদয়,
বিপ্রগণ হৃদি মাঝে।
কৃষ্ণ যজ্ঞেশ্বর, পরম ঈশ্বর,
ব্রজে নরদেহ সাজে ॥
গোপ শিশু-ছলে, আসি যজ্ঞস্থলে,
অন্ন মাগিলেন হরি।
মায়ায় ভুলিয়া, তাঁরে না চিনিয়া,
বাক্য গ্রাহ্য নাহি করি ॥
অলৌকিকী ভক্তি, কৃষ্ণে দৃঢ়মতি,
দেখি নিজ পত্নীগণে।
পণ্ডিত প্রবীণ, কিন্তু ভক্তিহীন,
আপনারে মানি মনে ॥
ত্রিবিধ প্রকার, জন্ম আপনার,
তা সবে ধিক্কার করি।
অজ্ঞ জ্ঞান হীন, দীক্ষামন্ত্র হীন,
স্ত্রীগণ প্রাধান্য স্মরি ॥
দেখ কি আশ্চর্য্য, এই নারীবর্য্য,
সফল জীবন ধরে।
নাহি জ্ঞান শিক্ষা, ধ্যান মন্ত্র দীক্ষা,
শুদ্ধি নহে সংস্কারে ॥

তথাপিও ধরে, পরম ঈশ্বরে,
নিশ্চলা পরমা প্রীতি।
যাহা জীবগণে, কল্যাণ সাধনে,
দেয় সে উত্তমা গতি॥
কহে সর্ব্বজন, ধিক্ রে জনম,
ধিক্ কুল অভিমান।
ধিক্ ধিক্ ব্রত, ক্রিয়া আচরিত,
ধিক্ হই জ্ঞানবান॥
মায়ায় মোহিত, হ'য়ে জ্ঞান হত,
না চিনিয়া পরমেশে।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর, তাঁরে অনাদর,
করিলাম স্বর্গ আশে॥
আমরা সংস্কৃত, হইয়ে বঞ্চিত,
সেই অর্থ উপার্জ্জনে।
সংসারে প্রমত্ত, হ'য়ে স্বার্থহত,
সদা অহংকারী মনে॥
গোপালকগণ, সদ্গতি স্মরণ,
করাইল সবাকারে।
নতু পূর্ণকাম, স্বয়ং আত্মারাম,
ভিক্ষা চাহে অন্নতরে॥
শুন ওহে মিত্র, এ অতি বিচিত্র,
লক্ষ্মী যাঁর পদ আশে।

হ'য়ে স্থিরমনা, করে উপাসনা,
তার ভিক্ষা অন্ন আশে ॥
যোগেশ্বরেশ্বর, সাক্ষাৎ ঈশ্বর,
যদুকুলে অবতার।
ইহা সুনিশ্চয়, এ তাহারি হয়,
জন মায়া দুরত্যয় ॥
কৃষ্ণ বলরাম, স্বয়ং ভগবান,
লোকমুখে ইহা শুনি।
হই নীচাশয়, না করি প্রত্যয়,
জানিয়াও নাহি জানি ॥
কোটি কোটিবার, করি নমস্কার,
সেই বিভু সর্ব্বেশ্বরে।
যাহার মায়ায়, ভুলিয়া তাহায়,
কর্ম্মে ভ্রমি বারেবারে ॥
ক্ষমি অপরাধ, করহে প্রসাদ,
এই মূঢ়মতি গণে।
তব অনুভব, জগত দুর্লভ,
কি জানে অসৎ জনে ॥
দীন বৎসলতা, মহানুভবতা,
খ্যাত তব চরাচরে।
তুমি অন্তর্য্যামী, হৃদয়ের স্বামী,
যোগ্য হও ক্ষমিবারে ॥

কৃষ্ণ দরশনে, ইচ্ছা হয় মনে,
কিন্তু বাধা কংসভয়।
বাধায় নিরস্ত, হৈল সর্ব্বচিত্ত,
দরশন নাহি পায়॥
থাকি নিজাশ্রমে, নানা ব্রত ক্রমে,
কৃষ্ণে করে আরাধন।
অদূর কাননে, বলরাম সনে,
কৃষ্ণ করে নিবসন॥

ইন্দ্রযজ্ঞ-ভঙ্গ লীলা।

দ্রব্য আয়োজন, করে গোপগণ,
সবে আনন্দিত মনে।
কৃষ্ণ ভগবান, বুঝিয়া সন্ধান,
জিজ্ঞাসেন পিতৃস্থানে॥
পিতৃগণ স্থানে, বিনয় বচনে,
আসি করে নিবেদন।
পিতা মহাশয়, কি উদ্‌যোগ হয়,
কিবা কার্য্য এইক্ষণ॥

বিবিধ প্রকার, সামগ্রী সম্ভার,
করে সবে আহরণ।
হয় অনুমান, যজ্ঞের বিধান,
শুনিবারে হয় মন॥
পিতা মহাশয়, যদি যজ্ঞ হয়,
কি সাধনে কি উদ্দেশে।
কে দেবতা তার, কার অধিকার,
কিবা ফল হবে শেষে॥
দেখি আপনার, কামনা অপার,
ব্যস্ত তত্ত্ব-অবধানে।
বৃথা পরিশ্রম, না হবে কখন,
কহ পিতা সাধ মনে॥
সাধু আত্মদর্শী, সর্ব্বে সমদৃষ্টি,
আত্ম পর ভেদহীন।
নাহি ভিন্ন জ্ঞান, সর্ব্বত্র সমান,
অরি মিত্র উদাসীন॥
সংসারের ধর্ম্ম, নানাবিধ কর্ম্ম,
মন্ত্রণা বিষয় হয়।
উদাসীন অরি, মন্ত্রণে না ধরি,
সুহৃদে গোপন নয়॥
জানে নাহি জানে, কর্ম্মের বিধানে,
লোকের প্রবৃত্তি হয়।

করিয়া বিচার, শ্রেয় আপনার,
করিলে সুফল পায়॥
করি নিবেদন, যথার্থ বর্ণন,
করিবারে আজ্ঞা হয়।
সুহৃদ সজ্জন, প্রিয় আত্মা-সম,
শুনিবারে যোগ্য হয়॥
আরব্ধ এ ক্রিয়া, লোকাচার নিয়া,
কিংবা শাস্ত্র যুক্তিমত।
কিবা বিচারণে, একার্য্য সাধনে,
প্রবৃত্ত হয়েন পিতঃ॥
কহিলেন নন্দ, ভগবান ইন্দ্র,
তাঁর প্রিয় মেঘগণ।
প্রাণীর কারণ, বারি বরিষণ,
করি তোষে সর্ব্বজন॥
ইন্দ্র দত্ত জলে, যাহা যাহা ফলে,
সেই দ্রব্যজাত ল'য়ে।
করে সর্ব্বজনা, তাঁহারই অর্চ্চনা,
সবে আনন্দিত হ'য়ে॥
যাহা অবশিষ্ট, তাহাই যথেষ্ট,
ধর্ম্ম অর্থ কাম ধাম।
জীবিকা নির্ব্বাহে, রহে প্রতিগৃহে,
তাহে পূর্ণ মনস্কাম॥

বারিধারা বিনে, কেবল কর্ষণে,
ফললাভ নাহি হয়।
সর্ব্বফল দাতা, ইন্দ্রই দেবতা,
তাঁর পূজা বিধি হয়॥
ধর্ম্ম পরম্পরা, যে সকল নরা,
কাম দ্বেষ লোভ ভয়ে।
না করে অর্চ্চনা, মঙ্গল সাধনা,
কভু তার নাহি হয়ে॥
শুনি পিতৃবাণী, কৃষ্ণ গুণমণি,
ইন্দ্রগর্ব্ব খর্ব্ব তরে।
কহেন পিতারে, ইন্দ্রে কিবা করে,
সর্ব্বফল কর্ম্ম দ্বারে॥
কর্ম্মে জন্ম হয়, কর্ম্মে পায় লয়,
কর্ম্ম সুখ দুঃখ দাতা।
ভয় বিমোচন, মঙ্গল সাধন,
কর্ম্মই জীবের ত্রাতা॥
নির্লিপ্ত যেজন, কর্ম্মেতে বন্ধন,
তারে না করিতে পারে।
কর্ম্মফল দাতা, কোন সে দেবতা,
থাকে যদি চরাচরে॥
কর্ম্ম অনুসারে, ফল দেন তারে,
অকর্ত্তার প্রভু নয়।

কর্ম্ম অনুবর্ত্তী, যদি জীব গতি,
ইন্দ্রদ্বারে কিবা হয়॥
অন্তরাত্মা ভিন্ন, প্রবৃত্তির জন্ম,
কদাপিও নাহি হয়।
কর্ম্মে প্রবর্ত্তন, দেব কোন জন,
প্রেরক রূপেতে রয়॥
এই যদি বল, উত্তর সকল,
শুনিবার যোগ্য হয়।
পূর্ব্ব পূর্ব্ব কৃত, স্বভাব বশত,
দেবাসুর নর হয়॥
সমস্ত জগত, স্বভাবেতে স্থিত,
কর্ম্মে উচ্চ নীচ হয়।
নানাদেহ ধরি, ভোগ পূর্ণ করি,
ত্যাগ করে পুনরায়॥
কর্ম্মে হয় শত্রু, কর্ম্মগুণে মৈত্র,
কর্ম্মে উদাসীন হয়।
কর্ম্ম সর্ব্ব গুরু, ঈশ কল্পতরু,
কর্ম্ম পূজ্য মান্য হয়॥
যাহে বর্ত্তমান, সেই দেবাখ্যান,
সেই পূজনীয় হয়।
বলি একারণ নিজ ধর্ম্মে মন,
দিলে শুভ ফল হয়॥

এক ভাবাশ্রয়, ভিন্ন ভাব লয়,
তার কোথা সুখোদয়।
তাহার কল্যাণ, না হয় বিধান,
অসতী নারীর প্রায়॥
বেদ অধ্যয়ন, বৃত্তি বিপ্রগণ,
ক্ষত্র পৃথ্বী রক্ষা করে।
বৃত্তি বৈশ্যজাতি, কৃষিবাণিজ্যাদি,
শূদ্রে দ্বিজ সেবাকরে॥
ধরে বৈশ্যজাতি, চতুর্ব্বিধা বৃত্তি,
কৃষিপণ্য গোরক্ষণ।
মোরা গোপজাতি, গোসেবায় ব্রতী,
তাই করি অনুক্ষণ॥
সত্ব রজ তম, এই তিন গুণ,
সৃষ্টি স্থিতি লয় করে।
নিবেদন তাত, উৎপন্ন জগত,
হয় রজোগুণ দ্বারে॥
গুণ পরস্পরে, নিজকার্য্য করে,
সত্বে স্থিতি লয় আরে।
বায়ু রজোগুণে, চালে মেঘগণে,
প্রজার জীবিকাতরে॥
বরষিয়া পানী, রক্ষা করে প্রাণী,
মহেন্দ্র কিকাজ করে।

বলি একারণ, ইন্দ্রের অর্চ্চন,
কোন্ যুক্তি অনুসারে ॥
নহি গৃহবাসী, কানন নিবাসী,
মোরা হই গোপজাতি।
দেশাদি নগর, পুরাদি চত্বর,
তাহে সুখী নহে মতি ॥
বন শৈলগণ, মঙ্গল সাধন,
আমাদের সদা করে।
পিতা নিবেদন, গো গিরি ব্রাহ্মণ,
হউক তাদের তরে ॥
সামগ্রীসম্ভার, যাহা কিছু আর,
ইন্দ্রের কারণ হয়।
সেই-আয়োজন, পর্ব্বত ব্রাহ্মণ,
পূজন শোভন হয় ॥
পাক নানাবিধ, হউক প্রস্তুত,
পায়স পিষ্টক আর।
শষ্কুলি পক্বান্ন, চতুর্ব্বিধ অন্ন,
সূপাদি ব্যঞ্জন সার ॥
ব্রহ্মবাদিগণ, হোমাদি অর্চ্চন,
করুন মঙ্গল তরে।
বহু গুণান্বিত, অন্নের সহিত,
ধেনু দেন তাসবারে ॥

শ্বপচ পতিত, চণ্ডালাদি যত,
দীন দুঃখিগণে আর।
যথা যোগ্য দান, দিয়া সে সম্মান,
রক্ষা করি সবাকার॥
পিতঃ এইক্ষণে, তৃণ গাভীগণে,
শৈলে পূজা উপহার।
দান করি সবে, পরম উৎসবে,
পরি নানা অলঙ্কার॥
আহারাদি করি, সুবাসাদি ধরি,
সবে হ'য়ে সুসজ্জিত।
গো বিপ্র অনল, গোবর্দ্ধনাচল,
প্রদক্ষিণ যথোচিত॥
নিবেদন তাত, আমার এমত,
ইচ্ছা হয় আপনার।
তবে সুখি-মনে, ল'য়ে সর্ব্বজনে,
করিবেন এ প্রকার॥
কার্য্য এ সকল, গো ব্রাহ্মণাচল,
সবাকার প্রিয় হয়।
মম অভিমত, পিতঃ এই মত,
করিলে আনন্দ হয়॥
প্রিয় পুত্রবাণী, নন্দ-আদি শুনি,
সবে হ'য়ে সুসম্মত।

কৃষ্ণবাক্য যাহা, করিলেন তাহা,
হ'য়ে অতি আনন্দিত॥
ইন্দ্র দর্প চূর্ণ, করিবারে তূর্ণ,
যজ্ঞের সামগ্রী দ্বারে।
ব্রাহ্মণে ভূধরে, গো তৃণাদি দ্বারে,
পূজা করি সমাদরে॥
সবে হর্ষযুত, গোধন অগ্রত,
করি গিরি প্রদক্ষিণে।
সবে অলঙ্কৃত, শকটারোহিত,
চলিলেন সুখী মনে॥
শকটারোহণে, দ্বিজাশীষ সনে,
চলিলেন গোপীগণ।
কৃষ্ণ নাম গানে, মহিমা বর্ণনে,
সবে হ'য়ে সুখিমন॥
কৃষ্ণ ব্রজ জন, প্রত্যয় কারণ,
গোবর্দ্ধন রূপ ধরি।
আমি শৈল বলি, পূজা নিল তুলি,
প্রকাণ্ড শরীর ধরি॥
কৃষ্ণ কহে হাসি, দেখ ব্রজবাসি,
এই গিরি গোবর্দ্ধন।
মঙ্গল কারণ, করেন ভক্ষণ,
সমর্পিত দ্রব্যগণ॥

আপন অর্চ্চনা, উচ্ছেদ সাধনা,
জানিয়া অমর রাজ।
নন্দাদি উদ্দেশে, কহে রোষাবেশে,
দেবতাগণের মাঝ॥
প্রলয়-জলদে, ডাকি অহংমদে,
কহিল গর্ব্বের ভরে।
বাচাল বালিশ, কৃষ্ণ সে মানুষ,
মত্ত অজ্ঞ অহঙ্কারে॥
তাহারে আশ্রয়, করি গোপচয়,
করে মোর অপমান।
যাও হে সত্বরে, নন্দ ব্রজপুরে,
বরিষহ অবিশ্রাম॥
নির্ভয়ে সকলে, ভাসাও গোকুলে,
আমি ঐরাবতে চড়ি।
ল'য়ে বায়ুগণ, করিব গমন,
নাশিব গো গোপপুরী॥
প্রলয় কারণ, বাঁধা মেঘগণ,
ছিল সবে এতকালে।
ইন্দ্র আজ্ঞা পায়, মুক্ত হ'য়ে ধায়,
সবে অতি মহাবলে॥
বায়ু-সহযোগে, বজ্র পড়ে বেগে,
ভয়ঙ্কর গরজন।

আবহ প্রবহ, পবন সমূহ,
শিলা করে বরিষণ ॥
স্তম্ভের আকৃতি, জল ধারা ততি,
ভূমি হৈল জলময়।
জলে ভাসমান, নন্দ ব্রজস্থান,
স্থল দৃষ্ট নাহি হয় ॥
অতি বৃষ্টিবাতে, কাঁপিতে কাঁপিতে,
গাভী বৃষ বৎস সনে।
ক্রন্দনের স্বরে, অতি সে কাতরে,
পড়ে কৃষ্ণ শ্রীচরণে ॥
গোপ গোপীকুল, হইল আকুল,
ঘোর বজ্রশিলাঘাতে।
আসি কৃষ্ণ পাশে, কহে অতি ত্রাসে,
রক্ষ প্রভু এ বিপদে ॥
দেব কোপানলে, রাখহে গোকুলে,
মরিল সকল প্রাণী।
ওহে মহাবল, ভকত বৎসল,
পরিত্রাণে যোগ্য তুমি ॥
বর্ষা অপগত, নহে প্রশমিত,
বায়ু বৃষ্টি বজ্রপাত।
দেখি ভগবান, করি অনুমান,
ইন্দ্রকোপে এ উৎপাত ॥

কহিলেন হাসি, ওহে ব্রজবাসি.
কিবা ভয় সবাকার।
সাধ্য অনুসারে, রাখিব সবারে,
করিয়া সে প্রতিকার॥
ধন অভিমানে, আপনা না জানে,
লোকেশ্বর নিজে মানে।
হয় সুরবর, সত্বগুণ ধর,
তমোগর্ব্ব কেন মনে॥
অহঙ্কারী জনে, দমন কারণে,
তার দূর করি মান।
শ্রীমদ জনিত, হয় জ্ঞান হত,
তারে যোগ্য শিক্ষাদান॥
এই পশু কুল, হইয়া ব্যাকুল,
শরণ লইল আসি।
প্রতিজ্ঞা আমার, আত্মা আপনার,
দিয়া রাখি ব্রজবাসী॥
বলি অবহেলে, বাম হস্তে তুলে,
ছত্র প্রায় গোবর্দ্ধন।
কহে ওহে মাতা, পিতা বন্ধু ভ্রাতা,
সবে হ'য়ে সুস্থ মন॥
এই গিরিতলে, প্রবেশি সকলে,
গোধন সহিত সুখে।

থাক গো নির্ভয়, নাহি কোন ভয়,
বাত বৃষ্টি ক্লেশ দুঃখে॥
এই সে অচল, রহিবে অটল,
তাহাতে আশঙ্কা নাই।
সবার জীবন, রক্ষার কারণ,
বিধান করিনু এই॥
শুনি আহ্লাদিত, ল'য়ে পুরোহিত,
গো কুল ভৃত্যাদি সনে।
গোপ গোপীগণ, গর্ত্তেতে গমন,
করিলেন হর্ষ মনে॥
সাত দিন ধরি, গোবর্দ্ধন গিরি,
ধরি রহে ভগবান।
নাহি দুঃখ লেশ, ক্ষুৎপিপাসা ক্লেশ,
নহে গিরি কম্পমান॥
গোকুলের জনা, চমৎকৃত-মনা,
স্নেহে কৃষ্ণানন হেরে।
ইন্দ্র দেবরাজ, দেখি পায় লাজ,
কৃষ্ণ যোগবল স্মরে॥
বারিদ পবনে, ডাকি সেইক্ষণে,
কহিলেন আখণ্ডল।
উদ্যম্ সকল, হইল বিফল,
যাও সবে নিজস্থল॥

নির্ম্মেঘ আকাশ, দিক সুপ্রকাশ,
দেখি হাসি গিরিধারী।
গোকুল বাসীরে, ডাকিয়া সাদরে,
সুখে কহিলেন হরি ॥
ওহে গোপগণ, নির্ভয়ে এখন,
সবে হও বহির্গত।
দারা পুত্র সনে, লইয়া গোধনে,
ঝড় বৃষ্টি অপগত ॥
শুনি হর্ষভরে, আইল বাহিরে,
ল'য়ে ধন পরিজন।
গোধনাদি আর, সামগ্রী সম্ভার,
সবে পুলকিত মন ॥
কেহ আশীর্ব্বাদ, কেহ ধন্যবাদ,
কেহ বা বন্দনা করে।
শ্রীনন্দ যশোদা, রোহিণী সহিতা,
বলরাম স্নেহ ভরে ॥
কৃষ্ণে ল'য়ে কোলে, ভাসে অশ্রু জলে,
চুম্বনাদি আলিঙ্গনে।
গন্ধর্ব্ব চারণ, সিদ্ধ দেবগণ,
পুষ্প করে বরিষণে ॥
বিদ্যাধর গণে' সঙ্গীত বাদনে'
কৃষ্ণে স্তুতিবাদ পড়ে।

স্বর্গে শঙ্খ ধ্বনি, দুন্দুভির ধ্বনি,
আনন্দ উৎসব করে॥
অতি অনুরাগে কৃষ্ণে করি আগে,
গোষ্ঠে চলে ব্রজজন।
হৃদয় স্পর্শিনী, প্রিয় কীর্ত্তি বাণী,
গায় সুখে গোপীগণ॥
ব্রজ বাসিগণ, নন্দের সদন,
আসিয়া আশ্চর্য্য মনে।
কৃষ্ণ গুণ গণ, করেন বর্ণন,
কৃষ্ণতত্ত্ব নাহি জানে॥
শুন নন্দ রাজ, তব পুত্র-কাজ,
অতি অলৌকিক হয়।
যাহা দেখি কর্ম্ম, গোপকুলে জন্ম,
তার নিজ যোগ্য নয়॥
সপ্তম বরষে, অসীম সাহসে,
গিরি গোবর্দ্ধনে ধরে।
করীন্দ্র যেমন, কমলে ধারণ,
অবলীলা ক্রমে করে॥
অতি শিশু কালে, বকানুজা ছলে,
আসিল জিঘাংসা-ভরে।
সহ তার প্রাণ, স্তন করে পান,
কালে যেন প্রাণ হরে॥

তিন মাস বর্ষে, শকট আকর্ষে,
ঊর্দ্ধদিকে পদ তুলি।
কি বল ধরিয়া, ফেলে উলটিয়া,
যেন মহাবীর বলী॥
বর্ষেক বয়সে, তৃণাবর্ত্ত এসে,
আকাশে লইয়া যায়।
তার গলদেশে, চাপি মারি শেষে,
ভূমিতে ফেলিল তায়॥
গোঠে বাল্যকালে, সখা সনে খেলে,
বকাসুর সে সময়।
ধায় গিলিবারে, দুই চঞ্চু ধ'রে,
কৃষ্ণ তারে বিদারয়॥
পরে কংসচরে, বৎস রূপ ধরে,
আসে কৃষ্ণে নাশিবারে।
জানি কৃষ্ণ তারে, চারি পদ ধরে,
বৃক্ষে আছাড়িয়া মারে॥
বলদেব সনে, গিয়া তালবনে,
ধেনুক অসুরে মারে।
তার সখা দলে, মারি কুতূহলে,
বন নিষ্কণ্টক করে॥
চুরি করে ননী, তাহাতে জননী,
বাঁধিল কোমল করে।

তরু মধ্যগত, হ'য়ে উৎপাটিত,
যমল অর্জ্জুনে পাড়ে॥
বলদেব দ্বারে, প্রলম্ব অসুরে,
কৌশলে নিপাত করে।
বনে দাবানলে, রক্ষিয়া গোকুলে,
ব্রজ গোপ রক্ষা করে॥
যমুনা ভিতরে, ক্রূর ভুজঙ্গেরে,
দমন করিয়া বলে।
দুরন্ত প্রচণ্ড, নির্ব্বাসন দণ্ড,
করিল নির্বিষ জলে॥
তব সুত প্রতি, ব্রজ জন অতি,
আত্মা-মত রাগময়।
তিনিও তেমন, স্নেহ যুক্ত হন,
কি কারণে ইহা হয়॥
সপ্তম বরষ, বালক বয়স,
কোথায় প্রকাণ্ড গিরি।
তাহার ধারণ, অদ্ভুত কথন,
তব সুতে শঙ্কা করি॥
গোপের বচন, করিয়া শ্রবণ,
কহিলেন নন্দ বাণী।
আমার তনয়, দূর করে ভয়,
গর্গ মুনি বাক্য শুনি॥

এ তব নন্দন, আনন্দ বর্দ্ধন,
করিবেন সবাকার।
বিপদে আকুল, হইলে গোকুল,
করিবেন সমুদ্ধার॥
প্রতি যুগান্তরে, ভিন্ন বর্ণ ধরে,
শুক্ল রক্ত তথা পীত।
তিন বর্ণ আগে, গত তিন যুগে,
অধুনা কৃষ্ণতা গত॥
এই সুত তব, বসুদেবোদ্ভব,
হইলেন পূর্ব্ব কালে।
বিজ্ঞ জন গণ, করেন বর্ণন,
বাসুদেব নাম ব'লে॥
সর্ব্ব গুণ ধাম, বহু বহু নাম,
ধরে তব এই সুত।
নাম অনুরূপ, কর্ম্ম নানা রূপ,
করিবেন অদ্ভুত॥
তব সুত জন্ম, অলৌকিক কর্ম্ম,
অন্যে কেহ নাহি জানে।
ইহারে সে প্রীতি, করিলে অরাতি
ভয় নাহি কোন স্থানে॥
দুষ্ট দস্যু ভয়ে, সাধুরে নির্ভয়ে,
করিলেন পুরাকালে।

ইঁহার আশ্রয়ে, যে মানব রহে,
ভয় নাহি চিরকালে ॥
যথা বিষ্ণু কৃত, দেবতা রক্ষিত,
অসুরের উৎপীড়নে।
এই শিশু কৃত, তথা সুরক্ষিত,
হইবে গোকুল জনে ॥
নারায়ণ সম, গুণ অনুপম,
নন্দ তব পুত্র ধরে।
যশ কীর্ত্তি শোভা, রূপ মনোলোভা,
ত্রিভুবন চিত্ত হরে ॥
জগত কল্যাণ, মঙ্গল বিধান,
সবাকার প্রিয় হিত।
দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন,
করিবেন তব সুত ॥
আমি সে সময়, না করি প্রত্যয়,
পুত্র স্নেহে অতিশয়।
কিন্তু সত্য গণ্য, গর্গ বাক্য মান্য,
কৃষ্ণ কার্য্য চিত্রময় ॥
শুনি গর্গ-গাথা, সবে আনন্দিত,
কৃষ্ণের অর্চ্চনা করে।
বিস্ময় তেজিয়া, কেহ পূজে গিয়া,
কেহ স্নেহে লয় ক্রোড়ে ॥

নিজ যজ্ঞ রোধে, দেবরাজ ক্রোধে,
বজ্র শিলা বরিষয়।
প্রলয় পবনে, বারি বরিষণে,
নর পশু মৃত প্রায়॥
যে তাহা দেখিয়া, হাসিয়া হাসিয়া,
গোবর্দ্ধন গিরিবরে।
ছত্রাকের প্রায়, ধরিয়া লীলায়,
নিজ জন রক্ষা করে॥
গোকুলের ইন্দ্র, শাসিয়া মহেন্দ্র,
কৃপাদৃষ্টি বিলোকনে।
ভক্ত জন প্রতি, বিতরিয়া প্রীতি,
রক্ষা করুন সর্ব্বজনে॥

অশনি নিপাতে, শিলা বৃষ্টি বাতে,
ব্রজজন রক্ষা হেরি।
প্রকাণ্ড অচল, কৃষ্ণ মহাবল,
সাত দিন রহে ধরি॥
দেখিয়া লজ্জায়, কৃষ্ণ পাশে যায়,
ইন্দ্র নিরজন দেশে।
দেখে শিলা তলে, বিষ্ণু মূর্ত্তি খেলে,
সুকুমার গোপ বেশে॥

নব জলধর, রূপ মনোহর,
শ্রীবাল গোপাল রাজ।
শ্রীবৎস লক্ষণ, কৌস্তুভ ধারণ,
সুপীন হৃদয় মাঝ॥
অনন্ত অব্যয়, দীপ্ত তেজোময়,
দেখি ভয়ে পুরন্দর।
নিজ অপরাধ, ক্ষমিয়ে প্রসাদ,
লইবারে অগ্রসর॥
সূর্য্য অংশু সম, কিরীট-কিরণ,
তার অগ্রভাগ দ্বারে।
কৃষ্ণ পদ প্রান্তে, স্পর্শিল একান্তে,
অবনত লজ্জাভরে॥
মুকুটের দীপ্তি লাজে, লুকায়ে অমিত তেজে,
ত্রিলোকেশ-গর্ব্ব খর্ব্ব করি।
পূর্ব্বেতে শুনিল যাহা, নয়নে দেখিয়া তাহা,
কহে ইন্দ্র দুই কর জুড়ি॥
ওহে শুদ্ধ সত্ত্ব ধাম, নাহি তব পরিণাম,
যাহে রজ তম তিরোহিত।
অপ্রাকৃত তব কায়, সর্ব্বজ্ঞ সুধীর তায়,
আমি হই মায়াবিমোহিত॥
আমি অজ্ঞ তম-অন্ধ, ভবমোহে সদা বদ্ধ,
তুমি প্রভু ক্রোধ-লোভ-হীন।

সর্ব্ব-যোগেশ্বরেশ্বর, তুমি পরম ঈশ্বর,
সর্ব্ব শক্তি তোমার অধীন ॥
নাহি তব বৈরিভাব, সকলে সমান ভাব,
তবু খল নিগ্রহের তরে।
হয় তব অবতার, যথা যোগ্য সে বিচার,
স্ব ইচ্ছায় যুগযুগান্তরে ॥
তুমি জগতের পিতা, হও গুরু জ্ঞানদাতা,
তুমি হও ধর্ম্মের পালক।
জগতের অধীশ্বর, হও কাল দণ্ডধর,
নহ তুমি গোপের বালক ॥
ছিনু মত্ত অহঙ্কারে, তাহার দমন তরে,
মান ভঙ্গ করিলে আমার।
সে নয় নিগ্রহ কভু, অতি অনুগ্রহ প্রভু,
বহু পুণ্যফল তপস্যার ॥
জগতহিতার্থে হরি, লীলামাত্র চেষ্টা ধরি,
কর তুমি এরূপে বিহার।
আমা মত অজ্ঞ জনে, নিজ নিজ অভিমানে,
অপমান মানে আপনার ॥
বিপদ সময়ে, তোমারে নির্ভয়ে,
হেরি জ্ঞান পাই মনে।
তেজি গর্ব্বমদ, সেবে আর্য্যপথ,
সুখে তব শ্রীচরণে ॥

তম-অন্ধ জন, প্রভু একারণ,
না জানি প্রভাব তব।
করি অবহেলা, দেখিলাম লীলা,
অচিন্ত্য বৈভব তব॥
আমি অপরাধী, আছি নিরবধি,
প্রভু তব শ্রীচরণে।
অত্যন্ত দুর্ম্মতি, মন্দ মূঢ়মতি,
গর্ব্বে মত্ত একারণে॥
প্রভু জনার্দ্দন, করি নিবেদন,
ক্ষমা কর নাথ মোরে।
হরিতে ভূভার, তব অবতার,
আমি দাস চিরতরে॥
তুমি ভগবান, সর্ব্ব শক্তিমান,
সকলের অন্তর্য্যামী।
জীব অন্তরস্থ, তবু সীমাতীত,
জগত নিবাস তুমি॥
যাদবের পতি, অখিলের গতি,
পদে কোটি নমস্কার।
গোপ শিশু নয়, মূর্ত্তি জ্ঞানময়,
সর্ব্ববীজ সর্ব্বাধার॥
সর্ব্বভূত আত্মা, কৃপালু মহাত্মা,
দয়ার সাগর তুমি।

নিজ যজ্ঞ নাশে, তীব্র ক্রোধাবেশে,
অকার্য্য করিনু আমি॥
উদ্যম বিফল, করিয়া সফল,
করিলেন দেহ মোর।
তুচ্ছ অভিলাষ, যাহা হ'তে নাশ,
যাহে ধ্বংস তমোঘোর॥
মহা অপরাধ, ক্ষম জগন্নাথ,
শরণার্থি দীনজনে।
তুমি আত্মা গুরু, কৃপা কল্পতরু,
কৃপা প্রীতি বিতরণে॥
যজ্ঞভঙ্গে পূর্ব্বে, কৃষ্ণনিন্দা গর্ব্বে,
করিলেন দেবরাজ।
শব্দার্থে বিচারে, স্তুতিবাদ ধরে,
সাক্ষাতে করিল আজ॥
বহু স্তুতি নতি, করিয়া মিনতি,
বারবার ক্ষমা চাহে।
দেখি ভগবান, হ'য়ে কৃপাবান,
হাসি কহিলেন তাহে॥
ওহে পুরন্দর, হইয়া অমর,
সুররাজ্য লাভ করি।
অতুল সম্পদে, মত্ত ধনমদে,
ভুলিয়াছ দণ্ডধারী॥

দয়া করি যারে, ইচ্ছা করি তারে,
অগ্রে করি মান নাশ।
করিয়া নিগ্রহ, পরে অনুগ্রহ,
পূর্ণ করি অভিলাষ ॥
স্বস্থানে গমন, করহে এক্ষণ,
কল্যাণ হউক সবে।
আমার শাসন, করিও পালন,
অহঙ্কার শূন্য হবে ॥
গোলোকবাসিনী, ধীরা মনস্বিনী,
সুরভী গোকুলমাতা।
আসি ইন্দ্রসনে, এত ক্ষণ মৌনে,
ছিলেন দাঁড়ায়ে তথা ॥
গোগণের সনে, আসিয়া এক্ষণে,
কৃষ্ণপদ স্পর্শ করি।
অতি ভক্তি ভরে, প্রণমিল তাঁরে,
দিয়া আনন্দাশ্রুবারি ॥
কহে বিশ্বাত্মন, বিশ্বের ভাবন,
মহা যোগী জগৎপতি।
তুমি লোকনাথ, গোকুলের নাথ,
বিপন্নের অব্যাহতি ॥
ইন্দ্র দ্বারা হত, হইয়া রক্ষিত,
তোমার কৃপায় হয়।

তুমি প্রাণদাতা, বিপদের ত্রাতা,
তুমি প্রভু সর্ব্বাশ্রয় ॥
গো বিপ্র সজ্জন, রক্ষার কারণ,
প্রভু তব অবতার ।
হও কৃষ্ণ চন্দ্র, গোকুলের ইন্দ্র,
এই ইচ্ছা সবাকার ॥
নিজ ক্ষীরধারে, অভিষেক করে,
সুরভী কৃষ্ণের শিরে ।
দেব মাতাগণ, সহস্র লোচন,
ঋষিগণ সমাদরে ॥
শুদ্ধ নিরমল, মন্দাকিনী জল,
ঐরাবত কর দ্বারে ।
আনি সযতনে, সবে হৃষ্ট মনে,
কৃষ্ণে অভিষেক করে ॥
গোকুলের ইন্দ্র, এহেতু 'গোবিন্দ',
রাখেন সুখেতে নাম ।
গন্ধর্ব্ব চারণ, বিদ্যাধরগণ,
করে কৃষ্ণ যশোগান ॥
মন্দ জলকণ, করেন বর্ষণ,
বরুণ দেবতারাজ ।
করি বীণাধ্বনি, নারদাদি মুনি,
গায় সুখে দেবমাঝ ॥

স্বর্গাঙ্গনাগণ, করিয়া নর্ত্তন,
মনের উল্লাসে গায়।
জয় গিরিধারি, ত্রিভঙ্গ মুরারি,
রাখ রাখ রাঙ্গাপায়॥
ত্রিলোকের লোক, ভুলে দুঃখ শোক,
গাভীগণ পয়োধরে।
সিঞ্চে ধরাতল, নদনদী জল,
ক্ষীর রস বহে ধীরে॥
বিনা করষণে, ওষধির গণে,
পরিপক্ক হয়ে সবে।
ফলফুলে লতা, অতি সুশোভিতা,
বৃক্ষগণ মধু স্রবে॥
হর্ষে গিরিগণ, করে প্রকাশন
গর্ভস্থিত মণিগণে।
করে ভূতগণ, মৈত্রতা বন্ধন,
খলতা ত্যজিয়া মনে॥
জগত মঙ্গল, কীর্ত্তি সুবিমল,
সুখে ইন্দ্র করি গান।
কৃষ্ণ আজ্ঞা ল'য়ে, প্রসাদ লভিয়ে,
স্বগণে স্বধামে যান॥

নন্দ-মোক্ষণ-লীলা

শ্রীনন্দ নন্দন, ধরি গোবর্দ্ধন,
দেবরাজে বশ করি।
শ্রীবৃন্দাবিপিনে, খেলে শিশুসনে,
সুখে ভগবান্ হরি॥
পিতা মাতাগণ, ব্রজবাসি জন,
নাহি জানে দুঃখলেশ।
দৈবের অধীন, নন্দ একদিন,
একাদশী রাত্রি শেষ॥
পূজি জনার্দ্দন, স্নানের কারণ,
প্রবেশে কালিন্দী জলে।
আসুরিক বেলা, তাহা না মানিলা,
শাস্ত্রীয় বচন ব'লে॥
নন্দ মহাশয়, অরুণ-উদয়,
অপেক্ষা নাহিক করে।
দেখিয়া সত্বর, বরুণের চর,
হরিয়া লইয়া তাঁরে॥
অতি দ্রুততর জলের ভিতর,
রাখিল প্রভুর পাশে।

নন্দ অদর্শনে, সঙ্গি গোপগণে,
অতিশয় দুঃখ ত্রাসে ॥
ব্রজবাসিগণ, ব্যাকুলিত মন,
রাম কৃষ্ণ দুই বীরে।
ডাকি উচ্চৈঃস্বরে, করিল গোচরে,
শুনি কৃষ্ণ কহে ধীরে ॥
না করিও ভয়, থাকহে নির্ভয়,
পিতা আনি এইক্ষণে।
কহি সেইক্ষণ, করেন গমন,
বরুণের সন্নিধানে।
মনোনেত্রোৎসব, দর্শন দুর্ল্লভ,
কৃষ্ণে করি নিরীক্ষণ।
অতি সমাদরে, নানা উপহারে,
পূজা করে শ্রীচরণ ॥
করিয়া বিনতি, করে স্তব স্তুতি,
আজি সে সফল দেহ।
পরম পদার্থ, হইলাম প্রাপ্ত,
সার্থক জীবন গৃহ ॥
রত্নাকর স্বামী, হইয়াও আমি,
ছিল এই অর্থাভাব।
ধর্ম্ম অর্থ কাম, সুখ মোক্ষধাম,
পাদপদ্ম আজি লাভ ॥

এই শ্রীচরণ, যে করে ভজন,
সংসার নিবৃত্তি তার।
জয় ভগবান, জীবের নিধান,
পূর্ণ ব্রহ্ম অবতার॥
তব পদ পাশে, মায়া না প্রকাশে,
অনন্ত ঐশ্বর্য্য ধাম।
অজ্ঞ অপরাধ, ক্ষমা কর নাথ,
পদে কোটী পরণাম॥
ভৃত্য সে অজ্ঞান, কার্য্যাকার্য্যজ্ঞান,
বোধ নাহি তার মনে।
আপনার পিতা, আনিয়াছে হেথা,
ক্ষম প্রভু নিজ গুণে॥
পিতা সঙ্গে ল'য়ে, সুখে নিজালয়ে,
গমন করুন প্রভু
এই নিবেদন, তব শ্রীচরণ
যেন নাহি ভুলি কভু॥
হ'য়ে সম্মানিত, পিতার সহিত,
আসিলেন নিজ বাসে।
দেখি গোপগণ, আনন্দে মগন,
কৃষ্ণে আলিঙ্গিয়া তোষে।

স্বধাম-প্রদর্শন-লীলা।

অপূর্ব্ব আশ্চর্য্য, বরুণ ঐশ্বর্য্য,
কৃষ্ণে পূজা নমস্কার।
দেখি সবিস্ময়, নন্দ মহাশয়,
বরুণের ব্যবহার॥
সর্ব্ব বিবরণ, করেন বর্ণন,
জ্ঞাতি কুটুম্বের স্থানে।
কৃষ্ণের মহিমা, শুনি সর্ব্বজনা,
চিন্তা করে মনে মনে॥
অনুমান হয়, নন্দের তনয়,
অখিলেশ ভগবান্।
ব্রজবাসি জন, তার নিজ জন,
সব প্রতি স্নেহবান্॥
তিনি দয়াময়, হইয়া সদয়,
সব প্রতি কৃপাবান।
পর ব্রহ্ম নামে, আপনার ধামে,
অবশ্য দিবেন স্থান॥
সর্ব্ব অন্তর্য্যামী, অখিলের স্বামী,
সঙ্কল্পসিদ্ধির তরে।
নিজ কৃপাগুণে, চিন্তিলেন মনে,
জীব অবিদ্যার ঘোরে॥

কাম কর্ম্ম ক্রমে, নানাযোনি ভ্রমে,
না জানে আপন গতি।
ব্রজবাসিগণ, একান্তে অর্পণ,
করে চিত্ত আমা প্রতি॥
চিন্তি ভগবান, করেন বিধান,
দেখাবারে নিজ ধাম।
জীব অগোচর, প্রকৃতির পর,
ব্রহ্ম জ্যোতি নিত্যধাম॥
যাহা মুনিগণ, করেন দর্শন,
সমাহিত চিত্তে জ্ঞানে।
তাই প্রথমত, যাহা সীমাতীত,
দেখালেন নিজ গুণে॥
যথা পূর্ব্বকালে, দেখিলেন জলে,
শ্রীঅক্রূর ব্রহ্মধাম।
তথা গোপগণ, হ'য়ে নিমগন,
দেখেন আনন্দ ধাম॥
ইন্দ্রিয় অতীত, উপমা রহিত,
হেরি সবে কৃষ্ণলোক।
আনন্দে মগন, ভুলিল আপন,
গৃহ পরিজন শোক॥
ধ্যান ভঙ্গ প্রায়, উঠি পুনরায়,
কৃষ্ণে করি নিরীক্ষণ।

আশ্চর্য্য অন্তরে, তাঁরে স্তব করে,
নন্দ-আদি গোপগণ ॥
পরে সর্ব্বজন, করেন গমন,
নিজ নিজ নিকেতনে।
সুখে রামকানু, ধরি শিঙ্গা বেণু,
চলেন আনন্দ মনে ॥

পূর্ব্বরাগ।

ত্রিলোকী বিজয়, সুমঙ্গল ময়,
সুচতুর বংশিরাজ।
গর্জ্জিয়া সঘনে, প্রবেশি গহনে,
সরলা মন্দির মাঝ॥
রাজার বালিকা, সুন্দরী রাধিকা,
ঘরে একাকিনী ছিলে।
হরে আচম্বিত, তাহার সম্বিত,
প্রবেশি শ্রবণ-মূলে॥
প্রিয়সখীগণ, আসিল তখন
খেলিতে বালার সনে।
কহে একি দেখি, কেনরে সুমুখি,
আজি প'ড়ে ধরাসনে॥
খেলিতে ডাকিলে, বিলম্ব দেখিলে,
তাই অভিমান ভরে।
না কহিছ কথা, কিংবা কোন ব্যথা,
কহ প্রিয়সখি মোরে॥
কি ব্যাধি ঘটিল, কেবা কি বলিল,
সুশীলা সুমতি জনে।

কিংবা অকস্মাত, কিবা কি আঘাত,
বাজিল কোমল প্রাণে॥
উঠ উঠ সখি, কেন বল দেখি,
আজিরে মলিন কায়।
ছেঁড়া ফুলমালা, হ'য়েছ দুর্ব্বলা,
কবরী লোটায় গায়॥
মনে কিবা ভয়, কাঁপিছে হৃদয়,
জাগে রোমাবলি-চয়।
দিঠি শূন্যময়, তাহে ধারা বয়,
বিম্বাধর শুষ্ক হয়॥
বহে ঘনশ্বাস, উড়ে নীলবাস,
কি ভাবিছ আনমনে।
কেন থাকি থাকি, উঠিছ চমকি,
যেন কি শুনিছ কাণে॥
ঝরে স্বেদ বিন্দু, ম্লান মুখ-ইন্দু,
দেখি বিবশের প্রায়।
দাও হে সত্বর, কথার উত্তর,
ধরি তব দুটী পায়॥

শ্রীরাধার উক্তি।

কি শুনি শ্রবণে, তাহাতো জানিনে,
কি তোরে বলিব আমি।
কোথা হ'তে আসে, কিবা শব্দ ভাসে,
এমন কভু না শুনি॥
কিবা সেই যন্ত্র, কিবা পড়ে মন্ত্র,
কি স্বর আলাপ তার।
কখন শীতল, কভু বা অনল,
কভু বর্ষে সুধাধার॥
করে উদাসীন, কভু দেহ ক্ষীণ,
কভু পাগলিনী পারা।
কভু সেই রব, করায়ে নীরব,
করি দেয় জ্ঞানহারা॥
কভু শরপ্রায়, হানে সে হৃদয়,
কভু ব্যথা করি দূর।
সুখে ভ্রমে প্রাণে, সুললিত তানে,
মধু হ'তে সুমধুর॥
কি বলিব সই, কিবা ধ্বনি সেই,
শক্তি নাহি বুঝিবারে।
পুন যদি শুনি, শুনা'ব তখনি,
জানিয়া বলিও মোরে॥

ললিতার উক্তি ।

হ'য়ে হাস্যযুতা, কহেন ললিতা,
সে ধ্বনি কেবা না জানে।
বাজে প্রতিদিনে, কদম্ব-কাননে,
ধরে শক্তি আকর্ষণে ॥
তুমি হে সরলা, কুলবতী বালা,
না শুনিও ওই ধ্বনি।
যে করে শ্রবণ, হারায় আপন,
হ'য়ে যায় উদাসিনী ॥
এস প্রিয়সখি, আনমনে থাকি,
কহি সবে অন্য কথা।
কি কাজ এক্ষণে, ও ধ্বনি শ্রবণে,
যাহে পাও মনে ব্যথা ॥
কইরে বিশাখা, তোর চিত্র-লেখা,
দেখাও সখীরে আনি।
হবে অন্য-মন, জুড়াবে জীবন,
স্থির হবে সুবদনী ॥

চিত্রপট-দর্শন ।

ললিতার বাণী, শুনি বিনোদিনী,
চিত্রপটে দৃষ্টি ধরে ।
হেরি অনিমেষে, অশ্রুজলে ভাসে,
কহে গদগদ স্বরে ॥
একি চিত্র সখি, জুড়াইল আঁখি,
এ তিন ভুবন মাঝে ।
ইন্দ্রনীলমণি, জিনি স্থলাবর্ণা,
বল সখি কোথা রাজে ॥
ত্রিভঙ্গিম ঠামে, কিছু হেলা বামে,
কি করি লিখিলে পটে ।
তড়িৎ জিনিয়া, কি বসন দিয়া,
পরাইলে কটিতটে ॥
শরতের চাঁদে, ধরিয়ে কি ফাঁদে,
মাজিলে বরণখানি ।
কোন্ ফুল তুলি, মালা লিখে দিলি,
চিনিতে না পারি আমি ॥
ধন্য শিল্প তোর, ধৈর্য্য ধন্য তোর,
ধন্য তোর বুদ্ধিবল ।
সুস্থির হইয়া, এ রূপ লিখিয়া,
রহিলি রে অচঞ্চল ॥

এ অপূর্ব্ব নিধি, হেরিতে সে বিধি,
দেয় যদি কোন কালে।
তবে চক্ষুফল, মানিয়া সুফল,
সুখে র'ব চিরকালে ॥
হইল রজনী, নিদ্রা যাই আমি,
আজি সবে যাও ঘরে।
কালি প্রাতঃকালে, তোমরা সকলে,
আসিয়া মিলিও মোরে ॥

বিশাখার উক্তি।

রজনী প্রভাতে, সখীগণ সাথে,
রাজার কুমারী খেলে।
কভু দেয় মন, কভু উচাটন,
কভু কথা কহে ভুলে ॥
বিশাখা তা শুনি, কহেন সজনি,
আজিও কি মনে আছে।
শুনি বাঁশিগান, কেন দাও কাণ,
বিপদ ঘটিবে পিছে ॥
কোন্ চিন্তামণি, তব চিত্তখনি,
ঘেরিয়াছে বল সখি।
যাহার কারণে, আছ আনমনে,
সদা অবনত-মুখী ॥

বৃষভানু-কন্যা, সবাকার মান্যা,
কেবা কি বলিতে পারে।
শুনিলে কি ব্যাধি, করিব সে বিধি,
যাহা যুক্তি হয় পরে॥
কভু কম্প স্বেদ, কখন নির্ব্বেদ,
কভু উন্মাদিনী প্রায়।
বিষাদে মলিন, কভু হর্ষ-চিন,
কভু বিমোহিত কায়॥
যে দেখি আকার, সাত্ত্বিক বিকার,
লক্ষণে বুঝিনু আমি।
চেতনে স্বপনে, বল নিশিদিনে,
কিবা কি দেখিলে তুমি॥
শুন সুবদনি, মনোব্যথা জানি,
উপায় করিব তার।
কি রোগ অসাধ্য, আমি সদ্-বৈদ্য,
করিব সে প্রতিকার॥

শ্রীরাধার উক্তি।

না জানি সজনি, দিবস রজনী,
কি দিব উত্তর তোর।
শ্যামল মূরতি, উজ্জ্বল দীধিতি,
চিত হরি নিল মোর॥
স্বপন চেতন, কি দশা তখন,
কিছুই নাহিক জানি।
চন্দন চর্চ্চিত, বাহু সুবলিত,
দিয়া ধরে মোর পাণি॥
নহি নহি বাণী, কহিনু তখনি,
শুনিয়া না শুনে কাণে।
নব নীরধর, কিশোর সুন্দর,
হেরিনু নয়নকোণে॥
মনোব্যথা সই, কিবা তোরে কই,
কি আর করিবি তোরা।
দিয়ে ভুজদাম, আঁখি মন প্রাণ,
হ'রে নিল সেই চোরা॥

ললিতার উক্তি।

সখি হে! মরম জানিল তোর।
তুমি রাজবালা, সর্ব্বকুলোজ্জ্বলা,
সে নাগরমণি চোর॥
তাহে অতিশয়, গুরু লাজ ভয়,
তব অপযশ মানি।
তারে সোঁপি প্রাণ, নাহি পাবে ত্রাণ,
স্থির হও সুবদনি॥

শ্রীরাধার উক্তি।

শুনিয়া ললিতা-কথা, মনে অতি পেয়ে ব্যথা,
কহে অতি গদগদ ভাষ।
তোরা সখি মোর লাগি, কেন হবি দুখভাগি,
আমার জীবনে নাহি আশ॥
মনের বেদনা মোর, শুনিতেও পাপ ঘোর,
লাজে কথা নহে কহিবার।
তাহার যে প্রতিকার, করিলেও ধিক্‌কার,
মরণ মঙ্গল মনে সার॥
'কৃষ্ণ' এই নামাক্ষরে, এক তো পাগল করে,
সর্ব্বেন্দ্রিয় করি আকর্ষণ।

আর এক বংশীস্বরে, আকুল করিল মোরে,
বিষামৃত করিয়া সিঞ্চন॥
অঞ্জন পট হ'তে, বাহিরিয়া নেত্রপথে,
প্রবেশিয়া হৃদয়-আগারে।
রচিয়া ফুলের গৃহ, শয়ন করিল সেহ,
তাড়নেও না যায় বাহিরে॥
তিনের তিন বিক্রম, ভিন্ন ভিন্ন পরাক্রম,
সখি আর সহিতে না পারি।
পাপময় মনোগতি, এ তিন পুরুষে রতি,
পাপ প্রাণ বৃথা কেন ধরি॥
শুন শুন সখিগণ, রাখ মোর এ বচন,
লতা এক আন দৃঢ় প্রায়।
অথবা অনল জ্বাল, রচি দেহ কুণ্ড ভাল,
এ দেহ আহুতি দিব তায়॥
মলয় পবন শুন, এই করি নিবেদন,
আর চন্দ্র কর্পূর চন্দন।
দ্বিগুণ করিয়া পুন, ধরি সবে নিজগুণ,
দগ্ধ কর এ পাপ জীবন॥
বলি সখি আরবার, সে সময় উপকার,
কর যত সখীগণ মেলি।
কাণে কৃষ্ণনাম দিও, মুরলীধারীরে কৈও,
পুন যেন বাজায় মুরলী॥

বিশাখা করিও এই, আনি চিত্রপট সেই,
সমুখে ধরিও আরবার।
দেখিতে শুনিতে সুখে, দিব দেহ অগ্নিমুখে,
রাধা-নাম না রাখিব আর॥

এতেক বলিতে সতী, হইয়া অধীর-মতি,
অবশ হইয়া পড়ে ভূমে।
হাহারবে সখীগণ, করিয়া অতি যতন,
চেতন করা'ল কৃষ্ণনামে॥
অলপে অলপে রাই, সখীগণমুখ চাই,
কহে ধনী সজল নয়নে।
কে শুনালে কৃষ্ণনাম, অনুপাম সুধাধাম,
অমৃত সিঞ্চিল কেবা প্রাণে॥
বলিতে হইল স্ফূর্ত্তি, অন্তরে দেখিল মূর্ত্তি,
ভাবাবেশে পুন দেখে তায়।
রোমাঞ্চিত কলেবরে, কদম্বের শোভা হরে,
কহে ধনী স্বপনের প্রায়॥
একি নটবর-বেশে, কে এল নিশির শেষে,
শ্যামল কিরণ লাগে গায়।
জিনিয়া শারদ-শশী, ছটায় তিমির নাশি,
বঙ্কিম নয়নকোণে চায়॥

নাচিয়ে নাচিয়ে আসে, হাসিতে মুকুতা খসে,
আরও ওকি ধ্বনি শুনা যায়।
অধরে মুরলী ধরি, না জানি কি মন্ত্র পড়ি,
অচেতন-জনেরে জীয়ায়॥
মেঘমল্লারেতে গায়, অমিয়া বরষে তায়,
ভাসি লয়ে কুল শীল তায়।
কি তান বাজায়ে বাঁশি, মন প্রাণ করে দাসী,
দেহ মাত্র অবশেষ রয়॥
কভু বাজে ধীরি ধীরি, কভু উচ্চ স্বর ধরি,
কভু হাসি মুরলী লুকায়।
কভু দ্রুত পদগতি, কভু মৃদু মন্দ অতি;
কভু বাঁকা-রূপেতে দাঁড়ায়॥
মধুর মুরলীস্বরে, পুন যদি ডাকে মোরে,
ত্যজি নিজ গুরু লাজ ভয়।
এ দেহ মনের সাধে, সোঁপি দিব রাঙ্গা-পদে,
পরাণ-সহিত ঢালি তায়॥

রাধার স্বপন, শুনিল যখন,
ললিতা বিশাখা সখী।
হর্ষে পুলকিত, চলিল ত্বরিত,
যথা শুতি শশিমুখী॥

কহে হাসি হাসি, নিকটেতে বসি,
কেন কাঁদ সখি আর।
গেল অন্ধকার, হৃদয়ে তোমার,
শ্যাম-চন্দ্র উজিয়ার॥
শুনিয়া সখীর বাণী, নয়ন মেলিয়া ধনী,
দেখে আছে সখী দুইজন!
তেজিয়া জীবন-আশ, কহিলেন মৃদুভাষ,
আজি সখি ত্যজিব জীবন॥
বিলম্ব না কর আর, এ দারুণ দুখভার,
আর না সহিতে পারে বালা।
যে পণ করে'ছি মনে, করিব তা এইক্ষণে,
নিভাইব এ দারুণ জ্বালা॥
শুনরে জীবন, এ মোর বচন,
সর্বেবন্দ্রিয়গণে ধরি।
রাধা হৃদি সদ্ম, ছাড়ি যাও অদ্য,
আর না আসিও ফিরি॥

ললিতা বিশাখা দোঁহে, পুন আশ্বাসিয়া কহে,
নিরাশা না হৈও ধনি মনে।
যে তোমার চিত্ত হরে, সেই সুনাগরবরে,
আনিয়া মিলাব তোমা-সনে॥

যে জন মুরলীস্বরে, আকুল করিল তোরে;
যে ধরে মধুর কৃষ্ণ-নাম।
যে ধরি মূরতি বাঁকা, চিত্রপটে দিল দেখা,
মদনমোহন-রূপ শ্যাম॥
যে চাঁদ কিরণ-ফাঁদে, তব মন-মৃগী বান্ধে,
স্পর্শিয়া যে হরি লয় মন।
যে জন নটন-বেশে, তোমার হৃদয়াকাশে,
স্বপ্নে আসি দিল দরশন॥
হৃদয়-কন্দর-মাঝে, যে হরি সতত গাজে,
যাহার প্রতাপে কাঁপে তনু।
সে ত নয় তিন জন, একাই হরিল মন,
শ্রীনন্দনন্দন ধরি বেণু॥

শ্রীরাধার উক্তি

শুনরে হৃদয়, জীবন আশয়,
কেন ধর পুনর্ব্বার।
এ দেহ ছাড়িলে, যদি তারে মিলে,
কর যে উপায় তার॥
শীঘ্র ছাড়ি প্রাণ, দাও পরিত্রাণ,
এক নিবেদন পায়।

যদি কভু বিধি, দেয় সেই নিধি,
তবে রে ধরিও কায়॥
নব ঘন শ্যাম, কান্তি অনুপাম,
অধরে মুরলী ধরি।
মৃদু মন্দ হাসে, অমিয়া বরষে,
রাধা-নাম তাহে পূরি॥
গলে বনমালা, বিজলী-উজ্জ্বলা,
বাস কটিতটে সাজে।
ত্রিভঙ্গ মূরতি, ধীরি ধীরি গতি,
মধুর নূপুর বাজে॥
গৃহের ভিতর, ভ্রমে নিরন্তর,
উপায় কি বল তার।
মরণ মঙ্গল, হয় সে কেবল,
ইহা বিনা নাহি আর॥
শুন সখিগণ, বৃথা এ জীবন,
ধারণে কি ফল আর।
আর্য্য ধর্ম্ম পথ, সতী কুল ব্রত,
ত্যাগ করা সাধ্য কার॥

সখীবৃন্দের উক্তি ।

শ্রীরাধার বাণী, সখীগণ শুনি,
কহিলেন মৃদু ভাষে ।
শুন সুবদনি, ছাড়ি যাবে তুমি,
মোরা রহি কোন্ আশে ॥
নিবেদন করি রাজার কুমারী,
তুমি কুলবতী বালা ।
এ ঘোর সাহস, লোক অপযশ,
কেন বা ঘটালে জ্বালা ॥
তুমি হে সরলা, নাহি জান ছলা,
কালিয়া কুটিল-মতি ।
তাহাতে দুর্লভ, গোপিনী-বল্লভ,
ত্যজ আশা তার প্রতি ॥
হ'লে অনুরাগী, হবে দুঃখভাগী,
প্রাণ রাখা হবে ভার ।
একান্তে ভজিলে, যদি তারে মিলে,
দুঃখ পাই বারবার ॥
শুনহে সুন্দরি, তাই সে নিবারি,
ত্যজি তাঁর অভিলাষ ।
আপন মর্য্যাদা, রাখিয়া সর্ব্বদা,
সুখে গৃহে কর বাস ॥

শ্রীরাধার উক্তি।

বাজিল গোঠের বেণু, চলিল সকল ধেনু,
সাজিয়া বালকগণ ধায়।
রাখালগণের মাঝ, বরজ-কিশোর রাজ,
নাচিয়ানাচিয়া সুখে যায়॥
শুনিয়া মোহন বেণু, পুন কাঁপে বালাতনু,
কহিলেন শুন পুনরায়।
গর্জ্জিয়া মুরলীরাজ, হৃদয়-মন্দির-আজ,
ভাঙ্গি মণি হরি ল'য়ে যায়॥
বল সখি অবিচারে, কেন দোষ দাও মোরে,
ত্রিভুবনে নারী কোন্ জন।
শুনি কৃষ্ণ বংশিগান, রাখে নিজ কুল মান,
ব্রত ধর্ম্ম লোক আচরণ॥
দেখ পক্ষিকুল, হইয়া আকুল,
কেহ না আহার খায়।
শুনি বেণু-স্বন, মুদিয়া নয়ন,
রহে মৌন মুনিপ্রায়॥
শিখিকুল যত, হ'য়ে প্রমোদিত,
কৃষ্ণে নব মেঘ জ্ঞানে।
মুরলী-নিস্বন, জলদ-গর্জ্জন,
করি সবে অনুমানে॥

সুখে নৃত্য করে, পুলকের ভরে,
মনঃসাধে কুতূহলে।
পিয়া বেণু-সুধা, ছাড়ে তৃষ্ণা ক্ষুধা,
নাচে ময়ূরের দলে॥
গোগণ সকল, ছাড়িল কবল,
বৎস নাহি পিয়ে ক্ষীর।
শুনি বেণু-গান, বহিল উজান,
যমুনা তরঙ্গ নীর॥
কুরঙ্গিণীগণ, ছাড়িল কুর্দ্দন,
সুস্থির নয়ন দ্বয়।
তৃণ নাহি খায়, রহে মুগ্ধ প্রায়,
নেত্রে অশ্রুধারা বয়॥
স্বর্গে সুরবালা, স্মৃতি হারাইলা,
খসিল ভূষণ মালা।
পায় মনস্তাপ, বংশী-স্বরালাপ,
সর্ব্ব চিত্ত হরি নিলা॥
আমি ত গোপিনী, বালা মুগধিনী,
কি শুনিব উপদেশ।
মন্ত্রের সাধন, অথবা পাতন,
করিব দেহের শেষ॥

ললিতার উক্তি।

কহেন ললিতা, না হও দুঃখিতা,
ললনাকুলের মণি।
তুমি গুণবতী, সতী কুলবতী,
কৃষ্ণ নন্দ-কুল-মণি॥
ওহে রাজবালা, কেন বা উতলা,
সুচন্দ্র-বদনি ধনি।
সবে প্রাণপণ, করিয়া যতন,
রতন মিলাব আনি॥
শুন কমলিনি, দাও আজ্ঞাবাণী,
যাই যথা ভগবতী।
তব প্রেমব্যাধি, তাঁহারে নিবেদি,
করিব যে হয় বিধি॥
বিবশের প্রায়, ধূলায়ে লোটায়,
না শুনেন সখী-কথা।
অতি দুঃখযুতা, চলেন ললিতা,
পৌর্ণমাসী দেবী যথা॥

ললিতা-পৌর্ণমাসী-সংবাদ।

শিবজায়া সতী, যোগমায়া শক্তি,
ব্রজে পৌর্ণমাসী নামে।
করিতেন বাস, মনে ধরি আশ,
রাধাকৃষ্ণ সম্মিলনে ॥
প্রণমিয়া করযোড়ে, ললিতা কহেন ধীরে,
শুন দেবি! রাধার বারতা।
কৃষ্ণের মুরলী শুনি, আকুলা হইয়া ধনী,
ভুলি নিজ বেশ আন্ কথা ॥
সদা উচাটন মনে, একাকী বেড়ায় বনে,
দেখি সখীগণ পাই ক্লেশ।
সান্ত্বনা করিতে তারে, বিবিধ যতন করে,
বিশাখা মন্ত্রণা করি শেষ ॥
শ্রীনন্দনন্দন, আনন্দ বর্দ্ধন,
গোকুলের শিরোমণি।
নীল মেঘ দ্যুতি, ত্রিভঙ্গ মুরতি,
ললনা হৃদয় মণি ॥
ত্রিভুবন সার, রূপ চমৎকার,
পটেতে চিত্রিত করি।

সন্তোষ কারণে, আনি রাধা-স্থানে,
দেখায় যতন করি ॥
শ্রীরাধা সুন্দরী, সেই রূপ হেরি,
ভুলি নিজ কুল মান।
অন্তরে বাহিরে, সেই রূপ ধরে,
সোঁপি দেহ মন প্রাণ ॥
শয়ন ভোজন, ত্যজিয়া ভ্রমণ,
সদা একাকিনী বসি।
রহে অনুক্ষণ, চিন্তায় মগন,
অশ্রুজলে যায় ভাসি ॥
তাঁর দশা হেরি, মোরা সহচরী,
সবে হ'য়ে ভীতমন।
জিজ্ঞাসি কারণ, বুঝিনু মরম,
চিত্র হরে তাঁর মন ॥
করিয়া যতন, করি নিবারণ,
নাহি শুনি সেই কথা।
উন্মাদিনী প্রায় ধূলায় লোটায়,
হৃদয়ে পাইয়া ব্যথা ॥
জীবন সংশয়, দেখি পাই ভয়,
সবে ব্যাকুলিত মন।
অতিশয় ত্রাসে, আপনার পাশে,
করিলাম নিবেদন ॥

শুনি পীড়াগতি, কহিলেন সতী,
চিন্তিয়া হৃদয়-মাঝ।
বালা-চিত্তভূমে, বুঝি পরাক্রমে,
ভ্রমে শ্যাম নটরাজ॥
প্রফুল্লিত মন, করি সংগোপন,
কহিলেন ললিতারে।
নারী-আকর্ষণী, ধ্বনি সম্মোহিনী,
শুনিতে না দিও তারে॥
শুনরে ললিতে, যাওরে ত্বরিতে,
নিবারহ শ্রীরাধারে।
ব্রজের জীবন, সে নীল রতন,
আশা কেন তার তরে॥
গোকুলের মাঝ, কৃষ্ণ যুবরাজ,
নন্দ কুল শিরোমণি।
তার আশা ধরি, সুব্রত আচরি,
রহে কত সীমন্তিনী॥
রাজার কুমারী, রাধিকা সুন্দরী,
তাহে সুকুমারী বালা।
সে কোন্ সাহসে, দুরন্ত লালসে,
বাড়ায় মনের জ্বালা॥
কহেন ললিতা, কি কহিব মাতা,
শ্রীরাধার মনঃক্লেশ।

না মানে বারণ, সে মত্ত বারণ,
মরিতে চাহিল শেষ॥
তাই ভীতা মনে, আপনার স্থানে,
আসিয়াছি ভগবতি।
যাহা সদুপায়, বলিয়া আমায়,
রাখুন রাধিকা সতী॥
দেবী পৌর্ণমাসী, কহিলেন হাসি,
কেন ভীতা সখীগণ।
কৃষ্ণের প্রেমার, বিষম বিকার,
ঘেরিয়াছে বালা-মন॥
যাহার হৃদয়ে, কৃষ্ণপ্রেমোদয়ে,
সে-ই সে মরম জানে।
নব বিষ জ্বালা, সহে সে অবলা,
কভু লভে সুধা প্রাণে॥
তোরা সখীগণ, করিয়া মন্ত্রণ,
কহ গিয়া এই ক্ষণ।
যদি সে একান্তে, কৃষ্ণ-পদপ্রান্তে,
সোঁপিয়াছে তনুমন॥
তাহ'লে এখনি, লিপি একখানি,
লিখিয়া কোমল করে।
আপন হিয়ায়, জানাবে তাহায়,
অতি অনুরাগ ভরে॥

ইহা বিনা আর, সদুপায় তার,
কিছুই নাহিক হয়।
পরম যতনে, লিখিবে এক্ষণে,
যদি তার মনে লয়॥
শুনিয়া ললিতা, হর্ষে পুলকিতা,
চলিলেন ত্বরা বনে।
বিশাখার সনে, ব্যাকুলিতা মনে,
যথা রাধা নিরজনে॥

শ্রীরাধার পত্রপ্রেরণ।

কহেন ললিতা, শুন সখি রাধা,
স্থির করি নিজমন।
বলি আমি যাহা, কর তুমি তাহা,
না করিও অন্য মন॥
লিখিয়া কোমল করে, একলিপি দাও মোরে,
রাজার বালিকা সুবদনি।
দিয়া কৃষ্ণচন্দ্রকরে, সবিশেষ কহি তাঁরে,
মনোভাব জানিব সজনি॥
শুনিয়া সখীর বাণী, সজল নয়নে ধনী,
কহিলেন ওহে প্রাণসখি!।

কি কথা লিখিতে জানি, জানাব কি তাঁরে আমি,
অন্তর বাহিরে তিনি সাথি ॥
তথাপিও লেখ ধনি, প্রেমময় লিপিখানি,
অর্পি তাঁর কমনীয় করে ।
তাঁহার হৃদয়মণি, হরি দিব তোরে আনি,
বংশিদ্বারে কৃষ্ণ যথা হরে ॥
আনন্দ আবেশে রাই, কহে সখীমুখ চাই,
আমি হই তোদের অধীন ।
তোমাদের স্নেহরস, আমারে করিল বশ,
রহিলাম বাঁধা চিরদিন ॥
আনরে নবীন পাতা, লিখি দুই চারি কথা,
দিও তাঁরে দেখিয়া নির্জ্জন ।
উত্তর পাইলে তবে, এ দেহে জীবন রবে,
নতুবা ত্যজিব সেইক্ষণ ॥

লিপি সযতনে, ল'য়ে দুইজনে,
ললিতা বিশাখা সখী ।
কৃষ্ণ অন্বেষণে, চলিলেন বনে,
সজল যুগল আঁখি ॥

কহে পরস্পরে, নবরাগ ভরে,
বালা উন্মাদিনী প্রায়।
কি হবে উপায়, যদি শ্যামরায়,
সদুত্তর নাহি দেয়॥

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ।

মধুমাসাগমে, মধুবিম বনে,
ফুল লতা মধুময়।
ফল ফুল যুত, তরু অবনত,
বর্ষে মধুধারা চয়॥
শুক পিক কুলে, মধুর মুকুলে,
হেরিয়া হরষ ভরে।
ধরি কলস্বর, গায় নিরন্তর,
বসি সুখে শাখা'পরে॥
মধুর অনিলে, দুলিছে হিল্লোলে,
বিকচ সরোজ দলে।
ধরি গুণস্বর, সঞ্চরে ভ্রমর,
ঝঙ্কারিয়া ফুলে ফুলে॥
মধুর অনিল, বহে নিরমল,
কদম্ব কানন মাঝ।

তথা নিরজনে, প্রবেশিয়া বনে,
নবীন কিশোর রাজ॥
জনমনোহারী, বনের মাধুরী,
হেরি নীপতরু-তলে।
সর্ব্বচিত্ত-হারী, বাজান বাঁশরী,
মনঃসাধে কুতূহলে॥
সুললিত তান, উঠে বাঁশীগান,
গোকুল মঙ্গল ধ্বনি।
পূরি দিক্ দশ, করিয়া বিবশ,
আনে কুলসীমন্তিনী॥
কিছুক্ষণ পরে, চমকি অন্তরে,
দাঁড়ায় তরুর আড়ে।
হেরিয়া হরিষে, আনন্দ আবেশে,
বিতর্কে কহেন ধীরে॥
একি বনদেবী, ভ্রমেণ অটবী,
কুসুম চয়ন কাজে।
অথবা বিজরী, বুঝি মূর্ত্তি ধরি,
বিহরে কানন মাঝে॥
কিংবা সুরবালা, করি কোন ছলা,
ধরি অপরূপ ছবি।
লীলার কারণ, ভ্রমি বৃন্দাবন,
কৃতার্থ করেন ভুবি॥

রূপের ছটায়, চন্দ্রমা লুকায়,
রাহুর করাল গ্রাসে।
আঁখির শোভায়, কুরঙ্গী লুকায়,
নিবিড় গহন দেশে॥
কুঞ্চিত অলক, সুচিত্র তিলক,
নাসায় দুলিছে মতি।
সুনীল বসন, অঙ্গ আবরণ,
মৃদুপদে মন্দ গতি॥
আসিলে সুবল, জানিব সকল,
জিজ্ঞাসিয়া বিবরণ।
এই রূপরাশি, দেবী কি মানুষী,
কোথা হয় নিকেতন॥
শুনিনু যে দিনে, আছে রাধা নামে,
ললনা কুলের মণি।
সে দিন অবধি, চিত্ত নিরবধি,
যন্ত্রে ধরে নামধ্বনি॥
সঙ্গে দুইচারি, আছে সহচরী,
শুনা যায় মৃদুস্বর।
কোথায় সুবল, বলিয়া চঞ্চল,
হইলেন অগ্রসর॥
ক্রমে অদর্শন, চাঁদের কিরণ,
নীরব বামার স্বর।

হৃদয় আকাশে, তিমির প্রকাশে,
অধীর মুরলীধর ॥
বসি তরুতলে, স্থাপি করতলে,
সুনীল কমলানন।
চিন্তায় মগন, ভুলিল আপন,
বিসরিল সখাগণ ॥
আসিয়া সুবল, শ্রীমধুমঙ্গল,
কৃষ্ণে হেরি শূন্যমন।
কহেন হাসিয়া, বাঁশরী ত্যজিয়া,
চিন্তামগ্ন কি কারণ ॥
মাতার আজ্ঞায়, লইতে তোমায়,
আসিয়াছি চল ভাই।
মধ্যাহ্ন অতীত, গৃহে চল মিত,
বিলম্বে কাতরা মাই ॥
সুবল বচন, করিয়া শ্রবণ,
চমকি চকিত মনে।
দুই সখা সাথে, নন্দ ব্রজ পথে,
চলিলেন তিনজনে ॥
আর দিন বনে, গোঠে গোচারণে,
সুবল মঙ্গল সখা।
করে অন্বেষণ, না পায় দর্শন,
কোথা কৃষ্ণ প্রাণ সখা ॥

নিরজন বনে, কুসুম কাননে,
হেরিয়া কহেন হাসি।
কহ শুনি সখা, কি কারণে একা,
কেন না বাজাও বাঁশি॥
বালকের লীলা, সমাধান দিলা,
গোঠে নাহি খেল আর।
ফুল-গুঞ্জা-জড়া, মোহনীয়া চূড়া,
কেন ত্যজিয়াছ হার॥
সাধের বাঁশরী, ভূমিতলে পড়ি,
কেন যায় গড়াগড়ি।
যেন মহাস্রোতে, ভাসাইয়া চিতে,
অকূল কূল না হেরি॥
বিরস বদন, উদাস নয়ন,
কারো সনে নাহি কথা।
ডাকিলে উত্তর, না দাও সত্বর,
শূন্য দৃষ্টি যথা তথা॥
হেরি শশধর, চম্পকেন্দীবর,
কেন কম্পে কলেবর।
কেন বল সখা, সদা থাক একা,
নাহি চাও সহচর॥
শরীর মলিন, বিষাদের চিন,
বল কি কারণ তার।

কোন্ নববালা, ঘটালে এ জ্বালা,
করি হৃদি অধিকার ॥
গোকুলে রূপসী, আছে কত দাসী,
এতো সে বিক্রম নয়।
কোন্ সুকুমারী, চিত্ত নিল হরি,
হৃদয় করিয়া জয় ॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

বলরে সুবল, শ্রীমধুমঙ্গল,
শোন কি গোকুল মাঝে।
রাধা নামে ধনী, রমণীর মণি,
কে ললনা সুবিরাজে ॥
হেরিনু সেদিনে, লতাকুঞ্জবনে,
অপরূপ রূপরাশি।
অঙ্গকান্তি তার, কি কহিব আর,
দামিনীরে করে দাসী ॥
কিবা দিয়া বিধি, সৃজিল সে নিধি,
অপূর্ব্ব প্রতিমা খানি।
কিবা সে ভঙ্গিমা, ভাব মধুরিমা,
কিবা অঙ্গ সুবলনি ॥

নীল উতপল, নয়ন যুগল,
রূপ-সরোবরে ভাসে।
ভ্রূলতা ভ্রমরী, বিলাস সঞ্চারী,
ধায় মধুপান-আশে ॥
জিনিয়া মৃগেন্দ্র, কটির সুছন্দ,
রতন মেখলা তায়।
জিনি ভুজঙ্গিনী, পৃষ্ঠোপরে বেণী,
চলিতে দুলিয়া যায় ॥
স্থলজ কমলে, জয়ী পদতলে,
ধ্বনিত নূপুর তায়।
শ্রীভুজ মৃণালে, অর্পি সখীগলে,
মৃদু রঙ্গে চলি যায় ॥
সে চন্দ্রবদনী, লাবণ্যের খনি,
মনো নেত্র-অভিরাম।
জান কি তাহারে, কিবা নাম ধরে,
কোথা হয় তার ধাম ॥

পত্রসহ সখীদ্বয়ের আগমন।

মঙ্গল শুনিয়া, কহেন হাসিয়া,
সুদুর্ল্লভা সেই কালা!।
সুস্থিরা বিজরী, নিরুপমা নারী,
বৃষভানু-রাজ-বালা॥
শ্রীরাধিকা নাম, ব্রজ মাঝে ধাম,
ত্যজ অভিলাষ তার।
মর্য্যাদা শালিনী, নারী-শিরোমণি,
রূপে গুণে চমৎকার॥
হইয়া সতৃষ্ণ, কহিলেন কৃষ্ণ,
যাহে পাই তার দেখা।
কররে সুবল, শ্রীমধুমঙ্গল,
সে উপায় প্রাণসখা॥
হৈল বামাস্বর, শ্রবণগোচর,
কহিলেন সুবলেরে।
দেখ দেখি সখে, বন-অভিমুখে,
কে রমণী আসে ধীরে॥
দেখিয়া সুবল, শ্রীমধুমঙ্গল,
কহিলেন হর্ষ ভরে।

বুঝি ওহে সখা, ললিতা বিশাখা,
তব অন্বেষণ করে ॥
সখীরা চলিল, অদূরে হেরিল,
নবীন কিশোর রাজ।
সুবলের সনে, রহে আলাপনে,
মলিন বরণ সাজ ॥
হরিষে দুজন, ত্বরিত গমন,
করিল অশোকবনে।
যথা বংশীধারী, ত্যজিয়া বাঁশরী,
আনমনে রহে ধ্যানে ॥
প্রবেশি কাননে, কৃষ্ণ-দরশনে,
হ'য়ে প্রফুল্লিত মন।
মঙ্গল আশীষে, কৃষ্ণেরে সম্ভাষে,
ধীরে ধীরে দুইজন ॥
"শ্রীনন্দ নন্দন, আনন্দ বৰ্দ্ধন,
জয়তি কিশোর রাজ।
জয় গিরি-ধারী, বিপিন বিহারী,
সুনাগর ব্রজ-মাঝ ॥"

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

শুনহে ললিতা, পুষ্প শাখা লতা,
ছিন্ন রহে প্রতিদিনে।
আসি নিতি নিতি, হেরি এই রীতি,
সন্দিহান হই মনে॥
জানিনু এক্ষণে, তোমরা দু'জনে,
কর এই অপকার।
জানতো সকল, এ ব্রজ মণ্ডল,
হয় মোর অধিকার॥

ললিতার উক্তি।

কহেন ললিতা, হইয়া গর্ব্বিতা,
চির কাল মোরা জানি।
গোকুলে তোমার, হয় অধিকার,
তুমি গোকুলের মণি॥
এই বৃন্দাবন, তরু লতা গণ,
ফল আদি পুষ্পচয়।
এ নয় তোমার, শ্রীমতী রাধার,
তাঁর অধিকারে রয়॥

শুনি রাধানাম, চমকিয়া শ্যাম,
কহিলেন কেবা রাধা।
কেন আসি এথা, কহি তার কথা,
অধিকারে দাও বাধা॥
শুনিয়া ললিতা, হ'য়ে হর্ষ যুতা,
কহেন কিশোর শ্যাম।
তাঁহার আজ্ঞায়, এসেছি এথায়,
তব পাশে আছে কাম॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

শীঘ্র করি বল, হৃদয় চঞ্চল,
যাইব ত্বরায় গৃহে।
তপন তাপন, বিষম দাহন,
বনমাঝে নাহি সহে॥
ললিতা হাসিয়া, অঞ্চল খুলিয়া,
কিশলয়পুট ধরি।
শ্রীকর কমলে, অর্পি কুতূহলে,
রহে কৃষ্ণে দৃষ্টি ধরি॥
কৃষ্ণ কহে সখা, কিবা আছে লেখা,
পাঠ কর আমি শুনি।
আনন্দ দায়ক, সন্তোষ জনক,
হ'তে পারে লিপিখানি॥

(পত্রপাঠ ।)

"ত্রিভুবন সুন্দর, ধরি নব কলেবর,
চিত্রপট করিয়া আশ্রয় ।
আমার গৃহেতে থাক, রাধা রাধা বলি ডাক,
দেখি ভয় পাই অতিশয় ॥
"পলাইতে চাহি আমি, পথ রোধ কর তুমি,
কোন্ অপরাধ মোর পাও ।
জানিলে সে অপরাধ, নাহি দিব দোষবাদ,
সখীদ্বারে কহিয়া পাঠাও ॥"

শ্রীকৃষ্ণ ও সখীদ্বয়ের উক্তিপ্রত্যুক্তি ।

পত্র শুনি মহোল্লাসে, পুলক আনন্দ রসে,
সেই ভাব করিয়া গোপন ।
কহিলেন শ্যামরায়, পাঠ কর পুনরায়,
পত্র-অর্থ বিষম গহন ॥
আমার শৈশব মতি, রহি খেলারসে মাতি,
সখাসনে ফিরি নিরন্তর ।

নারীসনে পরিহাস, নহে মোর অভিলাষ,
নাহি চিনি রমণীর ঘর ॥
দেখা নাহি পরস্পরে, পথরোধ কি প্রকারে,
বল আমি করিলাম তারে।
এই কথা পুনর্ব্বার, মোরে না কহিও আর,
কহ যদি শুনাব পিতারে ॥
ওহে সখাগণ, জিজ্ঞাস কারণ,
স্বেচ্ছাচারী গোপিকারে।
করিয়া কৌশল, মিছা ধরি ছল,
কেন দোষী করে মোরে ॥
লোক নিন্দা ভয়, অধর্ম্ম সঞ্চয়,
কিছু নাহি গণি তায়।
নিজ মনোমত, পাপে কলুষিত,
অন্যকে করিতে চায় ॥
শুনি সখীদ্বয়, পরস্পর চায়,
বিষাদে মলিন মন।
দেখি কৃষ্ণচন্দ্র, পাইয়া আনন্দ,
কহে করি সম্বোধন ॥
শুনহে বিশাখি, বুঝি তব সখী,
কোন সুনাগরে হেরি।
ভুলিয়া আপন, সোঁপি প্রাণ মন,
যাহারে হৃদয়ে ধরি

আনন্দ আবেশে, প্রণয় সম্ভাষে,
হরিবারে তার মন।
এই লিপি লিখি, পাঠাইল সখি,
যাও যথা সেই জন॥
বিশাখা শুনিয়া, কহেন হাসিয়া,
শুনহে নাগর রাজ।
তোমার সমান, কেবা বলবান,
আছে ত্রিভুবন মাঝ॥
গিরিবর ধরি, রাখি ব্রজ পুরি,
বাড়ালে অতুল যশ।
নারী চিত্ত গিরি, বলে ল'য়ে হরি,
করিলে আপন বশ॥
তোমার মুরলীগান, বিপরীত ধর্ম্মদান,
করি যত স্থাবর জঙ্গমে।
অবলা কুলের নারী, তারে করি পরিচারী,
বলে আকর্ষিয়া আনে বনে॥
তাই রাধিকা সুন্দরী, বিপরীত ধর্ম্ম ধরি,
তোমারেই করি অনুমান।
ত্যজে নিজ কুলাচার, কেন দোষ দাও তার,
অবশে তোমারে সঁপে প্রাণ॥
কহেন মুরলীধারী, বচন চাতুরী ছাড়ি,
যাও সবে নিজ নিকেতন।

মোর সহচরগণ, সদা রহে সচেতন,
মোর ধর্ম্ম করিতে রক্ষণ॥
ললিতা কহেন সখি, বৃথা কেন এথা থাকি,
বৃদ্ধি কর নিজ মনঃক্লেশ।
শ্রীরাধা সরল প্রাণ, নাহি জানে স্থানাস্থান,
অনুরাগে প্রাণ দিবে শেষ॥
মেলি যত সহচরী, সবে প্রাণ পণ করি,
যতনে করিব নিবারণ।
কপট কুটিল মতি, নাজানে প্রণয় রীতি,
ত্যজ আশা শঠের মিলন॥
অভিমান ভরে, অবনত শিরে,
চলে সখী দুইজন।
কহে পরস্পরে, আকুলা রাধারে,
কি কহিব এইক্ষণ॥

সুবলের উক্তি।

সখীর গমন, করি নিরীক্ষণ,
সুবল কহেন হাসি।
যাহার লাগিয়া, বাঁশরী ত্যজিয়া,
উদাসীন দিবানিশি॥

যাঁহার কারণ, শয়ন ভোজন,
ত্যজিলে বনের খেলা।
যাহার কারণ, গোঠে গোচারণ,
ত্যজিলে সখার মেলা॥
যাহার কারণ, চিত্ত উচাটন,
বসিয়া মাধবী তলে।
থাক আনমনে, যার রূপধ্যানে,
নিরজন বন স্থলে॥
সেই শ্রীরাধিকা, সরলা বালিকা,
কতই যতন করি।
আপন হৃদয়, জানায়ে তোমায়,
রহে তব আশা ধরি॥
তবে কেন তারে, অতি অনাদরে,
শঠ খল ব্যবহারে।
করি নিবারণ, উপেক্ষা বচন,
পাঠাইলে প্রত্যুত্তরে॥
পুন আছ বসি, যেমন উদাসী,
আঁখিযুগে জল কণ।
যেন নাহি বল, হইলে নিশ্চল,
জড় প্রায় অচেতন॥

শ্রীকৃষ্ণ ও সখাদ্বয়ের উক্তি-প্রত্যুক্তি।

সখার বচন, করিয়া শ্রবণ,
চমকি কিশোর রায়।
কহেন সুবল, শ্রীমধু মঙ্গল,
শুন মোর অভিপ্রায়॥
বালার অধীরা মতি, চপলার প্রায় গতি,
এই হেতু পত্র দিল মোরে।
অথবা প্রেমের জ্যোতি, ধরি অনুরাগে অতি,
জানাইল ভজিবার তরে॥
ইহাই পরীক্ষা তরে, নৈরাশ বচন দ্বারে,
প্রত্যাখ্যান করিলাম তারে।
শুনিয়া আমার বাণী, কি ভাব ধরে সে ধনী,
জানিয়া বলিও সখা মোরে॥
সুবল মঙ্গল, কহেন সকল,
শুনিয়াছি বিবরণ।
তব বংশিধ্বনি, নাম গুণ শুনি,
বিসরিয়া তনু মন॥
বিবশের প্রায়, ধূলায় লোটায়,
না জানে কারণ তার।

বুঝিয়া বিশাখি, চিত্রপটে লিখি
তব রূপ চমৎকার ॥
দেখায় বালারে, হেরিল সাদরে,
আপন হৃদয়ে লিখি।
ত্যজি বাল্যভাব, ধরি নব ভাব,
রহে মুদি দুটী আঁখি ॥
প্রাণের অধিকা, ললিতা বিশাখা,
তাঁরে রাখে সযতনে।
ওহে শ্যামরায়, না পায় উপায়
তোমার করুণা বিনে ॥
তাই লিপি ল'য়ে, আশার আশয়ে,
এসেছিল তব পাশে।
কঠিন ভাষায়, করিলে বিদায়,
নাজানি কি হবে শেষে ॥
সহচর বাণী, শুনি নীলমণি
কহিলেন মৃদু স্বরে।
শুনহে সুবল, শ্রীমধু মঙ্গল,
সদুপায় বল মোরে ॥
নিষ্ঠুর বচন, করিয়া শ্রবণ,
মোর আশা কার দূর।
সখীর যতনে, যদি জীয়ে প্রাণে,
ভাঙ্গি নব প্রেমাঙ্কুর ॥

কিংবা সে সরল, মৃদুল কোমল,
বালার হৃদয় হয়।
মোর বাক্যবাণ, যদি হরে প্রাণ,
পরখে কি ফলোদয়॥
করি পরিহাস, কেন বা নৈরাশ,
করিলাম আমি তারে।
বল কি উপায়ে, দেখাবে আমায়ে,
প্রাণপ্রিয়া শ্রীরাধারে॥
কহেন সুবল, কেবা পায় ফল,
ছিঁড়িয়া নবীন লতা।
পরে দিয়া ব্যথা, সুখী হয় কোথা,
কে শুনেছে হেন কথা॥
শুনি কহে কৃষ্ণ, হইয়া সতৃষ্ণ,
সুবল মঙ্গল সখা!।
চলহে ত্বরায়, কর সে উপায়,
যাহে পাই তার দেখা॥
ত্যজিয়া কানন, নিজ নিকেতন,
চলিলেন তিন জন।
কৃষ্ণ একমনে, রাধা-রূপ-ধ্যানে,
চিন্তামগ্ন অনুক্ষণ॥

সখীদ্বয় ও শ্রীরাধার উক্তি-প্রত্যুক্তি।

বিরস বদন, সখী দুইজন,
চলিলেন ধীরে ধীরে।
যথা শশিমুখী, আশাপথে রাখি,
দৃষ্টি অনিমেষ ধরে॥
বসি রাধা পাশ, নাহি সরে ভাষ,
আঁখিযুগে জল ঝরে।
বুঝি অনুমানে, বালা অভিমানে,
কহিলেন মৃদু স্বরে॥
"কেন সখীগণ, কররে রোদন,
কেন সবে দুঃখ পাও।
আমার জীবন, দুঃখের কারণ,
শীঘ্র অগ্নি জ্বালি দাও॥"

(সখীর উক্তি।)

শুনিয়া মুরলী গান, কেন রাধে! দিলে কাণ,
রূপে কেন নয়ন বাঁধিলে।
শুনিয়া সে কৃষ্ণ-নাম, ভুলি নিজ কুল মান,
কেন সাধে কণ্ঠেতে ধরিলে॥

হৃদয় ভাণ্ডার যার, কালি-বিষে অন্ধকার,
তারে কেন অমৃত যাচিলে।
শৈশব অবধি যার, ব্রত হয় অভিচার,
তারে কেন জীবন সোঁপিলে॥
যাহা আছে অবশেষ, তাহা না করিও শেষ,
ধর সখি! মোর উপদেশ।
না হেরিও রূপধাম, না জপিও শ্যাম নাম,
না শুনিও বাঁশরী-সন্দেশ॥
রাজার কুমারী, বৃথা আশা ধরি,
কেন পাও মনঃক্লেশ।
কপটী ভরসা, কেবল দুরাশা,
দুঃখমাত্র লাভ শেষ॥
ধৈর্য্য ধর ধনি, নারী শিরোমণি,
না হইও দুঃখযুতা।
তাহারে ভুলিয়ে, মর্য্যাদা লইয়ে,
থাক হ'য়ে সম্মানিতা॥
শুনিয়া সখীর বাণী, সজল নয়নে ধনী,
কহিলেন তারে পুনর্ব্বার।
তোমরা বলিলে যাহা, শুনিলাম আমি তাহা,
কিছুনা বলিও মোরে আর॥

সখি! উপদেশ দাও কারে।

লাজ ভয় অভিমান, যতনে ক'রেছি দান,
তাহা না লইতে চাহি ফিরে॥
সে মোরে উপেক্ষা করে, কেন দোষ দাও তারে,
তার যোগ্যা নারী নহি আমি।
তাহার রমণী-পাশে, দাসী হ'য়ে রহি শেষে,
হেরিব সে চরণ দুখানি॥
তা-ও যদি নাহি পাই, তাহাতেও ক্ষতি নাই,
পণ সে ক'রেছি আমি শেষ।
পরিয়া নামের মালা, স্মরিয়া চিকণ কালা,
ধরিয়া যোগিনী সম বেশ॥
সাধন করিয়া শেষে, গিয়া সাগরের পাশে,
কামনা করিয়া জলে মরি।
বর নিয়ে আশা ভরি, লভিব সে বংশীধারী,
পুনরায় নারীদেহ ধরি॥
কহিতে কহিতে কথা, হৃদয়ে বাজিল ব্যথা,
মূর্চ্ছাগত পড়েন ভূতলে।
বিশাখা ধরিয়া তুলে, যতনে করিয়া কোলে,
কহে দুঃখে ভাসি অশ্রুজলে॥
ওরে রে অসার বেণু, বধিতে রাধার তনু,
তুমি আমি হই মূলাধার।

কেনবা বাজিলে তুমি, কেন পটে লিখি আমি,
দেখালাম শঠের আকার ॥
সে রূপ-মাধুরী-মাঝে, না জানি যে ছুরি সাজে,
কি ...ালার প্রাণ ছলে।
তাহ'লে কি রূপরাশি, দেখাতাম হাসি হাসি,
কাননে কদম্বতরু-মূলে ॥
শুনহে নিঠুর রাজ, আশা তব পূর্ণ আজ,
ঘুচিল অধর্ম্ম ভয় জ্বালা।
শুনাতে শ্রীরাধা নাম, না যাইব তব ধাম,
পড়িল কলঙ্কী রাজবালা ॥
চল রাধে যাবে যথা, আমিও যাইব তথা,
হইয়া কঠোর ব্রতধারী।
তুষ্ট করি ইষ্ট দেবে, মিলাব গোকুল দেবে,
তবে সত্য তব সহচরী ॥

হেম কমলিনী ঘেরি, কাঁদে যত সহচরী,
ললিতা রাধার কর্ণমূলে।
ধীরে কহে কৃষ্ণ নাম, দেহে সঞ্চারিল প্রাণ,
ধনী সে মুদিত আঁখি মিলে ॥

রাধায় চেতন, হেরি সখীগণ,
হর্ষে হ'য়ে প্রমুদিতা ।
সুখে কৃষ্ণ নাম, সবে করে গান,
ঘেরিয়া কনক লতা ॥
কহেন শ্রীমতী, ললিতার প্রতি,
কেন সুধা ঢালি কাণে ।
করায়ে চেতন, বধিছ জীবন,
ব্যথা দিয়া মোর প্রাণে ॥
মরণ কেবল, আমার মঙ্গল,
তাহে কেন বাধা দাও ।
হইয়া যোগিনী, যাব একাকিনী,
তোরা সবে গৃহে যাও ॥

পৌর্ণমাসীসমীপে ললিতার গমন ও পরস্পর কথোপকথন ।

কহিতে মরম-কথা, হৃদয়ে পাইয়া ব্যথা,
পড়ে ভূমে হ'য়ে হতশ্বাস ।
হেরিয়া তাহার দশা, ছাড়িয়া-জীবন আশা,
ললিতা চলেন দেবী-পাশ ॥
আসি অবনত শিরে, প্রণমি কহেন ধীরে,
অশ্রুজল করি সংবরণ ।

"শ্রীমতী-রাধারে ঘেরি, কান্দে যত সহচরী,
কহি মাতা! লিপি বিবরণ॥
তব আজ্ঞা শিরে ধরি, মেলি যত সহচরী,
নিবেদন করিনু রাধারে।
লিপি লিখি একখানি, দাও মোরে বিনোদিনি,
তোমার হৃদয় মনচোরে॥
হইয়া সম্মত, লিখি মনোমত,
লিপি দিল এক খানি।
লইয়া সাদরে, গেলাম সত্বরে,
যথা বনে নীলমণি॥
গোকুলের চন্দ্রে, হেরিয়া আনন্দে,
পত্র দিনু সমাদরে।
শুনি পত্রাভাস, করি উপহাস,
নৈরাশ বচন ধরে॥
করি প্রত্যাখ্যান, দিয়া বাক্যবাণ,
বালার হৃদয় হানে।
বাজে সেই শর, হইল কাতর,
নিরাশ্বাস হয় মনে॥
দেহে নাহি আস্থা, বিষম অবস্থা,
কভু উন্মাদিনী প্রায়।
করেন প্রলাপ, অঙ্গে জাড্য তাপ,
কভু কম্প দেখি গায়॥

কখন আবেশে, পুলকে হরিষে,
রোমাঞ্চিত কলেবরে।
মৃদু মৃদু হাসে, নাজানি কি ভাষে,
গায় অতি ধীরে ধীরে॥
দেখি প্রতিক্ষণে, দৃষ্টি নভঃস্থানে,
ডাকিলেও নাহি শুনে।
মোহ গত প্রায়, ধূলায় লোটায়,
সর্ব্ব অঙ্গ তিতে ঘামে॥
যদি প্রতিকার, থাকে ত ইহার,
আজ্ঞা দেন ভগবতী।
শ্রীমতী রাধার, কঠিন পীড়ার,
নাহি বুঝি অব্যাহতি॥"
শুনি ভগবতী, ললিতার প্রতি,
হাসি কহিলেন বাণী।
বাছারে ললিতা, না হও চিন্তিতা,
রাধা পাবে নীলমণি॥
শ্রীরাধিকা সতী, কৃষ্ণে প্রেমবতী,
কৃষ্ণ রাধা প্রাণপতি।
প্রেমময়ী রাধা, বাঁশরিতে সাধা,
কৃষ্ণ ভক্তাধীন অতি॥
গুণবতী সতী, রাধা কৃষ্ণশক্তি,
তারে কি ত্যজিতে পারে।

কৃষ্ণ বিনা আর, কার অধিকার,
রাধা স্পর্শে ভাগ্য ধরে ॥
বিবাহ সম্বন্ধ, মায়ার প্রবন্ধ,
ঘটিয়াছে অন্য সনে।
দৈবের কারণ, সে গোপ্য ঘটন,
অন্য জনে নাহি জানে ॥
লোকে একারণ, করে বিড়ম্বন,
শ্রীরাধিকা সতী প্রতি।
তোরা সখীগণ, কেন অকারণ,
তাহে হও দুঃখমতি ॥
চলহে ললিতে, রাধারে হেরিতে,
যাইব তোমার সনে।
কৃষ্ণরূপ ফাঁদে, পড়ি কেন কাঁন্দে,
কি সাধ ধ'রেছে মনে ॥

পৌর্ণমাসী ও শ্রীরাধা-সংবাদ।

ললিতা সহিতে, চলেন ত্বরিতে,
যথা শ্রীরাধিকা বনে।
কৃষ্ণ আলাপনে, নিরানন্দ প্রাণে,
রহে বিশাখার সনে ॥

শ্রীরাধিকা সতী, সসম্ভ্রমে অতি,
প্রণমিয়া ভূমিতলে।
অতি মনোদুঃখে, রহে অধোমুখে,
ভাসে নেত্র অশ্রুজলে॥
পৌর্ণমাসী হাসি, জিজ্ঞাসেন বসি,
কি ব্যাধি তোমার হয়।
বিরস বদন, মলিন বরণ,
দেখি অতি ক্ষীণকায়॥
স্বর্ণ জিনি বর্ণ, কেন বা বিবর্ণ,
কেন কম্পে কলেবর।
দারুণ হুতাসে, সুদীর্ঘ নিঃশ্বাসে,
শুখায়েছে বিম্বাধর॥
আলুলিত কেশ, নাহি কোন বেশ,
কেন নাহি কহ কথা।
কমলের দলে, শয্যা ভূমিতলে,
হৃদয়েতে কিবা ব্যথা॥
কহেন বিশাখি, জলদে নিরখি,
ভাসে সখী অশ্রুজলে।
শুনি শ্যাম নাম, অঙ্গে ঝরে ঘাম,
নখে লিখে ভূমিতলে॥
শুনি বংশীধ্বনি, চমকি অমনি,
ভূমিতে লোটায় কায়।

পাগলিনী পারা, নাহি দেয় সাড়া,
কভু লুটে কভু ধায় ॥
বিশাখার বাণী, ভগবতী শুনি,
ছলে কহে ক্রোধ ভরে।
তোরা সখীগণ, আছ কি কারণ,
রাধা চিত্ত কৃষ্ণ হরে ॥
কুলশীলবতী, রাজসুতা সতী,
কেন তব এই মতি।
দুরন্ত সাহস, লোক অপযশ,
গুরু লাজ ভয় অতি ॥
শুন শুন রাধা, চিত্তে দেহ ক্ষমা,
সে তোমা উপেক্ষা করে।
তুমি তার লাগি, কেন অনুরাগী,
অপবাদ লাভ তরে ॥
শুন কমলিনি, ধর মোর বাণী,
না চাহিও শ্যামচাঁদে।
তার হিমকণা, করিবে মলিনা,
বাঁধিয়া কিরণ ফাঁদে ॥
রাজার কুমারী, কর যোড় করি,
কহিলেন দেবী প্রতি।
কেন অবিচারে, দোষ দেন মোরে,
মোর নাহি অব্যাহতি ॥

সদা নিশি দিনে, চেতনে স্বপনে,
ধৈর্য্য ধর্ম্ম করি জয়।
শ্যামল চন্দ্রমা, বিস্তারি সুষমা,
নেত্র মন কাড়ি লয়॥
এক সে উপায়, দাও মা বিদায়,
নাহি দিও কোন বাধা।
যেন ত্রিভুবনে, কেহ নাহি শুনে,
কলঙ্কিনী নারী রাধা॥

কোমল হৃদয়ে, ব্যথা অতিশয়ে,
বাজিল, পড়িল বালা।
দেহে কম্প হয়, তনু হিমময়,
নিভাইল মনোজ্বালা॥
নেত্র উর্দ্ধগত, নাহিক সম্বিত,
বেগে বহে স্বেদ বিন্দু।
বিষম বিকারে, ঘেরিল রাধারে,
রাহু গরাসিল ইন্দু॥
হেরি সহচরীগণ, বিষাদে আকুল মন,
কাঁদে সবে হইয়া নৈরাশ।
শ্রীরাধার প্রাণসখী, ললিতা বিশাখা দেখি,
ছাড়ে নিজজীবনের আশ॥

আস্তেব্যস্তে ভগবতী, কোলে ল'য়ে রাধা সতী,
শ্রবণে কহেন কৃষ্ণ নাম।
রক্ষ কৃষ্ণ বংশীধারি, ব্রজজন আর্ত্তিহারি,
প্রাণারাম নবঘন শ্যাম।
অমৃত সিঞ্চিল প্রাণে, নামগুণে প্রাণ আনে,
নয়ন মেলিল ধনী রাই।
সকল সঙ্গিনীগণ, পাইল নব জীবন,
শ্রীরাধা সুন্দরী মুখ চাই॥

(পৌর্ণমাসীর উক্তি।)

শুন বিনোদিনি, স্থির হও ধনি,
কেন ভাস অশ্রুজলে।
চিত্ত বুঝিবারে, উপেক্ষার দ্বারে,
পরীক্ষা করেন ছলে॥
কেন চিন্তা কর, চিত্তে ধৈর্য্য ধর,
রতন মিলাব তোরে।
তোর কণ্ঠহার, কার্ অধিকার,
কোন্ শক্তি তবোপরে॥
তোমার সুমতি, সুধীরা প্রকৃতি,
প্রেমময় চিত্ত হয়।

অখিলের সার, শ্রীনন্দ কুমার,
পূর্ণানন্দ রসময়॥
সুবল মঙ্গল, করিয়া কৌশল,
আনিবে তাহারে বনে।
মণি মরকত, হেমে সুশোভিত,
করি দিব সেইক্ষণে॥
দেখিস্ বিশাখি, যেন তব সখী,
প্রাণ নাহি ত্যাগ করে।
আয়রে ললিতে, আমার সহিতে,
যাব আমি কার্য্যান্তরে॥
আসিয়া বাহিরে, দেবী কহে ধীরে,
শুন মোর এ বচন।
মিলি সখীগণ, কর আয়োজন,
হবে শুভ সম্মিলন॥
না জানিবে কেহ, হবে সে বিবাহ,
গান্ধর্ব্ব বিধান মতে।
শ্রীরাধা কুমারী, কৃষ্ণযোগ্য নারী,
শুভ হবে মিলনেতে॥
গিয়া কিছু দূরে, হেরিয়া অদূরে,
কহিলেন কুতূহলে।
দেখহে ললিতে, সুবল সহিতে,
কিশোর মাধবীতলে॥

শ্রীপাণিপঙ্কজে, চন্দ্রানন রাজে,
সুধামধু পরিমল।
সুমন্দ পবনে, বিতরে কাননে,
সুরভিত বনস্থল॥
শ্রীমুখ মলিন, বিষাদের চিন,
নেত্রে অশ্রুজল ঝরে।
মৃদু মন্দ স্বরে কি কহে সখারে,
শুন বৎসে থাকি আড়ে॥
সাধের মুরলী, পড়িয়াছে গলি,
আদর না করে তায়।
খসিয়াছে চূড়া, এলাইত ধড়া,
যেন বিবশের প্রায়॥
জিজ্ঞাসি কারণ, জানিব মরম,
কেন এথা আছ বসি।
অনুমান হয়, হৃদয়ে উদয়,
শ্রীরাধিকা পূর্ণশশী॥
গিয়া সন্নিধানে, আশীষ বচনে,
কহিলেন দেবী হাসি।
জয় কৃষ্ণচন্দ্র, গোপী কুলানন্দ,
জয়তি শ্যামল শশী॥
আজি কি কারণে, আছ আনমনে,
ত্যজিয়া বনের খেলা।

বিরস বদন, সজল নয়ন,
নাহি শোভে বনমালা॥
মোহন বাঁশরী, কোথা আছে পড়ি,
জগন্নারী আকর্ষণী।
যাহার প্রভাবে, ব্রজবালা সবে,
নাম ধরে কলঙ্কিনী॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

শুনিয়া দেবীর বাণী, সলজ্জ বদন খানি,
তুলিয়া প্রণমি মৃদু ভাষে।
কহে কেন ছল ধরি, দেবি মোর দোষ ধরি,
আশীষ করেন পরিহাসে॥
কাননে বাজাই বেণু, চরাই আপন ধেনু,
কারো নাহি করি অপকার।
সরল বাঁশের বাঁশি, বাজাইতে ভাল বাসি,
সন্তোষ কারণে সবাকার॥
আমার যে বেণুনাদ, নাহি ঘোষে অপবাদ,
তাহে কেন ব্রজকুলনারী।
পরিয়া কলঙ্ক মালা, ঘটায় আপন জ্বালা,
অসম্ভব বুঝিতে না পারি॥

দেবীর উক্তি।

শুনহে বিদগ্ধ রাজ, তব ওই বংশীরাজ,
জগতের স্থাবর জঙ্গমে।
বিপরীত গতি দিয়া, কুলনারী আকর্ষিয়া,
নিজবশে রাখে পরাক্রমে॥
রাজার কুমারী বালা, সুখে গৃহে করে খেলা,
নাহি জানে দুঃখ ভয় ক্লেশ।
তোমার মুরলী গান, হরে তার গর্ব্ব মান,
প্রাণ মাত্র রাখি অবশেষ॥
কর্ণমূলে রহি সদা, ঘন ডাকে রাধা রাধা,
শুনিতে না দেয় আন্ ভাষ।
তাহে বালা সুকুমারী, ধৈরজ মর্য্যাদা ছাড়ি,
আকুল হইয়া পায় ত্রাস॥
তাঁরে ল'য়ে সখীগণ, করিবারে অন্য মন,
ভ্রমিতে আসিল বনমাঝ।
কে জানে কদম্বতলে, রূপের বাগুরা মেলে,
আছে বসি এক শঠরাজ॥
উজলি কানন, কনক বরণ,
অপূর্ব্ব প্রতিমা ভ্রমে।

হেরি সে দুর্জ্জন, করি আলাপন,
সঙ্গীত মুরলী স্বনে॥
হৃদয় কবাট, ভাঙ্গি করি বাট,
প্রবেশি অন্তর মাঝ।
[illegible]
বিরাজে [illegible]
[illegible]
[illegible] বালা।
[illegible] মন্ত্রণা, করিয়া মন্ত্রণা,
সকল সখীর মালা॥
কহি বিবরণ, করে নিবেদন,
সেই দুরজন পাশ।
শুনি সেই শঠ, করিয়া কপট,
তাড়ে করি উপহাস॥
শুনি সেই ভাষ, হইয়া নিরাশ,
বালা চাহে মরিবারে।
বিষম বিকারে, উঠিতে না পারে,
তাই সে জীবন ধরে॥
কভু কম্পান্বিত, অঙ্গ কণ্টকিত,
পুলকে পূর্ণিত কায়।
অতি হর্ষভরে, গায় ধীরে ধীরে,
প্রফুল্লিত দেখা যায়॥

কখন প্রলাপে, কখন বিলাপে,
ধায় যেন উন্মাদিনী।
কভু মূর্চ্ছাগত, হারায় সম্বিত,
ভূমে লোটে কমলিনী॥
কনক নলিনী, নারী শিরোমণি,
বালা অতি সুকুমারী।
হেরি তার দশা, জীবনে ভরসা,
ছাড়িয়াছে সহচরী॥
তব কৃপাবল, ভরসা কেবল,
যদি হয় শুভযোগ।
রাধা হবে ধন্য, বিধি সুপ্রসন্ন,
দূরে যাবে গ্রহ রোগ॥
ব্রজ আর্ত্তিহারি, সকল গ্রহ হরি,
তুমি রক্ষ' রাধা সতী।
নহিলে তাহার, জীবন লীলার,
এই বুঝি শেষ গতি॥
তব দরশন, বিনা সে জীবন,
না রহিবে কদাচন।
দুষ্টের দমন, স্বজন রক্ষণ,
ব্রত ধর অনুক্ষণ॥
কহি এ কারণ, পীড়া বিবরণ,
কর যাহা তবোচিত।

শ্রীরাধার প্রাণ, করিলে হে দান,
হয় সবাকার হিত॥
শুনিয়া গোবিন্দ, পাইয়া আনন্দ,
কহিলেন মৃদু হাসি।
"তব কৃপা যাবে, কি ব্যাধি তাহারে,
দুঃখ দিবে দেহে বসি॥"

দেবীর উক্তি।

কি কহিব আমি, করিবে সে তুমি,
যাহে হয় প্রতিকার।
কি রোগ অসাধ্য, তুমি সৎ বৈদ্য,
কর যদি সুবিচার॥
আছে প্রয়োজন, যাব অন্য বন,
আশীর্ব্বাদ করি আমি।
ত্রিভঙ্গিঠামে, রাধা ল'য়ে বামে,
ধন্য কর ব্রজ ভূমি॥

দেবীর গমন, করিয়া ঈক্ষণ,
সবিষাদে নীলমণি।
কহেন সুবল, শুনিলে সকল,
কি উপায় বল শুনি॥

স্থবল শুনিয়া, কহেন হাসিয়া,
ভাল তব ব্যবহার।
কভু রাধা লাগি, হও সর্ব্বত্যাগী,
কভু কর তিরস্কার॥

বনে এ সময়, কোলাহল হয়,
ডাকি কহে বালবৃন্দ।
ছুটিয়া কোথায় বাছুরী পালায়,
অন্বেষহ শ্রীগোবিন্দ॥
হৈল সন্ধ্যাকাল, ধেনু বৎস পাল,
সবে গোঠে গেল ফিরে।
শ্যামলি না যায়, ইতি উতি ধায়,
ব্রজ সিঞ্চে ক্ষীরধারে॥
শুনি চমকিত, চলেন ত্বরিত,
শ্যামল কিশোর রায়।
ভ্রমে আনমনে, স্থান নাহি জানে,
অন্বেষণ ভুলি যায়॥
হেরিল অদূরে, কালিন্দীর তীরে,
গহন কানন মাঝে।
ভুবন উজ্জ্বলা, স্থগিত চপলা,
কমলের দলে রাজে॥

সহচরীগণ, করিয়া যতন,
নব কিশলয় দলে।
করিছে বীজন, তাহে নিবারণ,
নহে, ভাসে স্বেদ-জলে ॥
মলিন বরণ, বিরস বদন,
মুদিত নয়ন দ্বয়।
তাহে অবিরল, ঝরে অশ্রুজল,
দেহ স্পন্দহীন প্রায় ॥
হেরিয়া বিস্মিত, রহেন স্তম্ভিত,
অশোকের তরুতলে।
ছিলন শ্রীঅঙ্গ, রূপের তরঙ্গ,
প্রবাহিত বন স্থলে ॥
সুনীল কিরণ, তিমির হরণ,
করিল কাননময়।
সহচরীগণ, ত্যজিয়া বীজন,
সবে চতুর্দ্দিকে চায় ॥
দেখে তরুতলে, কিছু বামে হেলে,
ত্রিভঙ্গিমা রূপরাজ।
দাঁড়ায়ে একলা, বন করে আলা,
গোকুলের যুবরাজ ॥
হ'য়ে পুলকিতা, কহেন ললিতা,
উঠ হে শ্রীমতী রাধে।

মেলিয়া নয়ন, কর দরশন,
শ্যামল কিশোর চাঁদে॥
যাহার কারণ, সদা উচাটন,
নিদারুণ ব্যথা পাও।
যাহার কারণ, ত্যজি পরিজন,
যোগিনী হইতে চাও॥
যাহার কারণ, ত্যজিয়া ভবন,
কাননে করিলে বাস।
যাহার কারণ, মলিন বরণ,
ছাড়িলে জীবন-আশ॥
সেই সুনাগর, শ্যামল সুন্দর,
অখিল ভুবন সার।
তব প্রেম ডোরে, বেঁধে আনে তারে,
চেয়ে দেখ একবার॥

রাধার হৃদয়, আকাশে উদয়,
হইয়া সুনীল শশী।
করি সুধা দান, রাখে রাধা প্রাণ,
অদর্শন-তম নাশি॥
পুন লীলারসে, মনের উল্লাসে,
হরিয়া অন্তর প্রভা।

বাহিরে সাক্ষাৎ, হ'য়ে অকস্মাৎ,
বিস্তারেন নিজ প্রভা॥
হৈল অদর্শন, চাঁদের কিরণ,
লুকাইল সুধাকর।
ঘেরিল তিমিরে, বিষম বিকারে,
ক্ষীণ বালা কলেবর॥
ভাঙ্গিল স্বপন, পাইল চেতন,
শুনিয়া সখীর বাণী।
মেলিয়া নয়ন, করেন দর্শন,
সম্মুখে. হৃদয়-স্বামী॥
পুন ভাবাবেশে, স্বপন জানি সে,
মুদিয়া যুগল আঁখি।
হৃদয় মন্দিরে, অন্বেষিয়া তাঁরে,
কোথাও নাহিক দেখি॥
চাহি পুনর্ব্বার, দেখেন এবার,
অশোকের তরুতলে।
নব-ঘন দ্যুতি, মধুর মূরতি,
ভাবের তরঙ্গে দোলে॥
চিত্রার্পিত প্রায়, দৃষ্টি ধরি তায়,
অপূর্ব্ব আনন্দ-রসে।
হইয়ে মগনা, হারায়ে চেতনা,
রহে স্থির অনিমেষে॥

হেরি সখীচয়ে, মগন বিস্ময়ে,
কেহ না কহেন কথা।
দুই রূপ রাশি, হৃদয় পরশি,
করে সর্ব্ব বিমোহিতা॥

আসি দেবী পৌর্ণমাসী, কহিলেন হাসি হাসি,
শুন হে মোহন বংশীধারি।
নবীন গ্রহের ভারে, পীড়িতাঙ্গী এ বালারে,
রক্ষ' মন্ত্রৌষধি দান করি॥
কহেন মুরলীধারী, কিছু না বুঝিতে পারি,
কোন্ গ্রহ বালায় সঞ্চারে।
পীড়া দেয় কোন্ ব্যাধি, না জানি ঔষধ-বিধি,
নিরোগী করিব কি প্রকারে॥
কহিলেন ভগবতী, যেই হরে কুলবতী,
আকর্ষণী মন্ত্র আছে তার।
সে নয় চক্রের গ্রহ, এ হয় নবীন মেহ,
বংশীধ্বনি গর্জ্জন যাহার॥
সে ধ্বনি গরল ঢালে, তাহে বালা অঙ্গ জ্বলে,
আকুল করিয়া সদা প্রাণ।
সে ঔষধ তব কাছে, যাহাতে অবলা বাঁচে,
কৃপা করি কর যদি দান॥

পুন সপ্তস্বরে পূরি, মুরলী বাজাও হরি,
তাহে তুলি সুললিত তান।
ঢাল বিষ পুনর্ব্বার তবে হবে প্রতীকার,
বিষে বিষ হইবে নির্ব্বাণ॥
গোকুল মঙ্গল বাঁশি, ধরি করে হাসি হাসি,
করিলেন সুমধুর গান।
ধ্বনি উঠে সুমঙ্গল, পূর্ণ করি ভূমণ্ডল,
মৃতদেহে সঞ্চারিয়া প্রাণ॥

স্বর ব্রহ্মনাদে, ডাকে রাধে রাধে,
উঠ উঠ প্রেমময়ি।
আনন্দ বিকাশি, তব গুণরাশি,
হইল ভুবন জয়ী॥
সে স্বর লহরী, সর্ব্ব চিত্ত ভরি,
ব্যাপিল কানন ময়।
ধরে প্রতিধ্বনি, পশু পক্ষী প্রাণী,
ধরে তরু লতাচয়॥
রাধা রাধা নাম, বাঁশীর সে গান,
শুনি দেবী হর্ষ ভরে।
কৃষ্ণ-অভিপ্রায়, বুঝিয়া ত্বরায়,
আসি কহিলেন ধীরে॥
চিন্তা ত্যজ ধ্বনি, শুন সুবদনি,
উঠ কৃষ্ণ-বিনোদিনি।

উঠ দেবি রাধে, দেখ মনঃসাধে,
ডাকে তোরে নীলমণি॥
বাঁশী ধরি কলস্বরে, অন্তরে প্রবেশি ধীরে,
সর্ব্ব অঙ্গ করি সুশীতল।
জপি মন্ত্র অবিরাম, রাধানাম অনুপাম,
সিদ্ধ মন্ত্র হইল সফল॥
শোক তাপহারী, মধুর বাঁশরী,
সুধা বর্ষি শত ধারে।
নিভায়ে অনল, দেহে দিল বল,
তাপ গ্লানি দূর করে॥
ছিলেন নিশ্চল, শ্রীরাধা কমল,
কৃষ্ণ-রূপ সরোবরে।
ধ্বনি প্রতিধ্বনি, প্রবাহ তখনি,
চালিত করিল তাঁরে॥
ভাঙ্গিল চমক, পড়িল পলক,
জুড়াল তাপিত প্রাণ।
ছুটিল বাসনা, করিতে প্রার্থনা,
শ্রীপদে পাইতে স্থান॥
রাধায় চেতন, হেরি সখীগণ,
দিয়া সবে জয়ধ্বনি।
কহিলেন রাধে, দেখ মনঃসাধে,
ওই তোর নীলমণি॥

মোহন মুরলী গানে, যে তোরে আনিয়া বনে,
চিত্রপটে দিল দরশন।
স্বপ্নে দিয়া দরশন, যে হরিল তোর মন,
সেই ওই শ্রীনন্দনন্দন॥
যাহার কারণ, দিলে বিসর্জ্জন,
গুরুলোক-লাজ-ভয়।
যাহার কারণ, দিলে বিসর্জ্জন,
কুল মান গর্ব্বচয়॥
যাহার চরণ, করিয়া স্মরণ,
ভুলি দেহ গৃহ-স্মৃতি।
কায় বাক্য মন, করি সমর্পণ,
ধ্যানে থাক দিবারাতি॥
সেই মনচোরা, নিজে দিল ধরা,
চল রাধে ত্বরা করি।
এস সখীগণ, করিয়া বন্ধন
নিজ ধন নিব কাড়ি॥
যদি নাহি দেয়, না ছাড়িব তায়,
রাখি দিব কারাগারে।
মোরা হ'য়ে দাসী, সেবি অহর্নিশি
পলাতে না দিব তারে॥
কহিলেন ভগবতী, চল চল রাধে সতি,
যদি কৃষ্ণে মিলাইল বিধি।

তবে মহানন্দোৎসবে, শ্যামরূপ মহার্ণবে,
মিলাইব রাধা প্রেমনদী ॥
সহচরী গণ সনে, রাধা ল'য়ে সযতনে,
হর্ষে দেবী চলেন তথায়।
যথায় আনন্দ রসে, এলাইত ভাবাবেশে,
শ্যাম মৃদু বাঁশরি বাজায় ॥
ললিতার প্রতি, দেবী ভগবতী,
কহিলেন সসম্ভ্রমে।
দেখরে ললিতা, রাধা কম্পান্বিতা,
জড়িমা ঘেরিল ক্রমে ॥
ধররে পাড়তে, না দিও ভূমেতে,
দেখি বিবশের প্রায়।
শ্যামল কিরণ, অপূর্ব্ব সুষম,
লাগিল ধনীর গায় ॥
ললিতা হাসিয়া, রাধারে ধরিয়া,
কহিলেন শ্রুতিমূলে।
তব চিত্তহারী, হৃদয় বিহারী
দেখ ওই তরুতলে ॥
কেন বল সখি, তাহারে নিরখি,
ভাস তুমি অশ্রুজলে।
ত্যজি অবসাদ, দেখ প্রাণনাথ,
মনঃসাধে কুতূহলে ॥

যত সহচরী, চল ত্বরা করি,
ল'য়ে ফুল গুঞ্জাহার।
আজি বন-মাঝে, গোপ যুবরাজে,
দিব সবে উপহার॥
কেহ লয় মালা, কেহ ফুল ডালা,
কেহ সুবাসিত জল।
আসি দলে দল, সঙ্গিনী সকল,
ঘেরিল তরুর তল॥
যোগমায়া আসি ধীরে, ধরি শ্রীরাধার করে,
পুলকে পূর্ণিত তনু মন।
রাধাকৃষ্ণ সম্মিলন, স্মরিয়া বিভোর মন,
সমুৎসুকে কহেন বচন॥
ত্রিভঙ্গ সুন্দর, নীল নিশাকর,
বঙ্কিম ললিত সুঠাম।
কোটি সুধাকর, জয়ী মনোহর,
ঝলকিত তনু অনুপাম॥
চূড়ে শিখণ্ডক, বিশ্ব বিমোহক,
মণ্ডিত তাহে ফুলদাম।
গণ্ডে সমুজ্জ্বল, মণিময় কুণ্ডল,
চঞ্চল বিজলি সমান॥
কণ্ঠে সুরঞ্জিত, মাল্য সুশোভিত,
সঞ্চরে চঞ্চরা তায়।

রত্ন মণীচয়, অঙ্গে বিরাজয়,
মেঘ-দামিনী পরাজয় ॥
কাঞ্চন লাঞ্ছিত, পীতপট শোভিত,
সজ্জিত ফুল লতা তায়।
চন্দন সিঞ্চিত, অম্ভোজ নিন্দিত,
অঙ্গ সুপরিমল বায় ॥
শ্রীপঙ্কজ পদে, প্রমত্ত মধু মদে,
ভৃঙ্গাবলি করে গান।
কেলির মুরলী, কল কাকলি তুলি,
হরে নারী-গর্ব্ব-মান ॥
কৃপামৃতধার, বর্ষে অনিবার,
নয়ন নলিন দ্বয়।
ভক্ত হংসগণে, বিন্দু বিতরণে,
রক্ষ' কৃষ্ণ দয়াময় ॥
রাজার বালিকা, শ্রীমতী রাধিকা,
শুনি তব বেণু গান।
মনের আনন্দে, বিতরে স্বচ্ছন্দে,
নিজ দেহ মন প্রাণ ॥
ধর ধর বালা, কণ্ঠে পর মালা,
নবীন কিশোর রাজ।
নব কাদম্বিনী, কোলে সৌদামিনী,
হেরি সুখী হই আজ ॥

সে রূপ নিরখি, চিত্তে হ'য়ে সুখী,
যাব ত্বরা কার্য্যান্তরে।
চির অভিলাষ, পূরাও পিয়াস,
ধরি শ্রীরাধার করে॥
রজনী আগতা, বিশাখা ললিতা,
রাধা ল'য়ে সর্ব্বজনে।
গহন কানন, ত্যজিয়া গমন,
কর নিজ নিকেতনে॥
কহি মনঃসুখে, গৃহ অভিমুখে,
চলিলেন পৌর্ণমাসী।
আলোকিত বন, তরুলতা গণ,
উদিত পূর্ণিমা শশী॥
ললিতা সুন্দরী, সখীগণে হেরি,
কহিলেন হাসি হাসি।
বাঁধ বাঁধ চোরে, কি ভয় কাহারে,
আজিকার শুভ নিশি॥
রাজার কুমারী, মৃদু সুকুমারী,
নাহি জানে ভয় লেশ।
এক বংশীস্বন, করিয়া গর্জ্জন,
তনু-বন ভাঙ্গি শেষ॥
সর্ব্বেন্দ্রিয়ে জয়, করিয়া বিজয়,
নিশান তুলিয়া জোরে।

প্রবেশি অন্তরে, হৃদয় মন্দিরে,
স্থাপে অতি সমাদরে ॥
পরম সুন্দর, নীল নিশাকর,
কোটি চন্দ্র দীপ্তিমান।
নবীন কিশোর, সেই নটবর,
সাক্ষাৎ মন্মথ কাম ॥
বালা চিত্তাঙ্গনে, মহা পরাক্রমে,
ভ্রমিয়া সে কুতূহলে।
কুল শীল মান, সর্ব্ব অভিমান,
চূর্ণ করি অবহেলে ॥
সুনির্ম্মল মন, করিয়া হরণ,
বাহিরিয়া কোন্ দেশে।
কারে না বলিয়া, গিয়াছে চলিয়া,
মোরা ফিরি তার উদ্দেশে ॥
হৈল দৈববাণী, আমরা তা শুনি,
এই সেই মনচোরা।
বাঁধিব এবার, যাবে কোথা আর,
নিজে এসে দিলে ধরা

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।)

নির্দ্দোষি-জনে, তস্কর-জ্ঞানে,
গঞ্জনা কেন দাও।

শ্রবণ দোষে, হৃত মানসে,
ভৎর্সিলে কোথা পাও ॥
মুরলী স্বনে, ব্রত ভঞ্জনে,
লজ্জিতা কেন নও।

চণ্ডিকা সাজে, কান্তার মাঝে,
রাত্রিতে কেন রও ॥
যদ্যপি ধন, লইতে পুন,
অন্তরে থাকে আশ।
চৌরিত ধনে, নিতে সে জনে,
আনহ মোর পাশ ॥

ধরি শ্রীরাধারে, প্রীতি গর্ব্বভরে,
ললিতা কহেন হাসি।
ধর ঘনশ্যাম, তড়িৎ অনুপাম,
অজিকার শুভ নিশি ॥
লহ বংশীধারি, নবীনা কিশোরী,
বামেতে সরলা বালা।
সৌন্দর্য্য শালিনী, নারী শিরোমণি.
না জানে চাতুরী ছলা ॥
গুরু গরবিনী, মর্য্যাদা শালিনী,
অভিমানি সর্ব্বপ্রাণ।

তুমি বনচারী, গোপালক হরি,
যতনে রাখিবে মান ॥
শ্রীরাধা বালিকা, কমল-কলিকা,
তাঁরে নাহি দিও ব্যথা।
জিনিয়া নবনী, কোমলাঙ্গী ধনী,
রাজবালা স্বর্ণলতা ॥
দাও রাজবালা, শ্যামকণ্ঠে মালা,
রচিত বিনোদ ফুলে।
আজি সুপ্রভাত, দেখ প্রাণনাথ,
চাও রাধে মুখ তুলে ॥
নীল নিশাকর, ত্রিভঙ্গ সুন্দর,
মদনমোহন বামে।
লজ্জা পরিহরি, দাঁড়াও সুন্দরি,
ললিত ভঙ্গিম ঠামে ॥

ললিতা সাদরে, ধরি শ্রীরাধারে,
লইয়ে শ্যামের বামে।
সহচরী বৃন্দে, কহেন আনন্দে,
দেখ সবে রাধা শ্যামে ॥
শুভ সম্মিলন, কর দরশন,
হেমে নীলমণি গাঁথা।

জলদে দামিনী, অলি কমলিনী,
তমালে কনকলতা ॥
মন নেত্র ভরি, রূপ সুমাধুরী,
পান করে সখীগণ।
আনন্দ আবেশে, নাচে গায় হাসে,
করে ফুল বরিষণ ॥
চন্দ্রিকা উজ্জ্বল, শোভে বনস্থল,
ফুল্ল পুষ্প লতাগণ।
মলয় সমীরে, দুলি ধীরে ধীরে,
গন্ধ করে বিতরণ ॥
মধুর অনিল, কাঁপায়ে সলিল,
তরু লতা সঞ্চালনে।
করিয়া বীজন, তাপ নিবারণ,
করে বনবাসী জনে ॥
শুক পিক কুলে, মধুর মুকুলে,
অলি বসি উতপলে।
শুভ সম্মিলনে, নিজ নিজ স্বনে,
গায় সুখে কুতূহলে ॥
কালিন্দীর বারি, যুগল মাধুরী,
হেরিয়ে প্রফুল্ল মনে।
দুলিয়া হিল্লোলে, বিকচ কমলে,
ল'য়ে পূজে শ্রীচরণে ॥

হইল উৎসবময়, আনন্দ তরঙ্গ বয়
তরু লতা কালিন্দীর জল।
গোপের ললনাগণ, হেরি প্রিয় সম্মিলন,
মন-সুখে গায় সুমঙ্গল॥

ধেনু বৎস পাল, সকল গোপাল,
গোঠে হ'তে এল ফিরে।
কৃষ্ণ সে একলা, গৃহে না আসিলা,
সবে অন্বেষণে ফিরে॥
শ্রীনন্দ যশোদা, অতি উৎকণ্ঠিতা,
পাঠাইল গোপ গণে।
সঙ্গে শিশু ধায়, ডাকে কৃষ্ণ আয়,
কোথা আছ ভাই বনে॥
আয়রে কানাই, শ্রীযশোদা মাই,
অতিশয় সকাতরে।
পাঠাইল মোরে, ত্বরায় আয়রে,
হারা বৎস গেল ঘরে॥
ঘন ঘন ডাক শুনি, চমকিল নীলমণি,
গৃহে যাইতে হইল চঞ্চল।
কাতরে ডাকিছে মাতা, শুনিয়া পাইল ব্যথা,
স্মরিয়া মাতার অশ্রুজল॥

কহিলেন সখীগণে, যাও সবে নিকেতনে,
আর না রহিতে পারি বনে।
কাতরে ডাকিছে মাতা, যাইতে হইল তথা,
বিধির নির্ব্বন্ধ জানি মনে॥
কৃষ্ণের গমন, করি নিরীক্ষণ,
শ্রীরাধা ব্যাকুলা মনে।
সখীগণ সনে, আসিয়া ভবনে,
কহিলেন সখী গণে॥
দেখাইয়া বিধি, হ'রে নিল নিধি,
কি আর বলিব তারে।
সেই ক্রূর মন্দ, পরের আনন্দ,
কভু না সহিতে পারে॥
ক্ষণকাল তরে, দুঃখীর অন্তরে,
কিছু সুখ দিয়া পরে।
দ্বিগুণ করিয়া, দুঃখ আরোপিয়া,
ফেলে দুঃখ-সিন্ধু-নীরে॥
বিধির কি দোষ, বৃথা করি রোষ,
নিকটে আনিল তাঁরে।
বাধা দিল মোরে, লজ্জা আঁখিনীরে,
না দেখিনু আশা পূরে॥
দর্শন বারণ, করি দুই জন,
দেয় অতি মনস্তাপ।

কি বলিব কারে,   নিজ দেহ ধরে,
        চির বৈরি তুই পাপ॥
দিবা অবসানে,   সে দিন কাননে,
        দেখিলাম   যেইক্ষণ।
দূরে দরশন,   করি তনু মন,
        জুড়াইল   সেইক্ষণ॥
কিবা সে মুরতি,   ইন্দ্রনীল দ্যুতি,
        বিড়ম্বিয়া   স্বলাবণি।
তাহে সুগঠিত,   মৃদু সুললিত,
        ত্রিভঙ্গিম   তনুখানি॥

কোটি চন্দ্রে করিয়া নিরাশ।
        বিমল কিরণ পরকাশ॥
সুবিম্ব অধরে কিবা হাস।
        কুলবতী কুল করে নাশ॥
সুবলিত রতন নূপুর।
        ধীরে বাজে মধুর মধুর॥
দেখা দিয়া প্রবেশি অন্তরে।
        লুকাইল কন্দর মাঝারে॥
ক্ষণে আসে ক্ষণেকে লুকায়।
        তার অদর্শনে প্রাণ যায়॥

নব নীরদ, খণ্ডিত মদ,
সুন্দর শ্যাম কায় ।
মল্লিকা ফুলে, মণ্ডিত চূড়ে,
পিঞ্ছ মুকুট ভায় ॥
কমলাননে, বঙ্ক নয়নে,
নিক্ষেপে মার-শর ।
কুলকামিনী, ব্রত নাশিনী,
ধৃতি ধৈরজ হর ॥
বক্ষের'পরে, মোতিমহারে,
উজ্জ্বল দিকচয় ।
লম্বিত মালে, মালতী ফুলে,
গুঞ্জরে অলিচয় ॥
বিজয়া শুণ্ডে, শ্রীভুজদণ্ডে,
মণি ভূষণ ধরে ।
জগ মূর্চ্ছিত, ঘন স্তম্ভিত,
কেলি মুরলী করে ॥
জয়ী ভাস্কর, কোটি অম্বর,
পদ পঙ্কজে দোলনা ।
সতী অঙ্গনা, কুল খণ্ডনা,
চঞ্চল পদ চলনা ॥
গঞ্জি খঞ্জন, ভঙ্গী নটন,
মুরলী সুধা ঝরনা ।

নির্জীব জনে, জীবন দানে,
শিক্ষিত স্বর মূচ্ছর্না॥
মুরলী স্বনে, সুধা সিঞ্চনে,
ত্রিভুবন করি তোষণা।
বৃন্দাবিপিনে, ললনা গণে,
বঞ্চিয়ে হরে চেতনা॥

কহয়ে বিশাখা, পুন তার দেখা,
পাইব কি কোন কালে।
এ দেহ জীবন, করিতে অর্পণ,
রাতুল চরণ তলে॥
কহেন বিশাখা, কেন তুমি সখি,
চিন্তা কর মনে আর।
করিয়া যতন, সে নীলরতন,
মিলাইব পুনর্ব্বার॥
তোমার কিরণ ফাঁদে, বাঁধিয়াছ শ্যামচাঁদে,
তোরে চিন্তা করে চিন্তামণি।
কেন বৃথা দুঃখ পাও, আজি তুমি নিদ্রা যাও,
পুন তোরে কৃষ্ণ দিব আনি॥
আজি মোরা যাই ঘরে, প্রভাতে মিলিব তোরে,
কাহু প্রিয় সখা দুই জন

রাধাকৃষ্ণ রূপরাশি, চিন্তিয়া সে সুখনিশি,
নিজ গৃহে করেন যাপন ॥
ললিতা বিশাখা সখী, গমন করিল দেখি,
চিন্তায় মগনা সুবদনী।
শয়ন করিয়া পরে, দেখিলেন তন্দ্রাভরে,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে নীলমণি ॥
হেরি রূপ অনুপম, জুড়াইল তনু মন,
লজ্জা ভয় দিয়া বিসর্জ্জন।
অপূর্ব্ব আনন্দ রসে, নিমগন ভাবাবেশে,
শুভ নিশি করেন যাপন ॥

রজনী প্রভাতে, নন্দ ব্রজ পথে,
রাখি ধেনু বৎসগণ।
গোচারণ সাজে, আঙ্গিনার মাঝে,
আসিয়া বালকগণ ॥
ডাকে উচ্চৈঃস্বরে, কানাই আয়রে,
বেলা হ'ল গোঠে যাই।
ভাণ্ডীর কাননে, ভাই তোর সনে,
কত দিন খেলি নাই ॥
এস ত্বরা করি, ওহে বংশিধারি,
না শুনিয়া তব বেণু।

বৎস রহে চেয়ে, ক্ষীর নাহি পিয়ে,
লালন না করে ধেনু ॥
দেখি কয় দিন, তোমারে মলিন,
শুখায়েছে বিম্বাধর।
রবির কিরণ, করিব বারণ,
হ'য়ে মোরা ছত্রধর ॥
আয় সবে মেলি, বন ফুল তুলি,
সাজাইব তোরে আজ।
নীপ তরু ছায়, বসায়ে তোমায়,
করিব রাখাল রাজ ॥
পুত্র হেরিবারে, উৎসুকি অন্তরে,
আসিয়া যশোদা রাণী।
যথায় পর্য্যঙ্কে, শুতি নিরাতঙ্কে,
নিদ্রাগত নীলমণি ॥
ডাকেন আদরে, গোপাল উঠরে,
উদিল দিবস মণি।
শুখায়েছে মুখ, দেখি ফাটে বুক,
খাও বাপ্ ক্ষীর ননি ॥
উঠ উঠ নীলমণি, উঠ গোকুলের মণি,
উঠরে গোপাল বাপধন।
তব সহচরগণ, কেহ নাহি যায় বন,
চায় তোমা করিতে দর্শন ॥

উঠ বাপ যাদুমণি, শুনাও মুরলীধ্বনি,
সুখে সবে যাউক কানন।
বাসিত শীতল জলে, স্নান করি কুতূহলে,
সুখে দুগ্ধ করহ ভক্ষণ॥
শুনিয়া মায়ের বাণী, চাহিলেন নীলমণি,
অরুণিম নয়ন নলিন।
মৃদুল মধুর হাস, বিম্বাধরে পরকাশ,
অলস-আবেশে তনু ক্ষীণ॥
মা বলিয়া আধ বোলে, উঠেন মায়ের কোলে,
স্নেহে রাণী হইয়া বিহ্বল।
চুম্ব দেয় শতবার, হর্ষে বহে অশ্রুধার,
ক্ষীরধার ঝরে অবিরল॥
কোলে ল'য়ে গোপালেরে, পরম আনন্দ ভরে,
প্রক্ষালিয়া বদন কমল।
স্নপন মার্জ্জন করি, পরাইয়া পীতাম্বরী,
ভক্ষণ করান নানা ফল॥
ক্ষীর সর ননী আনি, শ্রীমুখে ধরেন রাণী,
আহারান্তে আচমন শেষ।
নানা আভরণ আনি, বসায়ে আদরে রাণী,
করি দেন মনোমত বেশ॥
পিঞ্চ গুঞ্জাফল, নানা ফুলদল,
দিয়া বাঁকা চূড়া বাঁধে।

কুঞ্চিত অলক, সুচিত্র তিলক,
পরাইল মন-সাধে ॥
ঘসি মলয়জে, ভ্রূযুগের মাঝে,
পরাইল সচন্দনে।
সুনীল সরোজে, পূর্ণচন্দ্র রাজে,
যেন সুখে নিশি দিনে ॥
নাসায় তিলক, পরায় নলক,
সুরঙ্গ অধরে দোলে।
মুকুতার মালা, দিল বনমালা,
পীন বক্ষোপরি খেলে ॥
চন্দ্রিকা উজ্জ্বল, মকর কুণ্ডল,
পরাইল শ্রুতি মূলে।
ভকত হৃদয়ে, অরি সমুদয়ে,
যেন ধরি ধরি গিলে ॥
রত্ন মণিময়, অঙ্গদ বলয়,
পরায় যুগল ভুজে।
বিজরা উজলা, কিঙ্কিণীর মালা,
পরাইল কটি মাঝে ॥
জয়া কোকনদ, রাতুল শ্রীপদ,
রতন নূপুর তায়।
পরায় যতনে, চলিতে সঘনে,
মধুর বাজিয়া যায় ॥

শ্রীকরে বাঁশরী, বামে স্বর্ণ ছড়ি,
ল'য়ে ধীরে ধীরে চলে।
হেরিয়া জননী, ধরিয়া তথনি,
গোপালে লইল কোলে
ভাসে রাণী অশ্রুজলে, কাতরে সবারে বলে,
আর না পাঠাব আমি বনে।
কালি হ'যে বৎস-হারা, বন ভ্রমি হৈল সারা,
নিদ্রা নাহি লভিল শয়নে॥
চঞ্চল বাছুরী সনে, ভ্রমিয়া কঠিন বনে,
বাছা মোর হইল মলিন।
সহিয়া তপন তাপ, অঙ্গে উঠে জ্বর তাপ,
দেখি অতি দিন দিন ক্ষীণ॥
লইয়ে গোধনগণ, তোমরা যাও রে বন,
গোপাল না যাবে গোঠে আর।
আমার নয়ন-তারা, কোলে রাখি হই হারা,
না দেখিলে দিবসে আঁধার॥

(বালকগণের উক্তি।)

দাও মা যশোদা রাণী, পাঠাইয়ে নীলমণি,
ছায়ায় রাখিয়ে তরুতলে।
পাতি সরোরুহদল, স্থাপিয়া চরণতল,
বীজন করিব নবদলে॥

বসিয়া তোমার কাণু, বাজাবে মোহন বেণু,
শুনিয়া আনন্দে তুলি ফল।
তুলে দিয়া চাঁদমুখে, খাওয়াব মনের সুখে,
তৃষায় পিয়াব স্বাদু জল॥

(সুবলের উক্তি।)

তোমার পুত্রের কথা, কি আর কহিব মাতা,
সেই হয় সবার পালক।
কে তারে কি দিবে দান, সে হয় জগত-প্রাণ,
একা হয় ত্রিলোক-রক্ষক॥
তার তরে কিবা ভয়, সে হয় ভয়ের ভয়,
শুন মা অদ্ভুত তার কথা।
কাননে বাজায় বাঁশি, কতবিধ মূর্ত্তি আসি,
স্তব করে লোটাইয়ে মাথা॥
দাও মা যশোদা রাণী, তব নীলকান্ত মণি,
গোচারণে আমাদের সাথে।
রবি অস্তাচলগতে, দিব আনি তব হাতে,
চিন্তা না করিও মাতা চিতে॥
না শুনে কাহারো কথা, উত্তর না দেয় মাতা,
মনোদুঃখে বাক্য নাহি স্ফুরে।
রাখাল বালকগণ, কৃষ্ণে করি নিরীক্ষণ,
অভিমানে ভাসে অশ্রুনীরে॥

বাহির, হ'য়ে বল-বীর,
দাঁড়ায়ে গোধন সনে।
কৃষ্ণ আগমন, পথ নিরীক্ষণ,
করেন একান্ত মনে॥
বিলম্ব দেখিয়া, কারণ বুঝিয়া,
আসিলেন ত্বরা করি।
যথা নন্দরাণী, কোলে নীলমণি,
মৌনী সখা-মুখ হেরি॥
হেরিয়া সাদরে, ডাকেন তাঁহারে,
বেলা হ'ল মনে নাই।
বসি মার কোলে, গোচারণ ভুলে,
আনন্দে খেলিছ ভাই॥
বলায়ে হেরিয়া, কাতর হইয়া,
কহেন যশোদা রাণী।
শুন বল বীর, গোপাল অধীর,
পাঠাইতে ভয় মানি॥
একা নিরজনে, বসি রহে বনে,
না লয় বয়স্যগণে।
দুষ্ট কংসচর, খল ভয়ঙ্কর,
সদত ফিরিছে বনে॥
তাঁদের বিবাদ, করি পরমাদ,
ঘটাইবে কোন ক্ষণে।

চঞ্চল বাছুরে, ল’য়ে বনে ফিরে,
তনু ক্ষীণ দিনে দিনে ॥
শুনরে বলাই, বনে’ কাজ নাই,
বসি আঙ্গিনার মাঝে।
দুই ভাই মেলি, সুখে কর কেলি,
বীর-দাপে মল্ল সাজে ॥
দারুণ রবির তাপ, কেন বা সহিবে বাপ,
হও দোঁহে রাজার নন্দন।
সঙ্গে ল’য়ে সহচর, গৃহোদ্যানে নিরন্তর,
ভ্রমি কর আনন্দ-বর্দ্ধন ॥
বিনয়ে সুধীর, হাসি বল বীর,
মায়ে কহিলেন বাণী।
কিবা ভয় মাতা, নন্দ যার পিতা,
মাতা শ্রীযশোদা রাণী ॥
দাও মা বিদায়, ধরি দুটী পায়,
সুখে যাই গোচারণে।
মোরা গোপজাতি, গো-চারণ বৃত্তি,
তাহে কেন ভয় মনে ॥
বসায়ে বটের ছায়, বীজন করিব তায়,
চরাইতে নাহি দিব ধেনু।
বাজাবে মোহন বাঁশি, শুনিতে মা ভালবাসি,
তাই সে লইতে চাই কাণু ॥

ক্ষুধায় খাওয়াব ফল, তৃষায় যোগাব জল,
ঘামিলে মুছাব চাঁদ মুখ।
হেরি তোর নীলমণি, জুড়ায় তাপিত প্রাণী,
বনে মাতা পাই বড় সুখ॥
তব কৃষ্ণ-চন্দ্রাননে, সুধা ঝরে প্রতিক্ষণে,
বনে ব্রজগোপালকগণে।
সুখে পিয়া সুপ্রচুর, ক্ষুধা তৃষ্ণা করে দূর,
স্নিগ্ধ হয় শ্যামল কিরণে॥
ব্রজ-শিশুগণ, নাহি যায় বন,
ধেনু বৎস আদি করি।
দাও কৃষ্ণচন্দ্রে, হেরিয়া আনন্দে,
যাক দুঃখ পরিহরি॥

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।)

দাও মা জননি, মোরে আজ্ঞাবাণী,
যাইব অগ্রজ সনে।
কর মা বিদায়, আসিব ত্বরায়,
সুখে দিবা অবসানে॥
শ্রীদাম সুদাম, সুবলাভিরাম,
ভদ্রসেন আদি করি।
সজল নয়নে, কহে অভিমানে,
সবে করযোড় করি—॥

"এ তব নন্দন, সবার জীবন,
তোমার ত একা নয়।
গোকুলের ত্রাতা, গোপের বিধাতা,
কৃষ্ণ সবাকার হয়॥
মোরা ল'য়ে যাব, পুন আনি দিব,
রাখিব যতন করি।
সবার জীবন, করিবে রক্ষণ,
তোমার গোপাল হরি॥"
সবারে কাতর, ব্যথিত অন্তর,
দেখিয়া যশোদা রাণী।
দ্রবিল হৃদয়, হইয়া সদয়,
কহিলেন মৃদু বাণী॥
শুনরে বালকগণ, কৃষ্ণ তোদের জীবন,
কৃষ্ণেরো তোমরা প্রাণসম।
তোদের মলিনমুখ, দেখি মোর ফাটে বুক,
তোমরা আমার কৃষ্ণোপম॥
কৃষ্ণলাগি দুঃখপাবে, তাহা মোর নাহি সবে,
সঙ্গে ল'য়ে যাও নীলমণি।
দিবা অবসানকালে, আসিও সকলে মিলে,
কুশলে রাখুন চক্রপাণি॥
ধররে বলাই, তোমার কানাই,
সঙ্গে রেখ ছোট ভাই।

যেন দূরবনে, গহন কাননে,
চরাতে না যেও গাই ॥
রবির উত্তাপ, না লাগা'ও বাপ,
শুন ওরে রামকাণু।
বটতরু-ছায়, বসি দুঁজনায়,
বাজাইও শিঙ্গা বেণু ॥
শিঙ্গা-বেণুধ্বনি, মোরাসবে শুনি,
না পাইব কোন দুঃখ।
দিবা অবসানে, আসিলে ভবনে,
হেরিব ও চাঁদমুখ ॥
দিদিগো রোহিণি, ক্ষীরসর আনি,
সাজায়ে পাঠাও ভার।
সহ সখাগণ, করিবে ভোজন,
তৃপ্তি হবে সবাকার ॥
বাজে শিঙ্গাবেণু, চলে রামকাণু,
দেখি রাণী করি কোলে।
চুম্বে শতবার, শ্রীমুখে দোঁহার,
ভাসে নয়নের জলে ॥
শিঙ্গাবেণুরব, শুনি ধেনুসব,
উচ্চে পুচ্ছ করি চায়।
চলিল রাখাল, ল'য়ে ধেনুপাল,
বন অভিমুখে ধায় ॥

কোলে হ'তে নামি, মায়েরে প্রণমি,
দ্রুত পদগতি ধায়।
কটিতে কিঙ্কিণী, ধ্বনি কিনিকিনি,
নূপুর ক্বণিত পায়॥
মদমত্ত দ্বিপ প্রায়, বলাই চলিয়া যায়,
ঘূর্ণিত নয়নে ঘন চায়।
চলিতে টলিছে গা, কাঁপিছে অধীর পা,
শিঙ্গারবে জগত মাতায়॥
শ্রীদাম সুদাম দাম, বসুদাম অভিরাম,
চলিছে বলাই দাদা সঙ্গে।
সুবল মঙ্গল সনে, চলে সুখে গোচারণে,
শ্যামলকিশোর মহারঙ্গে॥
ঘন বাজে শিঙ্গাবেণু, নাচি যায় রামকাণু,
গীত গায় গোপালক বৃন্দে।
সকল রাখাল মেলি, হৈহৈ রব তুলি,
ছুটি যায় পরম আনন্দে॥
গোকুলে মঙ্গলময়, ধ্বনি উঠে জয়জয়,
ধেনু বৎস ধায় উভরায়।
ব্রজের ললনাগণ, করি সুখে দরশন,
জুড়াইল তাপিত হৃদয়॥
অট্টালিকা'পরি, শ্রীরাধা সুন্দরী,
বসিয়া সখীর সনে।

কৃষ্ণ আলাপনে, রহে আনমনে,
ধ্বনি প্রবেশিল কাণে॥
সে ধ্বনি শুনিয়া, কহে চমকিয়া.
একি শুনি সখি আজ।
আজি কি উৎসব, গীতবাদ্য রব,
কেন হয় ব্রজমাঝ॥
কহেন ললিতা, শুন রাজসুতা,
এ হয় গোঠের বেলা।
ব্রজের গোপাল, ল'য়ে ধেনুপাল,
যায় করিবারে খেলা॥
প্রতি প্রাতঃকালে, সাজি দলেদলে,
অন্য পথে যায় বন।
এই পথে সখি, কভু না নিরখি,
আজি দিন শুভক্ষণ॥
চল ত্বরা করি, গোষ্ঠযাত্রা হেরি,
জুড়াইব তনু মন।
বাজে শিঙ্গাবেণু, যায় রামকানু,
সঙ্গে ল'য়ে সখাগণ॥
শুনিয়া সখীর বাণী, আনন্দ-আবেশে ধনী,
উঠি বেগে অট্টালিকা'পরি।
হেরি নিজ প্রাণনাথে, কহে সুখে মনঃ-সাধে,
দেখ সখি ওই বংশীধারী॥

[পদ]

শ্যামল সুন্দরকায়, দেখ সখি নাচি যায়,
চূড়া শোভে ময়ুরপাখায়।
চলিছে নটনরঙ্গে, ছুটিছে গোপালসঙ্গে,
রাখাল-বালক পিছে ধায়॥
রহিয়ে রহিয়ে যায়, ভয়ে দাদামুখ চায়,
বাজিছে নূপুর মৃদু পায়।
নাজানি কি ভাবি মনে, ফিরাইয়ে চারিপানে,
অরুণনয়নে ঘন চায়॥
মৃদুল মধুর হাসি, ধরিয়ে মোহনবাঁশি,
আদরে ডাকিছে রাধে আয়।
ধৈরজ না ধরে কায়, কে তোরা যাবিরে আয়,
ভেটিতে সে শ্যাম নটরায়॥
কুলশীললাজাঞ্জলি, শ্রীপদে দিবহে ডালি,
তিলেক বিলম্ব নাহি সয়।
চল চল চল সখি, পদরজে অঙ্গ ঢাকি,
লোটায়ে পড়িগে রাঙ্গাপায়॥

কহিতে কহিতে ধনী, অবশে পড়িল ভূমি,
ললিতা ত্বরায় কোলে করি।
শ্রুতিমূলে অবিরাম, কহে কৃষ্ণকৃষ্ণ নাম,
শ্যামধাম রক্ষ বংশীধারি॥

ত্বরায় বিশাখা, আনি চিত্রলেখা,
সাদরে কহেন বাণী।
দেখ রাধে চেয়ে, সম্মুখে দাঁড়ায়ে,
তব কৃষ্ণ নীলমণি॥
কৃষ্ণনাম মালা, কর্ণে প্রবেশিলা,
নয়ন মেলিলা ধনী।
করেন দর্শন, মদনমোহন,
চিত্রিত মুরতিখানি॥
হেরিয়া হরিষে, সাক্ষাৎ-আবেশে,
পুলক কদম্ব ধরে।
লজ্জায় বদন, করি আবরণ,
রহেন আনন্দ ভরে॥

(ললিতার উক্তি।)

উঠ উঠ ধনি, শ্যাম বিলাসিনি,
দূর করি লজ্জা ভয়।
বিশাখা অঙ্কিত, মুর্ত্তি বিরাজিত,
সাক্ষাৎ কৃষ্ণ এতো নয়॥
অদ্ভুত বিকার, হেরিয়া তোমার,
সবে হই চমৎকৃত।

অলৌকিকী রীতি, তব প্রেমগতি,
হয় ত্রিভুবনাতীত ॥
ওই শুন রাধে, বাঁশি মনঃ-সাধে,
বাজে তব নাম ধরি।
উঠি ত্বরা করি, চলহে সুন্দরি,
লজ্জা দুঃখ পরিহরি ॥
সূর্য্য পূজিবারে, আদেশিল মোরে,
তব শ্বশ্রূ ঠাকুরাণী।
করি আয়োজন, চল রাধে বন,
পূজিবারে দিনমণি ॥
শুনিয়া হরিষে, আনন্দ আবেশে,
উঠিলেন ধীরে ধীরে।
ললিতা আদরে, বসায়ে তাঁহারে,
রতন বেদির'পরে ॥
সহচরীগণ, হরষিত মন,
রাধা ল'য়ে সযতনে।
স্নপনমার্জ্জন, করি সমাপন,
বসি সবে হৃষ্টমনে ॥
ললিতা বিশাখা, চম্পকলতিকা,
আদি প্রিয় সখীগণ।
রত্নমণিময়, ভূষণ নিচয়,
করি সুখে আনয়ন ॥

চাঁচর চিকুরে, বিনায়ে সাদরে,
দিল মালতীর মাল।
যেন নবঘনে, স্থগিত পবনে,
বাঁধিল বলাকাজাল॥
অলকার মাঝে, শ্রীআনন রাজে,
সুরঙ্গিমা দিঠি তায়।
কাজলে উজল, হ'য়ে অবিরল
বন অভিমুখে ধায়॥
জ্রযুগের মাঝে, সিন্দূর বিরাজে
তাহে মলয়জ-বিন্দু।
যেন ভানুমাঝে, মন-সুখে রাজে,
নিরমল পূর্ণ ইন্দু॥
সুচিত্র তিলক, চিবুকে পত্রক,
নাসায় মুকুতা দোলে।
সুরঙ্গ অধর, বর্ষে নিরন্তর,
সুধা মৃদুমৃদু বোলে॥
হীরক উজ্জ্বল, শ্রবণে কুণ্ডল,
কণ্ঠে রত্নকণ্ঠি সাজে।
হৃদয় উপরি, হার শতনরি,
কটিতে মেখলা রাজে॥
মৃণাল শ্রীভুজে, রত্নাঙ্গদ সাজে,
বলয় কঙ্কণ আর

নীলমণি চুড়ি, অঙ্গুলে অঙ্গুরী,
শোভে কিবা চমৎকার ॥
নীলাম্বর সাড়ী, পরিধান করি,
সঙ্গে সহচরী মালা।
উল্লাসি অন্তরে, উঠেন সত্বরে,
বৃষভানু রাজবালা ॥
স্মরিয়া শ্রীহরি, শুভযাত্রা করি,
দেবতা পূজন কাজে।
চলে ধীর ধীর, চরণে মঞ্জীর,
মধুর মধুর বাজে ॥
কনক প্রতিমা, ভাব মধুরিমা,
ধরিয়া কাননে চলে।
হেরিয়া হংসিনা, হ'য়ে অভিমানী,
লুকাল কালিন্দী জলে ॥
হরষিত চিত, সবে উপনীত,
হইয়া কানন মাঝে।
কুঞ্জ অভ্যন্তরে, রাখি শ্রীরাধারে,
পুষ্পের চয়ন কাজে ॥
ভ্রমি বনে বন, সখী দুইজন,
নানাজাতি ফুল তুলে।
হেরিল অদূরে, শ্যামল কিশোরে,
সখাসনে নদীকূলে ॥

সখী দুইজন, কৌতূহল মন,
আলাপ শ্রবণ তরে।
আসি নদীতটে, অতি সন্নিকটে,
লুকাইল তরু আড়ে॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

শুনরে মঙ্গল, দুর্দ্দৈব প্রবল,
জানিলাম সুনিশ্চয়।
কালি সন্ধ্যাকালে, শ্রীরাধা কমলে,
পেয়ে হারাইনু তায়॥
ত্যজিয়া তাহায়, মাতার আজ্ঞায়,
গৃহে আসি নিশাভাগে।
শান্তি নাহি পাই, নিদ্রা নাহি যাই,
সে রূপ অন্তরে জাগে॥
কিবা সে প্রতিমা, লাবণীর সীমা,
কিবা জ্যোতি পরকাশ।
কিবা সুবরণ, ললিত গঠন,
অধরে মধুর হাস॥
সৌদামিনী মদ, স্বর্ণ জাম্বুনদ,
খণ্ডি সিরজিল ধাতা।

চঞ্চলতা হীন, কাঠিন্য বিহীন,
শ্রীরাধা কনকলতা ॥
নিন্দি শরদিন্দু, রাধা পূর্ণ ইন্দু,
অনুপম রূপরাশি।
নাহি কলাক্ষয়, মৃগ নাহি রয়,
সমুদিত দিবানিশি ॥
ক্ষণমাত্রে দেখা, তাহাতেই সখা,
বুঝিয়াছি মর্ম্ম তার।
রমণীর মণি, প্রেমরত্নখনি,
সম ঊর্দ্ধ নাহি আর ॥
চিত্ত নির্বিকার, সর্ব্ব গুণাধার,
মহাভাব স্বরূপিণী।
দেহ অপ্রাকৃত, ত্রিভুবনাতীত,
মম চিত্ত আহ্লাদিনী ॥
কহ প্রিয়সখা, সেই শ্রীরাধিকা,
হেরিব কি পুনর্ব্বার।
চঞ্চল অপাঙ্গে, চাহে কিবা রঙ্গে,
ভঙ্গী কিবা চমৎকার ॥

সুবলের উক্তি।

চিন্তা নাহি সখা, ললিতা বিশাখা,
ঐ দেখ তরুতলে।
করিছে ভ্রমণ, যেন অন্বেষণ,
করে কিছু হারাইলে॥
জিজ্ঞাসি কারণ, শুনি বিবরণ,
কেন করে বিচরণ।
কেন অসময়, বনমাঝে রয়,
কিবা আছে প্রয়োজন॥
শুনহে ললিতা, আসি কহ কথা,
বনে কেন আগমন।
কৃষ্ণ প্রাণাধিকা, শ্রীমতী রাধিকা,
কোথা আছে এইক্ষণ॥
বারেক তাঁহারে, দেখাতে সখারে,
পারিবে কি এ সময়।
সখা তাঁর তরে, উৎকণ্ঠা অন্তরে,
সদা আনমনে রয়॥
সুবলের কথা, শুনিয়া ললিতা,
আসি কহিলেন ধীরে।

অদৃষ্টের ফল, কেনরে সুবল;
আর জিজ্ঞাসহ মোরে।
রজনী প্রভাতে, মথুরার পথে,
রাধা ল'য়ে সংগোপনে।
করিল গমন, তার গুরুজন,
তাই ব্যাকুলিত প্রাণে॥
শান্তি নাহি পাই, কাননে বেড়াই,
শ্রীরাধার অদর্শনে।
মোরা কি করিব, কোথায় যাইব,
ভাবিয়া না পাই মনে॥
ললিতার বাণী, শুনি নীলমণি,
জিজ্ঞাসেন ধীরে ধীরে।
ত্যজি বৃন্দাবন, বল কি কারণ,
রাধা ল'য়ে গেল পুরে॥
কহেন ললিতা, শুনি এই কথা,
রাধারূপ লোকাতীত।
নারীকুলনাশি, মুরলী বিলাসী,
তুমি ব্রজে বিরাজিত॥
এই আশঙ্কায়, না রাখি হেথায়
রাধা ল'য়ে যায় দূরে।
কি কহিব কথা, বিমুখ বিধাতা,
দোষ দিব আর কারে॥

শুনিয়া কাতর, ব্যথিত অন্তর,
কহিলেন শ্যামরায়।
বল প্রিয় সখি, রাধা চন্দ্রমুখী,
হেরিব কি পুনরায়॥
জগন্ময়ী রাধা, বাঁশরিতে সাধা,
রাধা চিত্তবিহারিণী।
রাধা নাম সুখে, জপি সদা মুখে,
ধরি মুরলীর ধ্বনি॥
তরু লতাচয়, হেরি রাধাময়,
জলে রাধা কমলিনী।
চন্দ্র নভ'পরে, রাধারূপ ধরে,
রাধারূপে সৌদামিনী॥
অন্তরে বাহিরে, রাধারূপ স্ফুরে,
রাধাময় ত্রিভুবন।
রাধারূপরাশি, হৃদয়ে প্রবেশি,
দহে তনু অনুক্ষণ॥
তাঁহার বিহনে, কি ফল জীবনে,
বৃথা মুরলীর স্বন।
শ্রীবৃন্দা বিপিনে, ভ্রমি অকারণে,
বৃথা গোঠে গোচারণ॥
বিষের তরঙ্গ, কালিয় ভুজঙ্গ,
দংশিল মরম স্থানে।

জ্বালা সহি তায়, সহস্র ফণায়,
নাচিয়া সহর্ষ মনে ॥
করিয়া দমন, বিষ নিবারণ,
করিলাম সবাকার।
এ-ত তাহা নয়, জ্বলিছে হৃদয়,
না দেখি নিস্তার তার ॥
শুন প্রিয় সখি, রাধা ভ্রূ-ভুজঙ্গী,
বিষ ধরে অদ্ভুত।
দুরন্ত প্রতাপে, দূরে হ'তে ক্ষেপে',
বিষে করে জর্জ্জরিত ॥
সে বিষ দমন, করে হেন জন,
নাহি আর ত্রিভুবনে।
যার হলাহল, সে-ই সে কেবল,
মণিমন্ত্রৌষধি জানে ॥
কহরে সুবল, শ্রীমধুমঙ্গল,
রাধা মোর চিত্ত হরি।
লুকাইল কোথা, গিয়া আমি তথা,
আনিব তাহারে ধরি ॥
কহি শ্যামরায়, পড়িয়া ধূলায়,
অশ্রুজলে যায় ভাসি।
খসে ফুলচূড়া, খসে পীত ধড়া,
খসিল মোহন বাঁশি ॥

শ্রীমুখ মলিন, দেহ স্পন্দহীন,
স্বেদবিন্দু ঝরে গায়।
মূর্চ্ছাগত প্রায়, সম্বিত হারায়,
নাসামাত্র শ্বাস বয়॥
হেরিয়া সুবল, শ্রীমধুমঙ্গল,
ত্বরায় করিয়া কোলে।
করিয়া যতন, করায় চেতন,
নাম দিয়া শ্রুতি মূলে॥
আশ্বাস বচনে, সখা দুই জনে,
কৃষ্ণে করে নিবেদন।
কহি দেবীপাশ, পূরাইব আশ,
স্থির কর সখা মন॥
কহেন বিশাখা, শুন প্রিয় সখা,
রাধার মূরতি খানি।
রেখেছি যতনে, অতি সংগোপনে,
চল দেখাইব আমি॥
শুনিয়া হরিষে, অবশ আবেশে,
চলিলেন শ্যাম ধীরে।
নয়নের নীরে, পথ নাহি হেরে,
চলিতে টলিয়া পড়ে॥

বিশাখার উক্তি।

চেয়ে দেখ সখা, ওই যায় দেখা,
লতাকুঞ্জ অভ্যন্তরে।
হেরি হয় স্ফূর্ত্তি, যেন রাধা মূর্ত্তি,
সাক্ষাৎ বিরাজ করে॥
শুনি চমকিয়া, রূপ নিরখিয়া,
পুলক-পূর্ণিত কায়।
স্বেদজল ঝরে, কম্প থরথরে,
চলে বিস্মিতের প্রায়॥
সখীর বিলম্বে, ভিত্তি অবলম্বে,
চিন্তান্বিতা শ্রীরাধিকা।
সখীপথোদ্দেশে, দৃষ্টি নির্নিমিষে,
রহে যেন পুত্তলিকা॥
পরে অকস্মাৎ, সঙ্গে প্রাণনাথ,
আসে দুই সহচরী।
হেরে পুলকিত, রহেন স্তম্ভিত,
অচল মুরতি ধরি।
হইল উল্লাস, তিমির বিনাশ,
উদিল শ্যামল শশী।

কুঞ্জ গৃহময়, আলোকিত হয়,
বিগত বিরহ মসী ॥
কনকপ্রতিমা, ভাব মধুরিমা,
হেরিয়া কিশোররাজ।
আনন্দে মগন, ভুলিয়া আপন,
প্রবেশি কুঞ্জের মাঝ ॥
যায় ধরিবারে, সখী তারে ধরে,
কহে একি ব্যবহার।
দেখিতে আসিয়া, বল প্রকাশিয়া,
চাও তারে হরিবার ॥

উক্তি-প্রত্যুক্তি

না লইব সখি, একবার দেখি,
তব শিল্প নিপুণতা।
স্পর্শে অধিকার, আছে কি তোমার,
জানা আছে সুজনতা।
মোরে চিরদিন, করিয়া অধীন,
দাও স্পর্শে অধিকার।
ছিছি এই কথা, অতীব অযথা,
না কহিও পুনর্ব্বার ॥

তুমি চোররাজ, তোমাতে কি কাজ,
অপরাধী করি মোরে।
রাজার কুমারী, রাধিকা সুন্দরী,
দণ্ড দিবেন আসি পরে॥
যাহা ইচ্ছা কর, লইবারে পার,
নিষেধ তাহে না করি।
জাতি কুল নাশি, দাও চূড়া বাঁশি,
সুখে রবে কুলনারী॥
চূড়া বাঁশি প্রাণ, তাহা দিতে দান,
কদাচ না পারি আমি।
তবে ফিরে যাও, কেন কষ্ট পাও,
এখানে দাঁড়ায়ে তুমি॥
নাও নাও যাহা চাও, সাধের মুরলী নাও,
রাধা মন্ত্র যার উপাসনা।
নব গুঞ্জামালে জড়া, নাও হে মোহন চূড়া,
দাও মোরে রাধার প্রতিমা॥
মণি মুক্তা আভরণ, লহ যাহা লয় মন,
এ সকলে নাহি প্রয়োজন।
লইয়া পূরাও সাধ, লইতে না দিও বাধা,
রাধার মূরতি অনুপম॥

ললিতার উক্তি।

শুন শ্যাম রায়, বলি হে তোমায়,
আমাদের প্রাণাধিকা।
অনুপ মুরতি, রাধা প্রতিকৃতি,
হয় পূজ্য আরাধিকা॥
গোকুলে রূপসী, বল্লভ প্রেয়সী,
আছে তব পূজ্যতমা।
কোন্ অবসরে, এই শ্রীমূর্ত্তিরে,
করিবে হে উপাসনা॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

শ্রীললিতা নাম, ধরি হ'য়ে বাম,
এ কাঠিন্য ব্যবহার।
কর মোর প্রতি, এ নহে যুকতি,
তুমি সখী শ্রীরাধার॥
করি অনুনয়, হইয়া সদয়,
আজ্ঞাবাণী দাও মোরে।
ত্রিভুবনোত্তমা, কনক প্রতিমা,
রাধামূর্ত্তি স্পর্শিবারে॥

শুন হে ললিতে, শ্রীরাধিকা হ'তে,
প্রিয়া মোর কেহ নাই।
জগত দুর্ল্লভা, বৃষভানুসুতা,
ললনার মণি রাই॥
শুন মোর কথা, না কর অন্যথা,
'রাধা' নাম সম্মিলনে।
পরম আদরে, ডাকিও আমারে,
বিকাইব রাধা নামে॥
কহি 'রাধা' নাম, পরে দিও 'শ্যাম',
রাধানাথ রাধাকান্ত।
শ্রীরাধাবল্লভ, শ্রীরাধামাধব,
অগ্রে রাধা, কৃষ্ণ অন্ত॥

ললিতা শুনিয়া, কৃষ্ণে সম্বোধিয়া,
কহিলেন হাসি হাসি।
শ্রীরাধাবিনোদ, রাধা-মূর্ত্তি-পদ,
ত্বরায় ধর হে আসি॥
পূর্ব্বে প্রত্যাখ্যান, করি অপমান,
দোষী আছ রাধা-পায়।
আজি সবে মেলি, প্রতিশোধ তুলি,
ধরাইব রাধা পায়॥

শুনি পুলকিত, চলেন ত্বরিত,
ধরিবারে শ্রীচরণ।
ললিতা ধরিয়া, কহেন হাসিয়া,
বুঝিলাম তব মন॥
তব চিত্র দেখি, রাধা গৃহ ত্যাগি,
বনবাস করে সার।
রাধা মূর্ত্তি হেরি, তুমি সর্ব্ব ছাড়ি,
শরণ লইলে তার॥
শুন হে বিশাখি, শ্যাম-চিত্র লিখি,
রাধা কৈলে উদাসিনী।
রাধার প্রতিমা, রূপ অনুপমা,
দিয়া শ্যামে রাখ কিনি॥
শুনিয়া আনন্দে, শ্যাম অরবিন্দে,
দিল কমলিনী পাশে।
প্রেম সিন্ধুনীরে, পুলক লহরে,
সুখে দুটি ফুল ভাসে॥
সখীর নয়ন, ষট্‌পদ গণ,
দোঁহা রূপামৃত পিয়া।
প্রিয় সম্মিলনে, রস আলম্বনে,
গায় বন মাতাইয়া॥
হাস্য পরিহাসে, নৃত্য গীত রসে,
সবে হ'য়ে নিমগন।

ভুলিল আপন, গৃহ পরিজন,
ভুলে কাল নিরূপণ॥
এ সুখে ব্যাঘাত, ঘটিল হঠাৎ,
বিধি হৈল প্রতিকূল।
ভয়ঙ্কর স্বরে, জটিলা হাঁকারে,
ভয়ে ধায় পশুকুল॥
হইল নীরব, গীত বাদ্যোৎসব,
চমকিল সর্ব্বজন।
হৃদয় ব্যথিত, ভয়োদ্বিগ্ন চিত্ত,
হারাইল বুদ্ধি মন॥
কর্কশ চীৎকার, ভেদিয়া এবার,
শুনা যায় স্পষ্ট কথা।
কোথা রে ললিতা, আয় দেখি এথা,
বধূ মোর আছে কোথা॥
প্রহরেক বেলে, এসেছিস্ চ'লে,
তারে ল'য়ে পূজাকাজে।
রবি অস্ত যায়, পূজা নাহি হয়,
রহিবি কি বনমাঝে॥

কিশোর কিশোরী, দোঁহে দোঁহা হেরি,
অশ্রু করি বিসর্জ্জন।
বিরহের ভয়ে, আকুল হৃদয়ে,
অবসন্ন দুই জন॥
হইয়া শঙ্কিতা, ত্বরিতে ললিতা,
ধরি শ্রীরাধার করে।
গৃহ অভিমুখে, চলিলেন দুঃখে,
কারো নাহি বাক্য স্ফুরে॥
জলাকুলেক্ষণ, শ্রীরাধা আনন,
স্মরিয়া কিশোররাজ।
ব্যথিত অন্তরে, খিন্ন কলেবরে,
চলিলেন গোষ্ঠমাঝ॥
রাধা সংগোপনে, নিজ নিকেতনে,
ললিতা বিশাখা সনে।
কহেন কাতরে, মৃদু মধু স্বরে,
ধারা বহে দুনয়নে॥
শ্যামেরে নিরখি, না পূরিল সখি,
দুরন্ত নয়ন আশ।
নাসা কর্ণ মন, ধরে অনুক্ষণ,
স্ববিষয়ে অভিলাষ॥
আর কি ললিতে, পাইব দেখিতে,
ঘন দ্যুতি অনুপাম।

ত্রিভঙ্গ মূরতি, হাস্যযুক্ত দিঠি,
মন নেত্র অভিরাম ॥
শোভে সচঞ্চল, ময়ূরের দল,
বাঁকা চূড়া বামে হেলা।
উজ্জ্বল কুণ্ডলে, কর্ণে গণ্ডস্থলে,
কিরণ করিছে খেলা ॥
বাহু সুললিত, চাঁদ বিলসিত,
অঙ্গুলে মুরলী ধরি।
ত্রিভুবন মন, করিছে মোহন,
কলস্বরে সুধা পূরি ॥
জানু বিলম্বিত, মালা পরিহিত,
কটিদেশে পীতাম্বর।
যেন নবরাগে, দামিনী সোহাগে,
আলিঙ্গিল জলধর ॥
সহচর সঙ্গে, গোঠে যায় রঙ্গে,
গোপালকগণ ধায়।
আনন্দের রোল, সমুদ্র কল্লোল,
যেন অনুমান হয়
সাগর তরঙ্গ প্রায়, ধেনু-বৎসগণ ধায়,
মাঝে যায় শ্রীনন্দনন্দন।
যেনরে জলধি'পরি, নাচি যায় নীলগিরি,
বংশিরব সমুদ্র গর্জ্জন ॥

আজি সুপ্রভাত নিশি, কি হেরিনু রূপরাশি,
ধেনু বৎস সঙ্গে সখাগণ।
গোকুলের পূর্ণশশী, হৃদয়ের তম নাশি,
যায় সুখে করিয়া নর্ত্তন॥
বল এ জীবনে, মদন মোহনে,
হেরিব কি পুনর্ব্বার।
তাপিত জীবন. করিতে অর্পণ
চরণ কমলে তার॥

ললিতার উক্তি।

ওহে বিনোদিনি, শুন মোর বাণী,
বেলা হৈল অবসান।
ফিরি গোঠে হ'তে, আসিবে এ পথে,
এই হয় অনুমান॥
স্থির কর মন, চিন্তা কি কারণ,
প্রিয় সখি চন্দ্রাননি।
শ্রীনন্দনন্দন, সে নীলরতন,
তোমারে দিব হে আনি॥
অমৃত বর্ষিণী, সহচরী বাণী,
শুনি আশা ধরি মনে।

উৎকণ্ঠিত মনে, পথ নিরীক্ষণে,
রহে কৃষ্ণ আলাপনে ॥
রবি অস্তমিত, হেরি প্রফুল্লিত,
কহিলেন ললিতারে।
মুদিল কমল, ভ্রমর চঞ্চল,
দেখ ধূলিকণা উড়ে ॥

[পদ]

হেরত ভানু, আবৃত তনু,
আওয়ত ব্রজে নন্দলাল।
বাওত বেণু, ধাওত ধেনু,
গাওত গুণ ব্রজগোপাল ॥
জলদ অঙ্গ, গতি সুরঙ্গ,
দোলত বন-ফুলের মাল।
অলকাবৃত, মুখে শোভিত,
বঙ্কিম আঁখি ঈষৎ লাল ॥
ধূলি ধূসর, বিম্ব অধর,
সঞ্চরে তাহাঁ ভ্রমরজাল।
শ্রবণোজ্জ্বল, মণি কুণ্ডল,
গণ্ডেতে ভ্রমে কিরণজাল ॥
নীলিম ভুজে, ভূষণ সাজে,
বারিদে স্থির বিজরীমাল।

বক্ষের'পরে, মোতিমহারে,
শোভিত ঘনে বলাকাজাল ॥
জয়ী ভাস্কর, কটি অম্বর,
কিঙ্কিণী তাহে বাজে রসাল।
পঙ্কজ পদে, সঞ্চরে মদে,
গুঞ্জরি লোভে মধুপজাল ॥
জন মোহন, মুরলী ক্বণ,
ইঙ্গিতে আঁখি ধরিছে তাল।
মদ ঘূর্ণিত, দিঠি ঈক্ষিত,
ভাঙ্গিল কুল কামিনীজাল ॥

ওই এল ব্রজে মদনমোহন।
রেণু উড়ে বায়, বেণু শুনা যায়,
গাইছে মন্দ রাখালগণ ॥
চলে ধেনুপাল, ধরি বেণু তাল,
ক্ষীরধারে ব্রজ করিয়ে সেচন।
ও শ্রীঅঙ্গ শ্যাম, সুত্রিভঙ্গ ঠাম,
কি রঙ্গে গতি ভঙ্গি নটন ॥
চঞ্চল আঁখি, সন্ধান একি,
বঙ্কিম করি' চায়।
ব্রত ভঞ্জন, গুরু গঞ্জন,
ফুল বন্ধন খসে তায় ॥

বিধু লাঞ্ছিত, সুধা সঞ্চিত,
বিম্ব অধরেতে রয়।
কঞ্চির কাঠে, সঞ্চারে মাঠে,
বঞ্চিত গোপী চয় ॥
রঙ্গণ মালা, রঞ্জিয়ে গলা,
লম্বিত জানু দেশে।
অম্বর শোভা, বিদ্যুতপ্রভা,
অম্বুদে স্থির ভাসে ॥
খণ্ডিত চাঁদ, সঙ্গত পদ,
পঙ্কজ মধু আশে।
পদ্মিনী কোলে, চন্দ্রমা খেলে,
অদভুত পরকাশে ॥
অলি বঞ্চিত, চাঁদ চুম্বিত,
হেরি পঙ্কজ রাজে।
ধৃতি ধারণে, কুল বারণে,
কেন রহি গৃহ মাঝে ॥
সঙ্গিনীগণ, বৃন্দাবিপিন,
বিহারিণ নট রাজে।
অঞ্জলি ভরি, দেওত ডারি,
কুল শীল লোক লাজে ॥

বিশাখার প্রতি ললিতার উক্তি।

নবীন নীরদে করি পরিহাস
দেখ শ্যামঘন রূপের বিলাস
ধরে মৃদু হাস, উড়ে পীতবাস,
দোলে শিখিপাখা মন্দমন্দ বায়।

মুরলী বদনে বঙ্কিম নয়নে
চায় ঘন ঘন লতা কুঞ্জবনে
আজানু শোভিত, ভ্রমরী গুঞ্জিত,
বন ফুল মালা দুলি দুলি যায়॥

চলে ধীরে ধীরে যমুনার তীরে
না জানিয়ে কারে অন্বেষণ করে
আবেশে অবশ, পুলকেরি ভরে,
মধুর মধুর বাঁশরীটি গায়।

দেখ সখি ঘন করে বিচরণ
দামিনীর মন করি আকর্ষণ
ত্যজে মন্দগতি, সচঞ্চল মতি,
পুলিন কানন অভিমুখে ধায়॥

কালো মেঘ ফিরে শ্রীধীরসমীরে
অধীর নূপুর গর্জ্জে মন্দস্বরে
অন্তরে উল্লাস, বুঝি মন আশ,
নীলাম্বরে ঢাকা দামিনীরে চায়।

মেঘ আড়ম্বরে আতঙ্কে শিহরে
দেখ আঁখি ভ'রে বনকুঞ্জ আড়ে
সুস্থির চপলা, মেঘে করি আলা,
পুলকে জলদে মিশাইল কায়॥

পূর্ব্বরাগ সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীরাসলীলা।

জিনিয়া সকল ধাম, হাতে ল'য়ে ফুলবাণ,
দর্পিত হইয়া মনে কাম।
শুনিয়া কৃষ্ণের লীলা, জিনিবারে প্রবেশিলা,
বৃন্দাবন নিত্যলীলাধাম॥
সন্ধান পূরিয়া বাণ, দেব-অগোচর স্থান,
হেরিয়া হইল চমৎকার।
ষড় ঋতু হ'য়ে দাস, নিরন্তর করে বাস,
লক্ষ্মাগণও আশা করে যার॥
প্রকাশে শরত কাল, ফুটিয়াছে মল্লিজাল,
নিরমল গগনে উদয়।
অখণ্ড চন্দ্রমা ছবি, রঞ্জিত করিয়া ভুবি,
দিগঙ্গনে করি আলোময়॥
নমিত তরুর শাখে, শোভিতেছে লাখে লাখে,
সুমিষ্ট সুন্দর মধু ফল।
বৃক্ষ মধুধারা বয়, ফলরস সুধাময়,
বায়ু ধীরে বহে' পরিমল॥
আশ্রয় করিয়া শাখী, তাহে আছে বসি পাখী,
গায় সদা মনের আনন্দে।

যমুনা-অনিলে যথা, দুলিছে কুসুমলতা,
মধুলোভে ধায় অলিবৃন্দে ॥
নির্ম্মল যমুনা জলে, বৃক্ষ প্রতিবিম্ব ফলে,
মৃদুল হিল্লোল বহে তায়।
নাচি ছায়া তার সনে, দুলিছে আনন্দ মনে,
সরোবর উপবন প্রায় ॥
কোটিরূপে চাঁদ জলে, নামি সুখে কুতূহলে,
কমল কলিকা কোলে ল'য়ে;
ঢাকি আধ অঙ্গ জলে, লুকায় পাতার তলে,
লাজেতে কুমুদীমুখ চেয়ে ॥
কভু বা লহরে ভাসি, নাচি যায় হাঁসি হাঁসি,
আসি কুমুদিনীরে সন্তোষে।
দেখে অপরূপ খেলা, কমলে চাঁদের মেলা,
যমুনার হৃদয়ে প্রকাশে ॥
দেখিল পুলিন মাঝে, ময়ূর ময়ূরী নাচে,
হেরি নব নীরদের ঘটা।
বংশীবট তরুতলে, অপূর্ব্ব মূরতি খেলে,
ত্রিভুবনময় তারি ছটা ॥
অপরূপ শ্যাম ধাম, কোটি কাম জয়ী ঠাম,
দাঁড়ায়ে ঈষৎ হেলি বামে।
জিনি কোটি ফুলবাণ, বাঁকা আঁখি সন্ধান,
ভ্রূভঙ্গে বাঁধিছে কামে প্রেমে ॥

পদ্মচন্দ্রে শোভে অঙ্গ, মধু লোভে ধায় ভৃঙ্গ,
কটিতটে বিজরীর মালা।
চরণ রাজীব রাজে, ভক্ত অলি হংস সাজে,
পদনখে শোভে চন্দ্রকলা॥
শ্রীকরে মুরলী ল'য়ে, অঙ্গুলি রন্ধ্রেতে দিয়ে,
ধীরে ধীরে বাজান বাঁশরী।
গলিছে পাষাণ তায়, যমুনা উজানে ধায়,
কমলে তরঙ্গোপরি ধরি॥
লক্ষ কোটি কামধেনু, মোহিত শুনিয়া বেণু,
অনিমিষে বহে অশ্রুধার।
পান করি বেণুসুধা, দূরে গেল তৃষা ক্ষুধা,
বৎস ক্ষীর নাহি পিয়ে আর॥
শুনিয়া বেণুর গান, হরিণী আকুল প্রাণ,
মৃগ পাশে হইল বিকল।
সুস্থির চঞ্চল নেত্র, কম্পে পুলকিত গাত্র,
মুখে করি তৃণের কবল॥
ব্রজবাসী বন্ধুগণ, বেণুরবে মুগ্ধ মন,
প্রেম-ভরে অচল হইল।
পতিপাশে কুলবালা, ঘটিল বিরহ জ্বালা,
গুণময় শরীর ত্যজিল॥
স্থাবর জঙ্গম সবে, বেণুরবে প্রেমভাবে,
বিপরীত গতি প্রাপ্ত হয়।

চেতনের হরে প্রাণ, অচেতনে দেয় প্রাণ,
কৃষ্ণ-বাঁশি বিষামৃতময় ॥
দেখিয়া প্রেমের খেলা, প্রেমে কাম মুগ্ধ হৈলা,
আপনার মানি পরাজয়।
আপন মোহনে হেরি, নেত্রে ঝরে অশ্রুবারি,
ব্রজে কাম হৈল প্রেমময় ॥

শারদীয়া রাতি, অরুণিমা দ্যুতি,
ধরি শশী পূর্ণ কলা।
অরুণ কিরণে, দিক্-মুখাঙ্গনে,
সুখে করি উজিয়ালা ॥
বিমল আকাশে, মৃদু মৃদু ভাসে,
খসিছে মুকুতারাশি।
জন বিমোহন, মলয় পবন,
সহচর হৈল আসি ॥
দোলে তরু পাতা, লবঙ্গের লতা,
তুলিছে মল্লিকা জাল।
হাসিল ধরণী, হাসে তরঙ্গিণী,
পরিয়া কুমুদা মাল ॥
জিনিয়া তূলিকা, কোমল বালুকা,
হাসিয়া পুলিন মাঝে।

পাতিল আসন, নবীন মদন,
নটন বিলাস কাজে ॥
শুক পিকগণ, চাঁদের কিরণ,
হেরিয়া স্বভাব ভুলে।
কৃষ্ণ-গুণ-গণ, করিছে বর্ণন,
বসিয়া নবীন ডালে ॥
নৃত্য যোগ্য স্থান, হেরি নিরমাণ,
সুখে বনদেবী হাসে।
অতি সমাদরে, ধরি প্রকৃতিরে,
আলিঙ্গন দানে তোষে ॥
নিশানাথ ছবি, সুরঞ্জিত ভুবি,
কোমল কৌমুদীময়।
ফল ফুল যুতা, শোভে তরুলতা,
মন্দ পরিমল বয় ॥
জন-মনোলোভা. হেরি বনশোভা,
কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান।
স্বয়ং আত্মারাম, নাহি কোন কাম,
অঙ্গীকৃত দিতে দান ॥
নব বৃন্দাবনে. যমুনা পুলিনে,
যোগমায়া সমাশ্রয়ে।
বাজান কৌতুকে, মনের উৎসুকে,
মোহন মুরলী ল'য়ে ॥

সে স্বর লহরী, কলরবে ধরি,
মধুর ললিত তানে।
ধীরে ধীরে আসি, বর্ষে সুধারাশি,
ব্রজ রমণীর কাণে॥
সে সুধাতরঙ্গ, করি বেগ রঙ্গ,
সীমন্তিনী হৃদি-সরে।
ভাঙ্গি দুটী কূল, ভাসাইয়ে কুল,
চিত কুমুদিনী হরে॥
ধ্বনি ধারা নদী, হরিয়া কুমুদী,
শ্যামচন্দ্রে অরপিল।
অঙ্গনার কুল, হইয়া আকুল,
অন্বেষণে ঝাঁপ দিল॥
ভুলিল আপন, দেহ পরিজন,
ভুলিল সংসার আশ॥
হ'লো ভাবাবেশ, ভুলে রাগ দ্বেষ,
আলুলিত কেশপাশ॥
বসন ভূষণ, কজ্জল ধারণ,
বিপর্য্যয় ধরে সাজ।
চিত বিনিময়ে, উদিত হৃদয়ে,
শ্যামল চন্দ্রমা রাজ॥
নীলিমা প্রভায়, ভাব দীপ্তিময়,
ধরিয়া সুন্দরী গণে।

লজ্জা ধর্ম্ম ধন, দিল বিসর্জ্জন,
কারো না নিষেধ মানে ॥
চলিল তথায়, আপনা ভাসায়,
নবীন স্রোতের জলে।
যথা বংশীধারী, বাজায় বাঁশরী,
বংশীবট তরু মূলে ॥
কৃষ্ণ-বংশীগীত, হরি গোপী-চিত,
আকর্ষিয়া আনে বনে।
কোন কুলবালা, গৃহেতে রহিলা,
পিতা মাতা অবধানে ॥
কৃষ্ণে চিত্ত ধরি, রহে সেই নারী,
নিমীলিত নেত্রদ্বয়।
দুঃসহ বিরহে, তীব্র তাপ দাহে,
অমঙ্গলে করি ক্ষয় ॥
ধরি কান্ত ভাব, কৃষ্ণে করি লাভ,
বন্ধনে বিমুক্ত হয়।
ধ্যানে স্পর্শমাত্র, হইয়া পবিত্র,
ত্যজে দেহ গুণময় ॥
শুনি গোপীগতি, চমৎকৃত অতি,
পরীক্ষিৎ নরবর।
মহামুনি শুকে, জিজ্ঞাসেন সুখে,
এ আশ্চর্য্য মুনিবর! ॥

শুধু কান্ত ভাবে, গোপী কৃষ্ণে ভাবে,
ব্রহ্মভাব নাহি জানে।
গুণে বুদ্ধি যাঁর, গুণক্ষয় তাঁর,
হয় কি কারণে মুনে! ॥
ওহে মহারাজ, অসুর সমাজ,
দ্বেষ করি মুক্তি পায়।
কান্তভাবারোপি, ভজি তাঁরে গোপী,
কেনইবা সিদ্ধা নয়? ॥
তিনি গুণাতীত, প্রমাণ রহিত,
সনাতন গুণাধার।
জীবের মঙ্গল, হেতু সে কেবল,
হয় তাঁর অবতার ॥
কাম ক্রোধ ভয়ে, কিংবা মৈত্রী স্নেহে,
হয় কৃষ্ণাসক্ত মতি।
যে কোন কারণে, কৃষ্ণরূপ ধ্যানে,
লভে তন্ময়ত্ব মুক্তি ॥
যোগেশ্বরেশ্বর, তাঁহার দুষ্কর,
অসম্ভব কিছু নয়।
জীবের কি কথা, স্থাবরাদি যথা,
তাঁহা হ'তে মুক্ত হয় ॥

ললনা সকল, কনক কমল,
ঘেরিল শ্যামল শশী।
করিয়া চাতুরী, বিমোহিত করি,
কহিলেন শ্যাম হাসি॥
এস ভাগ্যবতি, কুশল সম্প্রতি,
ব্রজের মঙ্গল বল।
গতি সচঞ্চল, বসন অঞ্চল,
কেন লোটে ভূমিতল ?॥
উপস্থিত আজ, কিবা প্রিয় কাজ,
করিব সকলে বল।
এ ঘোর গহনে, বল কি কারণে,
একা এলে বনস্থল ?॥
ঘোরা নিশীথিনী, ভয়ঙ্কর প্রাণী,
করিতেছে বিচরণ।
সবে কুলনারী, কিবা আশা ধরি,
এলে কহ বিবরণ ?॥
কুটিল নয়ন, ভ্রূভঙ্গি চালন,
দেখিয়া রমণীগণে।
কহিলেন হাসি, যাওহে রূপসি,
থাকা যোগ্য নহে বনে॥
মাতাপিতাগণ, সচিন্তিত মন,
তোমা সবে না দেখিয়া।

বিলম্ব না করি, যাও ত্বরা করি,
চিন্তা দূর কর গিয়া ॥
কমনীয় বন, ফুল্ল ফুলগণ,
মধুর অনিলে দোলে।
যমুনা তরঙ্গে, হিল্লোলের রঙ্গে,
চন্দ্র প্রতিবিম্ব খেলে ॥
তাই হেরিবারে, কালিন্দীর তীরে,
বুঝি আসিয়াছ সবে।
অভিলাষ যাহা, পূর্ণ হৈল তাহা,
কেন রহিয়াছ তবে ॥
যাও গৃহপ্রতি, হ'য়ে স্থির মতি,
পতি সেবা কর গিয়া।
শিশুগণ প্রতি, হ'য়ে স্নেহবতী,
তুষ্ট কর দুগ্ধ দিয়া ॥
ক্রোধ পরকাশ, অরুণিম ভাস,
শ্রীমুখ মণ্ডলোপরি।
বিশিখ সমান, সুতীক্ষ্ণ সন্ধান,
দিঠি যুগে ঘন হেরি ॥
কহিলেন হাসি, অথবা রূপসি,
মম প্রতি স্নেহ ভরে।
অতিশয় প্রীতে, বশীকৃত চিতে,
আসিয়াছ দেখিবারে ॥

ইহা যোগ্য অতি, মোরে করে প্রীতি,
যাবদীয় প্রাণিগণে।
কিন্তু ওহে সতি, অকপট মতি,
হ'য়ে সেব বন্ধুগণে॥
বৃদ্ধ জরাগ্রস্ত, কিংবা রোগগ্রস্ত,
অথবা নির্ধন হয়।
পাপহীন পতি, ত্যজিতে যুকতি,
কদাপিও নাহি হয়॥
ধর্ম্ম বিগর্হিত, কুলটা চরিত,
অস্বর্গ্য অযশময়।
করে যে পাতক, ভুঞ্জে সে নরক,
ইহ-পরে দুঃখোদয়॥
শ্রবণ দর্শন, স্মরণ মনন,
কীর্ত্তনে আমার নাম।
যথা ভাবোদয়, তথা নাহি হয়,
রহিলে আমার ধাম॥
যাও সবে সতি, নিজ গৃহ প্রতি,
গৃহকর্ম্মে দাও মন।
ভয়োদ্বিগ্ন মনে, আছে বন্ধুগণে,
দাও গিয়া দরশন॥
কৃষ্ণের বচন, করিয়া শ্রবণ,
বাজিল মরম স্থানে।

বিষাদিত মন, চিন্তায় মগন,
ভগ্নাশায় গোপীগণে॥
গুরুতর দুঃখে, অবনত মুখে,
রহে তূষ্ণীভাব ধরি।
কজ্জল মিশ্রিত, কুঙ্কুম গলিত,
বহে অশ্রুধারা বারি॥
অতি সে হুতাশে, সুদীর্ঘ নিশ্বাসে,
শুখাইল বিম্বাধর।
পদাঙ্গুলি দ্বারে, লিখে ভূমি'পরে,
স্বেদযুক্ত কলেবর॥
যাঁর পদে গোপী, প্রাণ মন সোঁপি,
দিল আত্মা-বিসর্জ্জন।
যাঁহার কারণ, ত্যজিয়া ভবন,
প্রবেশে গহন বন॥
ত্যজিয়া কামনা, বিষয় বাসনা,
ধরে দাসী অভিলাষ।
প্রীতিশূন্য বাণী, তাঁর মুখে শুনি,
হ'য়ে গোপী হতাশ্বাস॥
হৃদয় কম্পিত, কজ্জল মিশ্রিত,
কুঙ্কুম গলিত করি।
ঝরে অশ্রুবারি, করে তা নিবারি,
গদগদ স্বর ধরি॥

কোপ অভিমানে, বিনীত বচনে,
কৃষ্ণে প্রিয়তম জ্ঞানে।
কহিলেন প্রিয়, এমত অপ্রিয়,
সুনৃশংস বাক্যবাণে ॥
তব পদাশ্রিত, মৃদু গোপীচিত,
ভেদ করা যোগ্য নয়।
যারা তব লাগি, হ'য়ে সর্ব্বত্যাগী,
চরণে শরণ লয় ॥
যথা ভগবান, দেন নিজ স্থান,
মুক্তিকামি জনগণে।
তথা গোপী অতি, দীনা ভক্তিমতী,
রক্ষা যোগ্য শ্রীচরণে ॥
স্বধর্ম্ম রক্ষণে, পতি পুত্রগণে,
দিলে যেবা উপদেশ।
কিন্তু গোপীমন, তোমাতে অর্পণ,
তুমি পতি পরমেশ ॥
তুমি ভগবান, সর্ব্বে অধিষ্ঠান,
তুমি জগতের স্বামী।
তুমি পতিপতি, পতির সে গতি,
পতির হৃদয় স্বামী ॥
তুমি পরমাত্মা, যে তোমারে আত্মা,
সুখে করে সমর্পণ।

তার ধর্ম্ম কর্ম্ম, কর সুসম্পন্ন,
হয় সর্ব্ব প্রিয়তম ॥
শাস্ত্রেতে কুশল, পণ্ডিত সকল,
নিত্য প্রিয় তোমা ধরি।
গোষ্পদের প্রায়, তরিয়া হেলায়,
যায় ভবসিন্ধু বারি ॥
পতি পুত্রগণ, জীবন মরণ,
সুখ দুঃখ দায়ী হয়।
তা সবা ভজনে, তোমা বিস্মরণে,
নাহি কভু সুখোদয় ॥
ওহে বর দাতা, অখিলের ত্রাতা,
প্রসন্নতা বর দানে।
রক্ষ' ব্রজনারী, চির আশা ধরি,
রহে জীবন্মৃত প্রাণে ॥
ছিল অবিরত, গৃহকার্য্যে রত,
মন আর করদ্বয়।
তাহা তোমাকৃত, হ'য়ে অপহৃত,
নিশ্চল হইয়া রয় ॥
আর পদদ্বয়, চলিতে না চায়,
তব পাদমূল ছাড়ি।
কি করি যাইব, গিয়া কি করিব,
বল তা বিচার করি ॥

হাস্য দৃগ্‌ভঙ্গি, তব গীত রঙ্গ,
হৃদয়াগ্নি জ্বলে তায়।
ওহে পদ্মনেত্র, সিঞ্চিয়া অমৃত,
রক্ষা কর গোপীচয়॥
নতুবা সকলে, বিরহ অনলে,
সমাধিস্থ যোগি প্রায়।
ভস্ম হ'য়ে শেষে, শ্যামামৃত রসে,
ধরিব নূতন কায়॥
লক্ষ্মীর উৎসব দাতা, ভুবন পাতক ত্রাতা,
সুজাত কমল পদদ্বয়।
যাহা বনবাসিজনে, করি কৃপা বিতরণে,
কভু হৃদে করালে উদয়॥
তদবধি পাদপদ্মে, ধরিয়া হৃদয় সদ্মে,
আনন্দিতা আছি রাত্রদিনে।
কর নাথ দৃষ্টিপাত, নাহি সংসারের সাধ,
তুচ্ছ মোর গৃহ পরিজনে।
যাঁহার প্রসাদ তরে, ব্রহ্মা আদি দেববরে,
তপস্যায় ধরেন প্রয়াস।
সে লক্ষ্মী হরিষে অতি, অসাপত্ন বক্ষে স্থিতি,
তবু পদরজে ধরি আশ॥
সপত্নী তুলসী সহ, সেবি সুখী অহরহ,
সেইমত আমরাও দাসী।

তোমার চরণাশ্রিত, কর নাথ সুবিহিত,
শ্রীপদ পঙ্কজ অভিলাষী ॥
সুধা বিনির্জ্জিত, তব বাক্যামৃত,
শ্রীচন্দ্র বদনে ক্ষরে।
তাহে দ্রব হয়, ব্রজাঙ্গনাচয়,
শ্রীপদে আশ্রয় ধরে ॥
ওহে বংশীধারি, তব রূপ হেরি,
উপাসনা আশা ধরি।
সুতাপিত প্রাণে, ব্রজনারী গণে,
আসে গৃহ পরিহরি ॥
ওহে দুঃখহারি, মিঠি-হাস-ধারি,
প্রসন্নতা বরদানে।
দাস্য দান করি, রক্ষ' ব্রজনারী,
কৃপাসুধা বরিষণে ॥
অলকা আবৃত, তিলক রচিত,
শ্রীমুখমণ্ডল হেরি।
শ্রবণযুগলে, মকর কুণ্ডলে,
গণ্ডস্থল দীপ্তি-কারী ॥
সহাস্য নয়ন, মুরলী বদন,
ভয়হারী ভুজদ্বয়।
লক্ষ্মীমন হরে, পীনবক্ষোপরে,
অমলিন মালা রয় ॥

মধুর ললিত তানে, বেণুগীতামৃত পানে,
কেবা না মোহিত ত্রিভুবনে।
আর্য্য-ধর্ম্মপথ ধরি, আছে বল কোন নারী,
বংশীরব যে শুনিল কাণে॥
ত্রিলোক-সৌন্দর্য্য সীমা, তব রূপ নিরুপমা,
হেরি কার না হয় বিস্ময়।
আমরা অবলা জাতি, পুরুষ, তির্য্যক্ জাতি,
কেবা মুগ্ধ পুলকিত নয় ?॥
ওহে কৃষ্ণ বংশীধারি, ব্রজ ভয় আর্ত্তিহারি,
মোরা দীনা ব্রজকুলনারী।
বিরহ অনলে পড়ি, রক্ষ' প্রভু কৃপা করি,
তাহে হই তোমার কিঙ্করী॥
আদিদেব বিষ্ণুকৃত, যথা হয় সুরক্ষিত,
ইন্দ্র আদি অমর নিচয়।
তথা তুমি বৃন্দাবনে, রক্ষা হেতু ব্রজজনে,
জনমিলে ইহা সুনিশ্চয়॥
তাই করি নিবেদন, আমরা তাপিত জন,
কৃপা করি করহে রক্ষণ।
চন্দ্র জিনি সুশীতল, সুজাত কর কমল,
তপ্তশিরে করিয়া অর্পণ॥

বিনয় কাতর বাণী, গোপাঙ্গনা-মুখে শুনি,
যোগেশ্বরেশ্বর আত্মারাম।
নির্ম্মল সুদৃঢ়া মতি, উজ্জ্বল মধুর প্রীতি,
হেরি কৃষ্ণ হ'য়ে কৃপাবান॥
নির্ম্মল কালিন্দী জল, কুমুদকহ্লারোৎপল,
তরঙ্গে দুলিছে ধীরে ধীরে।
পুষ্পরাজি সুশোভিত, পরিমলে আমোদিত,
শীতল বালুকাময় তীরে॥
মিলি ব্রজাঙ্গনা সনে, ভ্রমণ করেন বনে,
যূথপতি করীন্দ্রের প্রায়।
চির আশা পূর্ণ হেরি, সুখে ব্রজকুলনারী,
প্রেমভরে আপনা হারায়॥
উদার বিলাসশালা, ভাবময়ী গোপী মেলি,
কৃষ্ণচন্দ্র করেন বিরাজ।
যেমন তারকাপতি, তারাগণ সংহতি,
বিরাজে বিমল নভোমাঝ॥
প্রিয় নর্ম্ম আলাপন, হাস্য রস উদ্গীরণ,
কুন্দসম দশন বিকাশ।
ফুল্ল কুমুদিনীগণ, কৃষ্ণচন্দ্রে আলম্বন,
আনন্দ-কৌমুদী পরকাশ॥
মধুর সুস্বরতানে, সুললিত পদগানে,
ব্রজাঙ্গনা তাপ করি দূর।

বিহার করেন বনে, ব্রজের ললনা সনে,
বাজে বংশী মধুর মধুর ॥
বংশী বাজে সম্মোহন, হরে গোপাঙ্গনা-মন,
আকুল হইল ব্রজনারী।
পূর্ণ করি মনোরথ, বাড়ায়ে সৌভাগ্য মদ,
অন্তর্হিত হইলেন হরি ॥

অকস্মাৎ নাথে, না দেখি নিকটে,
সবে ব্যাকুলিত মনে।
করে অন্বেষণ, করেণু যেমন
যূথপতি অদর্শনে ॥
মনোহর গতি, ত্রিভঙ্গ মূরতি,
প্রেমহাস্য বিলোকন।
সুনর্ম্ম বচনে, প্রিয় সম্ভাষণে,
কৃষ্ণ হরে গোপীমন ॥
কৃষ্ণলীলা স্মরি, আপনা পাসরি,
সবে উন্মত্তের প্রায়।
ভ্রমি বনেবন, করে অন্বেষণ,
কৃষ্ণে কোথা নাহি পায় ॥
কৃষ্ণে চিত্তারোপি, ভাবাবেশে গোপী,
কৃষ্ণলীলা-চেষ্টা ল'য়ে।

'আমি কৃষ্ণ' বলি, করে কৃষ্ণ-কেলি,
সবে একত্রিত হ'য়ে ॥
কভু কৃষ্ণ ধ্যান, কভু গুণগান,
কভু উন্মাদিনী প্রায়।
যথা তরু লতা, জিজ্ঞাসেন তথা,
অন্তর্বহিঃ কৃষ্ণময় ॥
ওহে বনস্পতি, ন্যগ্রোধ সুমতি,
শুন প্লক্ষ এ বচন।
শ্রীনন্দ নন্দন, হরি ল'য়ে মন,
হইলেন অদর্শন ॥
ওহে কুরুবক, পুন্নাগ চম্পক,
নাগাশোক দুঃখহারি।
শ্রীরাম-অনুজ, শ্রীনন্দতনুজ,
শ্রীকৃষ্ণ মুরলীধারী ॥
নারী গর্ব্ব গিরি, হাস্যে খর্ব্ব করি,
মান-দর্প করি চূর।
এই পথ দিয়া, গেলেন চলিয়া,
বল পথ কত দূর ? ॥
এ পুরুষ জাতি, সুকঠিন মতি,
উত্তর না দিল মোরে।
চল যাই তথা, হরিপ্রিয়া যথা,
অবশ্য বলিতে পারে ॥

কল্যাণি তুলসি, গোবিন্দপ্রেয়সি,
শুন আমাদের বাণী।
অলিকুল সনে, থাক যাঁর সনে,
দেখিয়াছ কোথা তিনি ? ॥
সাপত্নতা দোষ, ঈর্ষা পরবশ,
তাই না উত্তর দিল।
অতি সুকোমল, মালতীর দল,
তথায় যাইব চল ॥
ওহে মালতিকে, মল্লিকে যূথিকে,
দেখিয়াছ নন্দসুতে।
তোমা সবাকারে, স্পর্শি প্রীতিভরে,
গিয়াছেন কোন্ পথে ? ॥
দেখ সখীগণ, কৃষ্ণদাসীগণ
মধ্যে আপনারে গণি।
সবে কৃষ্ণ ভয়ে, উত্তর না দেয়ে,
কিংবা সমদুঃখী মানি ॥
সর্ব্ব তৃপ্তিকারী, উচ্চ ফলধারী,
ইহারা বলিতে পারে।
চলহে ত্বরায়, যাইব তথায়,
নিশ্চয় বলিবে মোরে ॥
পনস প্রিয়াল, হে চূত রসাল,
বিল্ববৃক্ষ কোবিদার।

অশন আকন্দ, বকুল কদম্ব,
নীপ জম্বু তরুবর ॥
তোদের জীবন, পরার্থে ধারণ,
সবে হও তীর্থবাসী।
কহ সর্ব্বজন, শ্রীনন্দনন্দন,
দিয়া হাস্য সুধারাশি ॥
গেলেন কোথায়, দেখিলে কি তাঁয়,
আমাদের পরিহরি।
বংশিধারামৃত, করিয়া সিঞ্চিত,
গোপী জীবন্মৃত করি ॥
সর্ব্ব উপকার, করম ইহার,
তাই সে গাম্ভীর্য্য ভরে।
কৃষ্ণ গুপ্ত কথা, ব্যক্ত যথা তথা,
করিতে ইচ্ছা না ধরে ॥
বনে তৃণাঙ্কুর, দেখিয়া প্রচুর,
জিজ্ঞাসেন আর্ত্তিভরে।
বলহে ধরণি, সত্য মোরে বাণী,
অঙ্গ কেন হর্ষ ধরে ॥
কৃষ্ণের চরণ, পরম কারণ,
কিংবা ত্রিবিক্রম স্পর্শে ?।
অথবা বরাহে, পূর্ব্বে ধরি দেহে,
আছ ধরি সেই হর্ষে ॥

পুলক তরঙ্গ, ধরে তব অঙ্গ,
দেখি অনুমান হয়।
কৃষ্ণপদ রজ, পরশি মনোজ,
সম্প্রতি হৃদয়োদয়॥
মৃগপত্নীগণ, বলহে বচন,
মনোহারী শ্রীঅচ্যুত।
প্রিয়তমাসনে, আজি কি কাননে,
হ'য়েছেন সমাগত?॥
কুন্দফুলহার, ছিল গলে তাঁর,
প্রিয়ার কুঙ্কুম-লিপ্ত।
মলয় পবনে, বহে এ কাননে,
গন্ধে তার করে ক্ষিপ্ত॥
নিরন্তর হেরি, চলি যায় ফিরি,
কহিল সরলা বালা।
কৃষ্ণ ভাবাবেশ, হৃদয়ে প্রবেশ,
তাই কিছু না জানিলা॥
ফল ভারে নত, কৃষ্ণেরে প্রণত,
ভাবিয়া গোপিনীগণ।
আসি তরুপাশে, সাদরে জিজ্ঞাসে,
শুন ওহে তরুগণ!॥
প্রিয়া স্কন্ধে হাত, দিয়া গোপীনাথ,
তুলসী ভ্রমরী সনে।

সবা নমস্কার, করিয়া স্বীকার,
প্রেম-হাস্য বিলোকনে ॥
এই পথ দিয়া, গেলেন চলিয়া,
বল শুনি কোন্ বনে ?।
বঁধুয়া বিহনে, ভ্রমি বনে বনে,
মোরা হারায়েছি জ্ঞানে ॥
কেহ কহে সখি, এই লতা দেখি,
পুলক কদম্ব ধরে।
তরু আলিঙ্গনে, নাহি লয় মনে,
এ আনন্দ কৃষ্ণ-করে ॥
সবে নিরুত্তর, হেরিয়া কাতর,
কৃষ্ণময় গোপীগণে।
উন্মত্তের প্রায়, ভ্রমিয়া বেড়ায়,
কৃষ্ণলীলা গুণ গানে ॥
হ'য়ে তদাত্মিকা, যতেক গোপিকা,
তাঁর কৃত লীলা স্মরি।
আপনা পাশরি, কৃষ্ণাবেশ ধরি,
মগ্ন সেই লীলা ধরি ॥
কেহবা পূতনা, কৃষ্ণ কোন জনা,
তদনুকরণ কারী।
কেহ বা শকট, কেহ কৃষ্ণবৎ,
হইলেন লীলাকারী ॥

এইরূপ ক্রমে, লীলা অনুক্রমে,
মগ্ন ব্রজ কুলনারী।
কেহ বংশী ধরি, বাজায় বাঁশরি,
কহে আমি বংশীধারী॥
বেণুগান শুনি, সকল রমণী,
একত্রিত হয় আসি।
কৃষ্ণরূপা নারী, করিয়া চাতুরী,
লুকাইল বনে হাসি॥
খেলা হ'ল ভঙ্গ, বিরহ তরঙ্গ,
পুন উঠে গোপিকার।
কৃষ্ণ অন্বেষণে, ভ্রমে বনে বনে,
জিজ্ঞাসিয়া পুনর্ব্বার॥
কভু নদীজলে, কভু তরুমূলে,
কভু যায় বনমাঝে।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে, হেরে আচম্বিতে,
কৃষ্ণ পদচিহ্ন রাজে॥
দেখিয়া আনন্দে, ডাকি সখীবৃন্দে,
কহিলেন হর্ষভরে।
এত নয় অন্য, কৃষ্ণ পদচিহ্ন,
ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ ধরে॥
এই পথ ধরি, সবে ত্বরা করি,
চল কৃষ্ণ অন্বেষণে।

চলিতে সে পথে, দেখিল অগ্রেতে
কৃষ্ণপদ সন্নিধানে ॥
এক পদচিহ্ন, কৃষ্ণ পদ ভিন্ন,
পার্শ্বদেশে শোভা করে।
দেখি চমকিত, হ'য়ে আর্ত্তিযুত,
কহিলেন পরস্পরে ॥
একি একি সখি, সবে দেখ দেখি,
এ চিহ্ন কাহার হয়?।
মত্ত-করি-সঙ্গে, যেন মহারঙ্গে,
করেণু চলিয়া যায় ॥
কৃষ্ণ করদ্বয়, স্কন্ধে ন্যস্ত রয়,
এ বালা সৌভাগ্যবতী।
করিয়া সাধনা, হরি আরাধনা,
বর লভে কৃষ্ণপ্রীতি ॥
তা' নহিলে ছাড়ি, সর্ব্ব ব্রজনারী,
তারে ল'য়ে একাকিনী।
অতি প্রীতি ভরে, বিপিন বিহারে,
কেন আসিবেন তিনি? ॥
শুন ওহে সখীগণ, কৃষ্ণপদ রজঃকণ,
অতিশয় হয় পুণ্যতম।
যাহা ব্রহ্মা পঞ্চানন, লক্ষ্মী আদি দেবীগণ,
ল'য়ে করে মস্তক ভূষণ ॥

এস সর্ব্বজনা মেলি, ল'য়ে কৃষ্ণ পদধূলি,
সর্ব্বাঙ্গেতে করিব লেপন।
কভু কৃষ্ণ করি দয়া, যদি দেন পদ-ছায়া,
তবে হবে সার্থক জীবন॥
কোন কোন গোপীগণ, হইয়া দুঃখিত মন,
কহিলেন নারী-পদচিহ্ন।
ব্যথিত করিল মোরে, গোপিকার প্রাণ হ'রে,
একা করে কাননে ভ্রমণ॥
কহিলেন পুনর্ব্বার, দেখা নাহি যায় আর,
ভাগ্যবতী-নারী-পদচিহ্ন।
বুঝি তৃণাঙ্কুর দল, বিদ্ধ করে পদতল,
তাহে কৃষ্ণ হ'য়ে অতি খিন্ন॥
লইলেন স্কন্ধোপরে, দেখনা অধিক ভারে,
মগ্ন হয় কৃষ্ণপদতল।
দেখ সখি সর্ব্বজনা, এই স্থানে বরাঙ্গনা,
নামি সুখে তুলে পুষ্পদল॥
দেখ সখি এই স্থানে, প্রিয়া প্রিয় দুইজনে,
দাঁড়াইয়া পদ অগ্রভাগে।
ফুল তুলি নানারঙ্গে, সাজায় প্রিয়ার অঙ্গে,
অতিশয় কান্তা অনুরাগে॥
দেখ সখি আসি, এইখানে বসি,
চূড়া বাঁধে পরস্পরে।

ধন্য এই রামা, কৃষ্ণ-প্রেম সীমা,
একাকিনী ভোগ করে ॥
অখণ্ডিত আত্মারাম, স্বেচ্ছাধীন পূর্ণকাম,
ভক্তাধীন লোক জানাবারে।
বৃন্দাবনে অবতীর্ণ. ভক্ত মনোরথ পূর্ণ,
ভক্তপ্রেম সীমা দেখাবারে ॥
আনন্দরূপিণী রাধা, বিনা রাসোৎসবে বাধা,
জানি কৃষ্ণ সচঞ্চল মতি।
মানিনী রাধারে হেরি, গোপিনীমণ্ডল ছাড়ি,
অলক্ষিতে আসি শীঘ্রগতি ॥
নির্জ্জন কালিন্দীতীরে, একা ল'য়ে শ্রীরাধারে,
তাঁর প্রসন্নতা লাভ তরে।
প্রিয় নর্ম্ম পরিহাসে, সন্তোষি তাহারে শেষে,
রাসযোগ্যা সাজায়ে তাহারে ॥
কহিলেন অনুনয়ে, রাসস্থলে চল প্রিয়ে,
শুনি রাধা অভিমান ভরে।
কহিলেন বন ভ্রমি, অতি ক্লান্ত আছি আমি,
পদতল ক্ষত কুশাঙ্কুরে ॥
চলিতে না পারি আমি, যথা ইচ্ছা লহ তুমি,
হাসি কৃষ্ণ কহিলেন তারে।
উঠ মোর স্কন্ধোপরে, ল'য়ে যাব বনান্তরে,
ইচ্ছা তব নৃত্য হেরিবারে ॥

শ্রীরাধার প্রেমবৃদ্ধি, রাসের উৎসব সিদ্ধি,
চিন্তিয়া চতুর শঠরাজ।
কহিতে কহিতে কথা, অন্তর্হিত হ'য়ে তথা,
লুকালেন ঘন বনমাঝ॥
অকস্মাৎ প্রাণনাথে, না দেখিয়া সবিষাদে,
আকুলা হইয়া শশিমুখী।
কহিলেন ওহে নাথ, শীঘ্র মোরে লহ সাথ,
কোথায় লুকালে নাহি দেখি॥
কোথা আছ প্রিয়সখা, শীঘ্র মোরে দাও দেখা,
রক্ষা কর এ ঘোর কান্তারে।
দীনা ভীতা তব দাসী, নির্ভয় করহে আসি,
অভয় যুগল কর দ্বারে॥

মনস্তাপে রাধা সতী, বিলাপ করেন অতি,
ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছিতের প্রায়।
কৃষ্ণহারা গোপীগণ, অন্বেষয়ে বনে বন,
বালাস্বর শুনিল তথায়॥
প্রিয় সখীগণ তথা, দেখিল কনকলতা,
অভিমানে ধূলায় লোটায়।
মূর্চ্ছিতের প্রায় রহে, কভু কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে,
অশ্রুজলে ভূতল ভাসায়॥

আসিয়া সঙ্গিনীগণে, জিজ্ঞাসিয়া সযতনে,
শুনিল শঠতা বিবরণে।
প্রিয়কৃত সুসম্মান, পুন অপমান দান,
তার পর আত্ম-অদর্শনে॥
কৃষ্ণের শঠতা শুনি, সকলে আশ্চর্য্য মানি,
সমদুঃখ প্রাপ্ত গোপীগণ।
শ্রীরাধারে সঙ্গে ল'য়ে, পুন বনে প্রবেশিয়ে,
স্থানে স্থানে করে অন্বেষণ॥
যতক্ষণ শশধর, প্রকাশি বিমল কর,
বনস্থলী করেন শোভন।
ততক্ষণ গোপীগণ, কৃষ্ণে করে অন্বেষণ,
বিশ্রাম নাহিক এক ক্ষণ॥
অন্ধকার সমাগত, গোপীগণ সুদুঃখিত,
পুন আসি পুলিন মাঝারে।
কৃষ্ণে সোঁপি প্রাণমন, কৃষ্ণময় অনুক্ষণ,
কৃষ্ণগত চেষ্টা সবে ধরে॥
সবে হ'য়ে একত্রিত, শ্রীকৃষ্ণচরিতামৃত,
কৃষ্ণ আগমন আশা ধরি।
গাইলেন সমস্বরে, সর্ব্বত্রেতে কৃষ্ণ স্ফুরে,
গৃহ আত্মা আপনা পাসরি॥

শুনহে দয়িত, ভুবন ভূষিত,
ধরি তব পদদ্বয়।
বৃন্দাবন ভূমি, ত্রিভুবন জিনি,
উৎকর্ষশালিনী হয়॥
চঞ্চলা কমলা, হইয়ে অচলা,
তব পদে ধরি আশ।
এই বৃন্দাবনে, আনন্দিত মনে,
সতত করেন বাস॥
ব্রজবাসিগণ, আনন্দে মগন,
সদা তব দরশনে।
চরণপ্রয়াসী, মোরা মাত্র দাসী,
মরি তব অদর্শনে॥
স্বচ্ছ জলাশয়ে, বিকশিত রহে,
সুজাত কমলচয়।
তার শোভাহারী, নারী বধকারী,
তব নেত্র-পদ্ম হয়॥
ওহে সুখপ্রদ, অভীষ্ট বরদ,
বিনামূল্যে মোরা দাসী।
দরশন দানে, সুধা বরিষণে,
বাঁচাও সবারে আসি॥
বিষ-জল-হ'তে, বনে দাবাগ্নিতে,
শিলাবৃষ্টি বজ্রপাতে।

অঘ ব্যোমাসুর, অন্যান্য অসুর,
কেশী বৃষাসুর হ'তে ॥
রক্ষি ব্রজজনে, আজি কি কারণে,
ব্রজের ললনা গণে।
অদর্শন বাণে, বধ কর প্রাণে,
দয়া নাহি হয় মনে ? ॥
যশোদানন্দন, নহ কদাচন,
তা হ'লে গোপিকা প্রতি।
হ'তে দয়াবান, দিয়া প্রাণদান,
করিতে সবার প্রীতি ॥
শুনিয়াছি তুমি, অখিলের স্বামী,
সর্ব্ব প্রাণি-পরমাত্মা।
যদি তাহা হ'তে এ দুঃখ বুঝিতে,
রাখিতে গোপীর আত্মা ॥
বৃদ্ধগণ মুখে, শুনি ওহে সুখে,
গোকুলরক্ষণ হেতু।
তব জন্ম হয়, এ নহে নিশ্চয়,
গোপীবধ তার হেতু ॥
শ্রীচরণদ্বয়, যে করে আশ্রয়,
নাশে ভব ভয় তার।
যে যুগল কর, সদা দেয় বর,
ভক্তগণে অনিবার ॥

যে কর-কমলে, ধরিলে কমলে,
সে কর-পঙ্কজ দ্বারে।
করহে শীতল, তাপিত সকল,
অর্পিয়া গোপিনী শিরে॥
ব্রজজন আর্ত্তিহারী, নারীগর্ব্ব ধ্বংসকারী,
হাস্যযুক্ত বদন কমল।
দরশন দিয়া দান, রক্ষহে তাপিত প্রাণ,
মৃতপ্রায় কিঙ্করী সকল॥
যে পদ রাজীবদ্বারে, কালিয়ের গর্ব্ব হরে,
পশু অনুগামী যে চরণ।
পতিতের পাপহারী, সৌভাগ্য সম্পদধারী,
সেই পদ করিয়া অর্পণ॥
বাসনার মূল নাশি, রক্ষা কর নিজদাসী,
এ প্রার্থনা করহে পূরণ।
শুন ওহে প্রিয় সখা, একবার দাও দেখা,
তোমা বিনা মৃত গোপীগণ॥
সুধাধারা নিস্যন্দিনী, তব মনোহর বাণী,
কবিগণ যাহে মুহ্যমান।
আমরা সরলা অতি, তাহে আহিরিণী জাতি,
নাহি বুঝি বচন সন্ধান॥
শুন ওহে পদ্মনেত্র, দাসীগণ রহে মাত্র,
তব পদ করি আলম্বন।

মনোহর চন্দ্রাননে, সুধা-মকরন্দ দানে,
স্নিগ্ধ কর তাপিত জীবন ॥
তব কথামৃত গান, করিয়া তাপিত প্রাণ,
গোপীগণ কথঞ্চিৎ ধরে।
ব্রহ্মাদ্য সুকবিগণ, স্তবে করি আরাধন,
জগত হৃদয় পাপ হরে ॥
শ্রবণ মঙ্গলদাতা, মুমুক্ষুজনের ত্রাতা,
শান্তিদাতা ভব-ভীতজনে।
যাহার সতত মতি, কথামৃতপানে রতি,
তিনি পুণ্যবান্ ত্রিভুবনে ॥
শ্রবণ স্মরণ করি, তব নাম চিত্তে ধরি,
অনায়াসে যায় ভবপারে।
দর্শনে যে ফলোদয়, কে তার সৌভাগ্য কয়,
দেখা দিয়া রক্ষ' গোপিকারে ॥
শুনহে কপট, নিরদয় শঠ,
কি আর জানাব মোরা।
হাস্য প্রেমময়, সঙ্কেতাদি তায়,
দৃগ্‌ভঙ্গী মনোচোরা ॥
ধ্যান সুমঙ্গল, লীলাদি সকল,
নর্ম্মালাপ সম্ভাষণ।
হৃদয় স্পর্শিনী, মধুমাখা বাণী,
হরে গোপীগণ মন ॥

ওহে গোপীকান্ত, তোমাতে একান্ত,
হয় গোপী প্রেমবতী।
তুমি কি কারণ, শঠতাচরণ,
কর তবে সবা প্রতি ? ॥
গোঠে গোচারণে, গোপালের সনে,
যাও তুমি বনে চ'লে।
শিলা তৃণাঙ্কুরে, কঠিন কঙ্করে,
পদ সরোরুহ দলে ॥
হইবেক ক্ষত, চিন্তিয়া ব্যথিত,
হ'য়ে ব্রজাঙ্গনা কুলে।
নিজ নিজ মন, করিয়া আসন,
দেয় পাদপদ্ম তলে ॥
রবি অস্তাচলে, তুমি সায়ংকালে,
ব্রজবালবৃন্দ যুত।
কুন্তলে আবৃত, ধূলি ধূসরিত,
যবে হও প্রত্যাগত ॥
নয়ন চালনে, আশা দিয়া মনে,
নাহি দাও দরশন।
কাপট্য আবৃত, তোমার চরিত,
তাহে ভুলে নারীগণ ॥
ওহে গিরিধারি, ছাড়িয়া চাতুরী,
শীঘ্র দাও দরশন।

ব্রহ্মার পূজিত, ধরণী ভূষিত,
যেই তব শ্রীচরণ ॥
ধ্যানে নিরাপদ, প্রণতে বরদ,
মনঃপীড়া বিনাশন।
সেই শ্রীচরণ, করিয়া অর্পণ,
রক্ষ' ব্রজাঙ্গনাগণ ॥
প্রেম বিবর্দ্ধন, শোক বিনাশন,
ত্রিভঙ্গ মূরতি ধারী।
মূরলী চুম্বিত, সুধা বরষিত,
চন্দ্রানন শোভা হেরি ॥
ভুলে নরগণ, গৃহ পরিজন,
নারীজাতি কোন্ ছার।
ওহে কান্ত বীর, সুললিত ধীর,
রক্ষ' দিয়া সুধাধার ॥
যবে দিনমানে, তুমি যাও বনে,
মোরা তব অদর্শনে।
নিমেষার্দ্ধ কাল, যুগ কোটি কাল,
গণ্য করি সবে মনে ॥
দিবা অবসানে, তব চন্দ্রাননে,
কুটিল কুন্তল হেরি।
নিমেষ পতন, হয়ে অসহন,
নিন্দি বিধি পক্ষ্মকারী ॥

ত্রিভুবন মোহনিয়া, তব রূপ লাবণিয়া,
হেরিয়া ব্রজের কুলনারী।
ত্যজি পতি গুরুজন, দিয়া লজ্জা বিসর্জ্জন,
রহিয়াছে দাস্যে আশা ধরি॥
তুমি মুরলীর গানে, আকর্ষিয়া গোপীগণে,
আনিয়া এ ঘোর বনবাসে।
নির্দ্দয় কপটাচারী, দয়া ধর্ম্ম পরিহরি,
দূর কর অপ্রিয় সম্ভাষে॥
প্রিয় নর্ম্ম আলাপন, প্রেম হাস্য বিলোকন,
হৃদয়ের তাপ বৃদ্ধিকারী।
লক্ষ্মীর নিবাস ধাম, বক্ষ তব অভিরাম,
জগজন চিত্ত তাপ হারী॥
তোমার উদয় ব্রজে, জগত মঙ্গল কাজে,
ব্রজবাসি দুঃখ নিবারণে।
আমরা ব্রজের নারী, দুঃখে দিবাবিভাবরী,
আছি সবে মৃতপ্রায় প্রাণে॥
হৃদয় বেদনা যাহা, তুমি নাথ জান তাহা,
সে ঔষধ নিকটে তোমার।
নাহি কর প্রতিকার, দুঃখ দাও বারবার,
এ নহে বৈদ্যের ব্যবহার॥
তব পরিহাস কাজে, গোপীর হৃদয়ে বাজে,
উপায় না দেখি তার আর।

কপটতা পরিহরি, মহৌষধ দান করি,
রক্ষা কর প্রাণ গোপিকার ॥

কঠিন কান্তার মাঝে, কৃষ্ণের চরণে বাজে,
স্মরি অতি আর্ত্তি প্রেমাবেশে।
গোপের ললনা গণ, মুগ্ধ ব্যাকুলিত মন,
ভাবভরে কহেন বিশেষে ॥
আমরা যে দুঃখ পাই, তাহে কোন ক্ষতি নাই,
নারীজন্ম দুঃখ সহিবারে।
তুমি ব্রজেন্দ্রনন্দন, তোমার বন ভ্রমণ,
এই দুঃখ না-সহে অন্তরে ॥
সুজাত কমলে জয়, করি মৃদু পদদ্বয়,
যাহা মোরা সংবাহন কালে।
বেদনার আশঙ্কায়, ধীরে ধীরে ল'য়ে তায়,
যত্নে ধরি হৃদয় কমলে ॥
কর্কশ পাষাণ ভূমি, তাহাতে ভ্রমিছ তুমি,
স্মরিয়া ব্যথিত হয় মন।
বুদ্ধি হয় বিমোহিত, দুঃখেতে আকুল চিত,
তুমি নাথ গোপিকা জীবন ॥

এই মত সর্ব্বজন, গান করি বহুক্ষণ;
প্রার্থনা করিয়া বার বার।
বিরহে বিধুরা গোপী, কৃষ্ণে মন প্রাণ সোঁপি,
রোদন করেন অনিবার॥
দেখি গোপীগণ প্রীতি, শুনিয়া প্রলাপ গীতি,
কৌতুক সমাপি রসরাজ।
হইলেন আবির্ভূত, লজ্জাযুক্ত অবনত,
অকস্মাৎ গোপিনী সমাজ॥
মুখাম্বুজে মৃদুহাস, কোটি চন্দ্র পরকাশ,
নবীন শ্যামল লাবণিয়া।
বনমালা পীতাম্বরে, সসম্ভ্রমে ধরি করে,
জগত-মোহন-মোহনীয়া॥
সহসা তিমিরে, নীল শশধরে,
কানন করিল আলা।
নীলিমা প্রভায়, বিরহ লুকায়,
ফুটিল কুমুদ মালা॥
হ'য়ে বিকশিত, উঠিল ত্বরিত,
মৃত দেহ পাইল প্রাণ।
কেহ প্রিয় করে, ধরিলা সাদরে,
আনন্দেতে অগেয়ান॥
চন্দনে ভূষিত, বাহু সুললিত,
কেহ ধরে অংসোপরে।

করি কৃতাঞ্জলি, কেহ নাগবল্লী,
আনন্দে লইল করে ॥
কোন বা সুন্দরী, তপ্ত শিরোপরি,
শ্রীকর পঙ্কজে ধরি।
হইল শীতল, বিরহ অনল,
তাপগ্লানি দূর করি ॥
কেহ রহি দূরে ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে,
কটাক্ষ বিক্ষেপে তাড়ে।
অভিমান কোপে, অধরোষ্ঠ চাপে,
বিবশা হইয়া হেরে ॥
কেহ প্রেমাবেশে, হেরি অনিমেষে,
পরিতৃপ্ত নাহি হয়।
যথা সাধুজন, কৃষ্ণের চরণ,
সেবি পরিতৃপ্ত নয় ॥
কেহ দূরে থাকি, প্রিয়েরে নিরখি,
সমাধিস্থ যোগি প্রায়।
ল'য়ে নেত্র দ্বারে, হৃদয় আগারে,
রূপ-সরে লীনা রয় ॥
কৃষ্ণ দরশনে, গোপাঙ্গনা গণে,
প্রেমানন্দ মহোৎসবে।
সবে হ'য়ে লীনা, ভুলিল আপনা,
যথা প্রাজ্ঞ ইষ্টলাভে ॥

শক্তি যুক্তে যথা, শোভিত জীবাত্মা,
তথা কৃষ্ণ ভগবান।
বিরহ বিধৃত, গোপী পরিবৃত,
হইলেন শোভমান॥
গোপাঙ্গনা সনে, যমুনা পুলিনে,
প্রবেশ করেন হরি।
তথা বিকশিত, পুষ্প গন্ধ যুত,
বায়ু বহে মনোহারী॥
নাশি নিশাতমে, ধবল কিরণে,
উজলিছে শশধর।
কালিন্দীর তট, মৃদুল সৈকত,
সমধিক মনোহর॥
মত্ত ভৃঙ্গগণ, করিছে গুঞ্জন,
ভ্রমিয়া সকল ফুলে।
তাহে শ্রীগোবিন্দ, ল'য়ে গোপী বৃন্দ,
প্রবেশেন কুতূহলে॥
কৃষ্ণ সন্দর্শনে, প্রফুল্লিত মনে,
সর্ব্ব তাপ দূর করি।
ত্যজি সর্ব্ব কাম, পূর্ণ মনস্কাম,
তদাবেশ চিত্তে ধরি॥
ব্রজকুল রামা, সবে আপ্তকামা,
তথাপিও প্রেম বশে।

অশ্রুজলে সিক্ত, কুঙ্কুমানুলিপ্ত,
নিজ উত্তরীয় বাসে ॥
কৃষ্ণের কারণ, পাতিয়া আসন,
অতুল আনন্দ রসে।
হ'য়ে নিমগন, পাশরি আপন,
কৃষ্ণে হেরে অনিমেষে ॥
ব্রহ্মা রুদ্র আদি, ধরিয়া সমাধি,
হৃদয় কমলোপরে।
কল্পিত আসন, করেন স্থাপন,
যাঁরে প্রেম ভক্তি ভরে ॥
সেই ঈশ কৃষ্ণ, হ'য়ে উপবিষ্ট,
গোপী দত্ত সুখাসনে।
হ'য়ে সংপূজিত, গোপীগণ কৃত;
গন্ধ মাল্য আদি দানে ॥
ত্রৈলোক্য সম্পদ, শোভার আস্পদ,
অপূর্ব্ব মুরতি ধরি।
গোপী সভামাঝে, কৃষ্ণচন্দ্র রাজে,
সবার চিত্ত লয়ে হরি ॥
গোপাঙ্গনাগণ, হাস্য বিলোকন,
ভ্রূভঙ্গী বিলাস দ্বারে।
কৃষ্ণ উপাসনা, করিয়া সাধনা,
কহে কিছু কোপভরে ॥

ওহে সদাশয়, জিজ্ঞাসি তোমায়,
শুনিবারে হয় মন।
মোরা অবোধিনী, তাহে আহিরিণী,
নাহি বুঝি সে কারণ ॥
তুমি বিচক্ষণ, সুশীল সজ্জন,
জান তার বিবরণ।
করিয়া শ্রবণ, জুড়াবে জীবন,
সুখে রব অনুক্ষণ ॥
যে যাহারে করে প্রীতি, সে-ও করে তারে প্রীতি,
প্রায় দেখা যায় এই মত।
কেহবা ভজনে তার, প্রতীক্ষা না করি আর,
ভজে সে আপন অভিমত ॥
কেহবা এমত হয়, ভজিলে না ভজে তায়,
অভজন জন থাক দূরে।
দেখি শুনি চমৎকার, এ ব্যাপার বুঝা ভার,
কহ শ্যাম বুঝাইয়া মোরে ॥
গোপিকার বাণী শুনি, মনোভাব অনুমানি,
কহিলেন ব্রজেন্দ্র নন্দন।
শুন ওহে সখীগণ, নিজ নিজ প্রয়োজন,
হেতু পরস্পরের ভজন ॥
তাহে নাহি ধর্ম্ম লাভ, নাহি প্রীতি অনুভাব,
নাহি তায় সুখের সঞ্চার।

নিজ ইচ্ছা পূর্ণতরে, পর উপাসনা করে,
সে কেবল পশুর আচার ॥
স্বভজন জনে, ভজে প্রাণ পণে,
মাতা পিতা দয়াবন্ত।
আর নিরুপাধি, স্নেহ করে অতি,
প্রিয় বন্ধু গুণবন্ত ॥
কেহ আত্মারাম, কেহ পূর্ণ কাম,
তারা নাহি চায় কারে।
মূঢ় অজ্ঞজন, কৃতঘ্ন দুর্জ্জন,
ভজিলে না ভজে তারে ॥
শুনহে সুন্দরি, আমি এই চারি,
মধ্যে নহি কোন জন।
তোমাদের প্রতি, স্নেহবান অতি,
পরম সুহৃদ জন ॥
অধন যেমন, পাই বহুধন,
তাহার যতন করে।
তায় হ'য়ে হারা, ফণী মণিহারা,
প্রায় অন্বেষণ করে ॥
আমি সেই মত, হ'য়ে অন্তর্হিত,
মোর উপাসকগণে।
বিরহ অনল, করিয়া প্রবল,
রাখি সদা মম ধ্যানে ॥

শুনহে অবলে, তোমরা সকলে,
নিজধর্ম্ম ত্যাগ করি।
আমার ভজনে, আশা ধরি মনে,
হইয়াছ বনচারী॥
ওহে প্রিয়াগণ, শুন এবচন,
যারা মোর ভক্ত জন।
বিরহ সন্তাপ, সহ প্রেমালাপ,
তাদের শুনিতে মন॥
তাই সে অদূরে, নয়নের আড়ে,
থাকি শুনি গীতাবলি।
নিজ প্রিয়জন, করিয়া মনন,
ক্ষম' সব সখী মেলি॥
শুনহে ললনা, নিরুপমা প্রেমা,
ধরি সবে আমাপ্রতি।
নিজ নিজ মন, করিলে অর্পণ,
ভুলি দেহ গৃহ স্মৃতি॥
ইহার যে বিনিময়, মোর সাধ্য নাহি হয়,
পাইলেও সুদীর্ঘ জীবন।
প্রেমেমাখা ভাবযুতা, তোমাদের সুশীলতা,
মোরে ঋণে করুক মোচন॥

কৃষ্ণের মনোজ্ঞবাণী, গোপাঙ্গনাগণ শুনি,
হৃদয় সন্তাপ দূর করি।
শ্রীকর চরণ স্পর্শে, দেহজাত তাপ নাশে,
আনন্দ প্রবাহ হৃদে ধরি॥
পুলকে পুলিনমাঝে, কৃষ্ণগুণগান কাজে,
যূথে যূথে সবে দাঁড়াইয়া।
পরস্পর ধরি কর, গায় করি উচ্চস্বর,
ধ্বনি উঠে ভুবন ভরিয়া॥
কৃষ্ণ ঘেরি গোপীচয়, মঙ্গল উৎসব ময়,
প্রীতি অনুরাগে স্ববচ্ছলে।
হৃদয় কবাট খুলি, সকল অঙ্গনা মেলি,
নাচি গায় অতি কুতূহলে॥
হেরিয়া নটিনী সাজ, উঠি নটবর রাজ,
গোপিনী মণ্ডলী মাঝে গিয়া।
সবার পূরাতে আশ, হইলেন পরকাশ,
যোগৈশ্বর্য্য প্রকট করিয়া॥
দুই দুই গোপী মাঝে, একেক মূরতি সাজে,
প্রতি অংসে ভুজ অরপিয়া।
আরম্ভিল মহারাস, উদয়তি মহোল্লাস,
গোপী গেল আপনা ভুলিয়া॥
কৃষ্ণচন্দ্র প্রিয়তমে, আপন আপন স্থানে,
হেরিয়া ললনা কুলবালা।

আনন্দে বিহ্বলমন, রূপার্ণবে নিমগন,
হ'য়ে নিভাইল তাপ জ্বালা॥
অপূর্ব্ব অদ্ভুত রাস, দেখিতে ধরিয়া আশ,
ব্রহ্মা ইন্দ্র আদি পঞ্চানন।
আপন বিমানে চড়ি, সঙ্গে ল'য়ে নিজনারী,
আনন্দে করেন দরশন॥
বরিষে কুসুমচয়, দুন্দুভির ধ্বনি হয়,
সস্ত্রীক গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধর।
কৃষ্ণের যতেক লীলা, গুণ কীর্ত্তি যশোমালা,
গায় সুখে অমর নিকর॥
কৃষ্ণসহ গোপনারী, উল্লাস হৃদয়ে ধরি,
মহোৎসবে করেন নর্ত্তন।
বলয় নূপুর আর, কিঙ্কিণীর ঝনৎকার,
শব্দে ব্যাপ্ত পুলিন কানন॥
মণ্ডলীর মাঝে হরি, মোহন মুরলী ধরি,
শ্রীমতী রাধারে ল'য়ে সঙ্গে।
নটিনীগণের কাছে, বিনোদ বন্ধানে নাচে,
বিনোদী বিনোদ ঠামে রঙ্গে॥
হেমমণি মালা, যেমন উজ্জ্বলা,
করে নীলমণি রাজে।
যশোদানন্দন, সেরূপ শোভন,
কনক প্রতিমা মাঝে॥

চরণ বিন্যাস, ভ্রূভঙ্গী বিলাস,
হাস্যযুক্ত দৃগঞ্চল।
শ্রবণ-যুগলে, দোলিত কুণ্ডলে,
শোভে যুগ গণ্ডস্থল॥
নৃত্য ভঙ্গী ক্রমে, কর সঞ্চালনে,
সচঞ্চল নীলাম্বর।
অতি উচ্চতানে, কৃষ্ণ গুণগানে,
স্বেদযুক্ত কলেবর॥
নব কাদম্বিনী, কোলে সৌদামিনী,
যেইরূপ শোভমানা।
শ্যাম তরুবরে, সেই শোভা ধরে,
গোপীলতা অনুপমা॥
নৃত্য সহ গানে, সুললিত তানে,
প্রিয়তম সম্মিলনে।
রঞ্জি অনুরাগে, ধরি নানারাগে,
ব্রজের ললনাগণে॥
আনন্দ আবেশে, প্রীতি প্রেমরসে,
সবে হ'য়ে প্রমুদিত।
গায় উচ্চ করি, অতি মনোহারী,
যে গীতে জগদাবৃত॥
কেহ প্রিয় সনে, স্বর আলাপনে,
হ'য়ে অতি হর্ষ-যুত।

সুখে ধরি গান, অমিশ্রিত তান,
করিলেন ঊৰ্দ্ধগত ॥
সে স্বর লহরী, ভূমণ্ডল পূরি,
ধ্রুব তাল যুক্ত লয়।
হেরি চমৎকার, নিকট তাঁহার,
মানি কৃষ্ণ পরাজয় ॥
প্রশংসিয়া তাঁরে, অতি সমাদরে,
হর্ষে করি সম্মানিত।
ল'য়ে গোপীগণ, করেন নর্ত্তন,
নিজে হ'য়ে সুপূজিত ॥
জগত দুর্লভ, কমলা বল্লভ,
কৃষ্ণ কমনীয় করে।
কান্ত ভাবাবেশে, গোপী-কণ্ঠদেশে,
অর্পিলেন প্রীতি ভরে ॥
হেরি গোপীচয়, প্রফুল্ল হৃদয়,
প্রিয়তম গুণগানে।
শ্রীঅচ্যুত সনে, যমুনা পুলিনে,
বিহরেন নৃত্যগানে ॥
কনকনলিনী নাচে, ইন্দীবরে ল'য়ে মাঝে,
মহারাস রসসিন্ধু জলে।
প্রেমের বাতাস বয়, আনন্দ হিল্লোল তায়,
হেম-নীল-পদ্ম তাহে দোলে ॥

বেণু বাজি ধীরে ধীরে, নলিনী নাচায় নীরে,
তাল ধরে বলয় কঙ্কন।
মণিময় আভরণ, করে শোভা বিকীরণ,
চন্দ্র প্রভা করিয়া হরণ॥
মূর্ত্তিমান রসরাজ, প্রেমময়ী গোপীমাঝ,
লীলা রঙ্গ হেরি চমৎকার।
শুক পিক অলিকুলে, গায় যমুনার কূলে,
আশাধরি কৃপামৃত ধার॥

ব্রজ কুল নারী, প্রিয়া ভাব ধরি,
প্রিয়তম সম্মিলনে।
হাস্য পরিহাসে, বিভ্রম বিলাসে,
নর্ম্মালাপ আলাপনে॥
কৃষ্ণের অর্চ্চনা, করি গোপাঙ্গনা,
হ'য়ে অতি প্রেমবতী।
প্রিয় মুখমাধুরী, সুখে পান করি,
রহে ভুলি দেহ স্মৃতি॥
নিরমল প্রীতি, সুদৃঢ়া ভকতি,
হেরিয়া সুন্দরীগণে।
আপন সৌন্দর্য্য, সৌগন্ধ মাধুর্য্য,
সঞ্চারি তাঁদের মনে॥

নিজ ছায়া ল'য়ে, আমোদে মাতিয়ে,
শিশু যথা রঙ্গে খেলে ।
রমার ঈশ্বর, গোপিনী নিকর,
ল'য়ে তথা কুতূহলে ॥
কৌতুক কৌশল, বৈদগ্ধি সকল,
হাস্য পরিহাস রসে ।
গোপাঙ্গনা সনে, নিশা সমাগমে,
সুখে খেলে মহারাসে ॥
নৃত্য লীলারসে, আনন্দ আবেশে,
আকুলা গোপের বালা ।
এলায় কবরী, খসিল উত্তরী,
বিভূষণ ফুল মালা ॥
শ্রম প্রেমভরে, ধরিতে না পারে,
যথা স্থানে পূর্ব্বমত ।
ললনার কুল, হইল ব্যাকুল,
হারাইল সবে চিত ॥
গোপীর কি কথা, নভঃস্থলে যথা,
ছিলেন অমরী গণ ।
হেরি লীলারস, হইল অবশ,
মোহ প্রাপ্ত সর্ব্বজন ॥
হইয়া বিস্মিত, রহেন স্থগিত,
তারা সহ তারাপতি ।

গ্রহাদি সকল, হইল নিশ্চল,
সুদীর্ঘ হইল রাতি ॥
তটিনীর তটে, মৃদুল সৈকতে,
স্মরি পূর্ব্ব অঙ্গীকার।
স্বয়ং আত্মারাম, নাহি নিজকাম,
ভক্তে দিতে উপহার ॥
গোপী যত যত, রূপ ধরি তত,
বিহরেন নদী তীরে।
কৃষ্ণ প্রিয়াগণ, করেন পূজন,
ভাব অনুরাগ দ্বারে ॥
কর্ণের উৎপল, অলকা মণ্ডল,
কপোলের স্বেদবিন্দু।
শ্রীআনন শোভা, ধরে অতি প্রভা,
যেন পূর্ণিমার ইন্দু ॥
সুললিত ঠাম, নৃত্য অনুপাম,
মোহন মুরলী বাজে।
ভ্রমর নিকর, ধরিয়া সুস্বর,
গায় মণ্ডলীর মাঝে ॥
ল'য়ে শ্যামচাঁদে, গোপী মনঃসাধে,
নৃত্যে ভ্রমে মনোহারী।
পদ ভঙ্গি ক্রমে, শির-সঞ্চালনে,
কেশ-ফুল যায় পড়ি ॥

তাহে কেশচয়ে, হর্ষে অতিশয়ে,
পদে ফুল বরষিয়ে ।
সকল চরণ, করিয়া বন্দন,
ভূমে রহে লোটাইয়ে ॥
রাসেতে মগনা, কোন সুললনা,
নৃত্য গীত পরিশ্রমে ।
খসে ফুলমালা, রহেন নিশ্চলা,
প্রিয় স্কন্ধ আলম্বনে ॥
উৎসবে প্রমত্তা, কোন সুচরিতা,
স্কন্ধস্থিত প্রিয় করে ।
চন্দন উৎপল, লিপ্ত পরিমল,
ঘ্রাণে রহে হর্ষভরে ॥
নৃত্যে চঞ্চলিত, গীতে মুখরিত,
নূপুর কিঙ্কিণী চয় ।
রাসসভা মাঝে, গোপী অঙ্গে রাজে,
হইয়া আনন্দময় ॥
নৃত্যে চঞ্চলিত, কুণ্ডলে দ্যোতিত,
কৃষ্ণানন শোভা হেরি ।
কেহ তদাশ্রয়ে, রহে লীনা প্রায়ে,
অহিবল্লী আশা ধরি ॥
নৃত্যগীত রসে, কেহ ভাবাবেশে,
কৃষ্ণ করপদ্ম ধরি ।

তাপিত শিরসে, স্থাপিয়া হরিষে,
রহেন পুলকে পূরি ॥
শ্রীরাস বিহারে, কাতরা গোপীরে,
হেরি কৃষ্ণ দয়াময়।
মৃদু করতলে, সুশীতল জলে,
মাজিয়া বদনচয় ॥
শ্রম দূর তরে, কালিন্দীর নীরে,
অবগাহনেচ্ছা ধরি।
কৌতুক তরঙ্গে, নারীকুল সঙ্গে,
চলিলেন বংশিধারী ॥
যথা মত্ত করী, সেতু ভঙ্গ করি,
করেণুগণের সনে।
স্বতন্ত্রতা বলে, প্রবেশিয়া জলে,
বিহরে স্বচ্ছন্দ মনে ॥
তথা কৃষ্ণচন্দ্র, ল’য়ে গোপীবৃন্দ,
নামিলেন কুতূহলে।
অতি সুশীতল, সুনির্ম্মল জল,
যাহে রাজহংসী খেলে ॥
নীল উত্পল, কনক কমল,
ভাসিল যমুনা জলে।
নানামত রঙ্গে, বিহরে তরঙ্গে,
জলযন্ত্র ধরি খেলে ॥

কমলিনীগণ, করে বরিষণ
শতধারা ইন্দীবরে।
সুনীল কমল, সিঞ্চে অবিরল,
সোনার কমলোপরে॥
সরোজিনীগণ, হৈল নিমগন,
তা' হেরি উৎপল রাজ।
পদ্মিনী যত, রূপ ধরি তত,
অন্বেষিয়া জল মাঝ॥
তুলিয়া সকল, কনক কমল,
ধরে অপরূপ সাজ।
মৃদুল হিল্লোলে, যোড়ে যোড়ে দোলে,
যুগল রাজীব রাজ॥
পরিহাস রসে, সবে প্রেমাবেশে,
কৃষ্ণে করি আর্দ্রীকৃত।
গোপকুল নারী, হাত ধরাধরি,
জলে শোভে চারিভিত॥
মত্ত গজরাজ, সম নটরাজ,
গোপিনী মণ্ডল মাঝে।
লীলার কৌশলে, ললনা সকলে,
মাঝে মাঝে সুবিরাজে॥
হেরিয়া বিমানে, দেবদেবীগণে,
সবে হ'য়ে চমৎকৃত।

ফুল বরিষণ, করেন স্তবন,
আনন্দে মোহিত চিত ॥
জল লীলা শেষে, উঠি তটদেশে,
যমুনার উপবনে।
হ'য়ে সুসজ্জিত, অলি পরিবৃত,
ভ্রমেন প্রমদা সনে ॥
প্রফুল্লিত ফুলে, শোভে জলে স্থলে,
সুপ্রসন্ন দিক্‌চয়।
সুধীর পবনে, সুমন্দ চলনে,
স্নিগ্ধ পরিমল বয় ॥
শারদীয়া শশী, নিশা তমো গ্রাসি,
ধবলকৌমুদি দানে।
দিগঙ্গনাগণে, বিমল বসনে,
সাজায়ে প্রফুল্ল মনে ॥
নির্ম্মল আকাশে, পূর্ণতা প্রকাশে,
সুধাধারা বরিষণে।
ভুবন মণ্ডল, করিয়া শীতল,
রহে স্থির নভঃস্থানে ॥
যমুনা পুলিন বনে, রমণীগণের সনে,
অখণ্ড অচ্যুত আত্মারাম।
পূরাতে ভকত আশা, চন্দ্র-বিরাজিত নিশা,
বিহার করেন ভগবান ॥

ঈশ্বরের রাসলীলা, শুনিয়া ধরিয়া ছলা,
কহিলেন রাজা পরীক্ষিত।
ওহে শুক মহামুনি, সর্ব্বজ্ঞ সুব্রত তুমি,
শুনি সন্দিহান হয় চিত॥
ধর্ম্মের স্থাপন, অধর্ম্ম নাশন,
হেতু কৃষ্ণ অবতার।
কিন্তু পরদার, ঘোর পাপাচার,
দুঃসাহস কেন তাঁর॥
তিনি আপ্তকাম, নাহি কোন কাম,
তবে কিবা অভিপ্রায়।
অতি অনুচিত, কর্ম্ম জুগুপ্সিত,
করিলেন এ লীলায়?॥
এ মহা সন্দেহ, ছিন্ন করি দেহ,
দয়া করি মুনিরাজ।
ভুবন পাবন, কথা অনুপম.
প্রকাশিয়া জগ মাঝ॥
কহিলেন মুনি, শুন নৃপমণি,
ইন্দ্র আদি দেবগণ
ধর্ম্ম বিপরীত, কার্য্য বিগর্হিত,
করিয়াও পূজ্যতম॥
তেজস্বী ঈশ্বরে, দোষ নাহি ধরে,
বিপর্য্যয় আচরণে।

যথা সর্ব্বভোজী, অগ্নি মহা তেজী,
পবিত্র সকল স্থানে॥
ঈশ আচরণ, ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন,
অজ্ঞ জনে যোগ্য নয়।
যথা শিব বিনে, গরল ভক্ষণে,
মৃত্যু তার সুনিশ্চয়॥
ঈশ উপদেশ যাহা, পালন করিবে তাহা,
শাস্ত্র উক্ত পুরাণ বচন।
তাঁর আচরিত কর্ম্ম, বুঝিয়া তাহার মর্ম্ম,
করিবেন বুদ্ধিমান জন॥
সদা সৎ কর্ম্মফলে, যাঁর ইহ পরকালে,
কভু নাহি সুখদুঃখোদয়।
শোক মোহ অন্ধকার, গুণাদি চিত্ত বিকার,
যাঁর দেহে অধিকারী নয়॥
অর্থের কারণ, ধর্ম্ম উপার্জ্জন,
নহে যাঁর প্রয়োজন।
ধর্ম্ম বিপর্য্যয়ে, দুঃখ ক্ষতি ভয়ে,
নহে যাঁর ক্ষুব্ধ মন॥
স্বেচ্ছাচারী বীর, তেজীয়ান ধীর,
দোষ নহে সে ঈশ্বরে।
ঈশ্বর-ঈশ্বর, যিনি পরাৎপর,
দোষ কি সম্ভবে তাঁরে?॥

যাঁর পাদপদ্ম রেণু, সেবিয়া পবিত্র তনু,
ভক্তি যোগে তৃপ্ত মুনিগণ।
কর্ম্মবন্ধে হ'য়ে মুক্ত, ভ্রমিয়াও স্বেচ্ছামত,
নহে পাপ ক্লেশের ভাজন॥
সেই প্রভু স্ব ইচ্ছায়, প্রকাশি আপন কায়,
ভক্ত হেতু করেন বিহার।
তিনি সর্ব্ব দণ্ডধর, অপ্রাকৃত কলেবর,
কর্ম্মের বন্ধন কোথা তাঁর॥
গোপ গোপাঙ্গনাগণ, দেহধারী যত জন,
তিনি সর্ব্ব-আত্মা পরাৎপর।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড স্বামী, সকলের অন্তর্যামী,
কোন জন নহে তাঁর পর॥
অলৌকিক ক্রীড়া তাঁর, বুঝিতে শকতি কার,
অপ্রাকৃত ত্রিভঙ্গ মুরারী।
আনন্দ চিন্ময় রস, গোপী চিত্ত যাহে বশ,
মূর্ত্তিমান গোকুল বিহারী॥
ভক্ত অনুগ্রহ তরে, নররূপী দেহ ধরে,
গোকুলে করেন মহারাস।
যাহা শুনি ভক্তগণ, হইবে তৎপর মনঃ
ত্যজিয়া সংসার অভিলাষ॥
ব্রজবাসী জনগণ, কৃষ্ণে অনুরক্ত মন,
অসূয়া না করে তাঁর প্রতি।

নিজ নিজ দারাগণে, দেখেন আপন স্থানে,
মায়ায় মোহিত চিত অতি॥
হেরি নিশা অবসান, লীলা করি সমাধান,
কৃষ্ণ কহিলেন গোপীগণে।
যাও নিজ নিকেতন, পুন দিব দরশন,
যমুনা পুলিনে এই বনে॥
শুনি কৃষ্ণপ্রিয়াগণ, বিষাদে আকুল মন,
প্রিয় পদে সোঁপি প্রাণ মন।
অনিচ্ছায় গৃহ প্রতি, গমন করিয়া সতী,
কষ্টে দিবা করেন যাপন॥
মন্মথ বিজয়, রাস ক্রীড়াময়,
গোপীসহ কৃষ্ণ লীলা।
শ্রদ্ধায় শ্রবণ, যে করে কীর্ত্তন,
সে সার্থক জনমিলা॥
সুধীর সে জন, লভে প্রেমধন,
দূরে যায় ভব তাপ।
হৃদয় আময়, তার হয় ক্ষয়,
কামরূপী মহাপাপ॥

শ্রীনন্দ-মোচন লীলা।

শিবরাত্রি দিনে, কুতূহল মনে,
নন্দ আদি গোপগণ।
দেব পূজা তরে, সরস্বতী তীরে,
করি সবে আগমন॥
তীর্থে করি স্নান, দ্বিজে দিয়া দান,
সবে অতি ভক্তিভাবে।
মহেশ পার্ব্বতী, হেরি স্তুতি নতি,
অর্চ্চন সমাপি সবে॥
কায় বাক্য মনে, হর গৌরী স্থানে,
বর লয়ে মনোমত।
পরম হরিষে, রহে উপবাসে,
ধরি সব শিবব্রত॥
অম্বিকা কাননে, সে নিশি যাপনে,
করি মনে অভিলাষ।
সবে নিরাহারে, ক্লান্ত শ্রমভরে,
তথা করিলেন বাস॥
নিশা আগমনে, ব্রজবাসিগণে,
নন্দ সহ নিদ্রাগত।
দৈবে এ সময়, এক মহাকায়,
সর্প হ'য়ে বুভুক্ষিত॥

সেই বনমাঝে, নন্দ মহারাজে,
আসি গ্রাসে অনায়াসে।
নন্দ আপনাকে, অজগরমুখে,
দেখি অতিশয় ত্রাসে॥
ডাকি আর্ত্তস্বরে, কহেন কৃষ্ণেরে,
এস বাপ কৃষ্ণ এথা।
বৃহৎ ভুজঙ্গ, গ্রাসে মম অঙ্গ,
মুক্ত কর তব পিতা॥
গোপরাজ কৃত, ধ্বনি আর্ত্তিযুত,
শুনি ব্রজবাসিগণ।
হ'য়ে জাগরিত, অগ্নি প্রজ্জ্বালিত,
করি আসি সেইক্ষণ॥
নন্দ অহি-মুখে, দেখি মহা দুঃখে,
জ্বলন্ত কাষ্ঠেরে ধ'রে।
সর্পে বার বার, করিল প্রহার,
তবু সর্প নাহি নড়ে॥
সকাতর বাণী, পিতৃমুখে শুনি,
আসি কৃষ্ণ ভগবান।
পদাঙ্গুলে স্পর্শি, অমঙ্গল নাশি,
দেন সর্পে দিব্য জ্ঞান॥
চরণ পরশে, পূত হ'য়ে শেষে,
ত্যজি অজগর কায়।

পুরুষ প্রবর, রূপ মনোহর,
ধরিয়া প্রণমে তাঁয় ॥
স্বর্ণে বিভূষিত, সম্মুখেতে স্থিত,
জ্যোতির্ম্ময় দেহ ধারী।
হেরিয়া কৌতুকে, জিজ্ঞাসেন তাকে,
অন্তর্য্যামী কৃষ্ণ হরি ॥
শুভ দরশন, পুরুষ রতন,
হও তুমি কোন্ জন।
কহ কোন্ পাপে, অজগর রূপে,
ধরিয়াছ এ জনম ॥

পুরুষের উক্তি।

বিদ্যাধর জাতি, স্বর্গপুরে স্থিতি,
নাম মোর সুদর্শন।
শ্রীরূপ সম্পদে, অহংতমো-মদে,
মত্ত রহে সদা মন ॥
বিমানারোহণে, কৌতূহল মনে,
ভ্রমিতাম প্রতি দিনে।
দৈবে এক দিন, বিরূপ শ্রীহীন,
দেখি আঙ্গিরসগণে ॥
অতি গর্ব্বভরে, ব্যঙ্গ সহকারে,
করিলাম উপহাস।

তাহে ঋষিগণ, হ'য়ে ক্রোধ মন,
গর্ব্ব করিবারে নাশ ॥
দিলেন এ শাপ, তাই হ'য়ে সাপ,
ছিনু আমি এই বনে।
এ নহে নিগ্রহ, মহদনুগ্রহ,
জানিলাম এই ক্ষণে ॥
ওহে দয়াময়, করুণা নিলয়,
হ'য়ে অতি কৃপাবান।
ব্রহ্মশাপ ঘোরে, উদ্ধারি আমারে,
রাখিলে হে নিজ নাম ॥
যে চরণামৃত, ত্রিলোক পাবিত,
করে সর্ব্ব পাপোদ্ধার।
সেই শ্রীচরণ, যাহার স্পর্শন,
কে কহিবে ফল তার ॥
যার নামে লোকে, অখিল শ্রোতাকে,
করে সদ্য পুণ্যবান।
সেই জন নিজে, শ্রীচরণ রজে,
যারে দেন মুক্তি দান ॥
তাহার সৌভাগ্য, কি কহিতে যোগ্য,
ওহে দেব ভগবন।
নিবেদি চরণে, জনমে জনমে,
দিও রাঙ্গা শ্রীচরণ ॥

সর্ব্বলোক গুরু, বাঞ্ছাকল্পতরু,
এই বর দেহ মোরে।
সদা তব মুর্ত্তি, চিত্তে হয় স্ফূর্ত্তি,
শ্রীচরণ সদা স্মরে॥
প্রভু চিন্তামণি, দেহ আজ্ঞাবাণী,
যাই আমি নিজ ধাম।
অহংকার মদ, খণ্ডিয়ে আপদ,
গাই যেন তব নাম॥
করি স্তুতি নতি, ল'য়ে অনুমতি,
কৃষ্ণে প্রদক্ষিণ করি।
চলিলেন সুখে, স্বর্গ অভিমুখে,
শ্রীমূর্ত্তি হৃদয়ে ধরি॥
ব্রজবাসিগণ, নন্দের মোচন,
কৃষ্ণের মহিমা হেরি।
হ'য়ে চমৎকৃত, কৃষ্ণ গুণগীত,
গায় সুখে প্রাণ ভরি॥
ত্রিরাত্র যাপন, তীর্থের নিয়ম,
করি ল'য়ে গোপগণ।
নন্দ মহানন্দে, লইয়া গোবিন্দে,
চলিলেন বৃন্দাবন॥

শঙ্খচূড়-বধ লীলা।

হৈল শিশিরান্ত, প্রবেশে বসন্ত,
প্রফুল্লিত তরুচয়।
মলয় সমীরে, দোলে ধীরে ধীরে,
নব নব কিশলয়॥
দোলে ফুল পাতা, লবঙ্গের লতা,
মল্লিকা মালতী ফুল।
মত্ত মধুপানে, গুঞ্জরিয়া ভ্রমে,
নানা ফুলে অলিকুল॥
মধুর অনিলে, কালিন্দী সলিলে,
দোলে সুখে কুমুদিনী।
আকাশে চন্দ্রমা, প্রকাশে সুষমা,
হেরি হ'য়ে প্রমোদিনী॥
নবীন মুকুলে, গায় দলে দলে,
কোকিল পঞ্চম স্বরে।
গায় শুক সারি, জগ মনোহারী,
রাধা কৃষ্ণ রাম হরে॥
চাঁদের কিরণ, ব্যাপ্ত ব্রজবন,
জল স্থল সুশোভিত।
ব্রজবাসি চয়, আনন্দ হৃদয়,
হোলি রঙ্গে গায় গীত॥

গগন মণ্ডলে, পূর্ণচন্দ্র খেলে,
সহ তারা মণিগণ।
সুমন্দ মলয়, পরিমল বয়,
গন্ধ করি বিতরণ॥
কৃষ্ণ বলরাম, মন-অভিরাম,
বসন্তের শোভা হেরি।
চন্দনে চর্চ্চিত, হ'য়ে অলঙ্কৃত,
গলে বনমালা ধরি॥
নির্ম্মল বসন, করি পরিধান,
বাজাইয়া শিঙ্গা বেণু।
চলেন দুজনে, খেলিতে কাননে,
ধীরে ধীরে রাম কাণু॥
মধুর ললিত, দোঁহে গায় গীত,
ত্রিভুবন মনোহারী।
স্বর আলাপনে, মূর্চ্ছনা রচনে,
সুপণ্ডিত রাম হরি॥
স্বর শব্দচয়, ভ্রমে ব্রজময়,
শুনিয়া ললনাগণ।
হোলি রঙ্গ ভরে, আপনা পাসরে,
গীতে সম্মোহিত মন॥
সাজি দলে দলে, গোপিনী সকলে,
চলে গীত অনুসারে।

রাম কৃষ্ণ সনে, মিলি যায় বনে,
পুলিনে যমুনাতীরে ॥
হোলি রঙ্গ রসে, আনন্দ আবেশে,
গোপী হ'য়ে প্রমুদিত।
হাসে নাচে গায়, আপনা হারায়,
কৃষ্ণগীত হরে চিত ॥
বলরাম সহ, নাচে গায় কেহ,
কেহ কেহ কৃষ্ণ সনে।
অতি অনুরাগে, খেলে দুই ভাগে,
নিজ নিজ নাথ সনে ॥
হোলি রঙ্গোৎসব, মহা মহোৎসব,
পৌর্ণমাসী নিশি আজ।
কৃষ্ণে চিত্তারোপি, নাচে গায় গোপী,
কভু নাচে নটরাজ ॥
কভু বংশীতান, ধরি করে গান,
কভু মত্ত খেলারসে।
মগ্ন গোপীগণ, না জানে আপন,
উত্তরী ভূষণ খসে ॥
ব্রজ যুবরাজ, খেলে রঙ্গে আজ,
গোপিকা মণ্ডলী মাঝ।
কভু পরাজয়, কভু হয় জয়,
ভ্রমে' যেন করিরাজ

ল’য়ে প্রিয়াগণ, কখন নর্ত্তন,
কভু গীত আলাপনে।
খেলায় মাতিয়া, আপন ভুলিয়া,
স্বেচ্ছায় বিচরে বনে॥
মহা বলধর, কুবের-কিঙ্কর,
শঙ্খচূড় এ সময়।
রাম-কৃষ্ণ-প্রিয়া, সবারে লইয়া,
দ্রুত পদগতি ধায়॥
হ’য়ে যক্ষগ্রস্ত, অতিশয় ত্রস্ত,
কান্দি কহে গোপীগণ।
ওহে বলরাম, শ্যাম গুণধাম,
শীঘ্র কর বিমোচন॥
আপন সমক্ষে, ল’য়ে যায় যক্ষে,
প্রেয়সী রমণী গণে।
দেখিয়া কুপিত, দুই ভাই দ্রুত,
চলিলেন আক্রমণে॥
কালের সমান, হ’য়ে ধাবমান,
রাম কৃষ্ণ তার প্রতি।
দৃশ্য ভয়ানক, দেখিয়া গুহ্যক,
মনে ভয় পাই অতি॥
ছাড়ি গোপীগণে, নিজে প্রাণপণে,
দ্রুত করে পলায়ন।

গোপীর রক্ষণে, রাখি বলরামে,
কৃষ্ণ ধাবমান হন ॥
যথা সে পলায়, কৃষ্ণ তথা ধায়,
তারে ধরিবার আশে।
গিয়া কিছু দূর, পাই দুরাত্মারে,
ধরিয়া তাহার কেশে ॥
কালান্তক প্রায়, সংহারিয়া তায়,
লইলে তার শিখামণি।
গোপিকা সমাজে, দিলেন অগ্রজে,
পরম আদরে আনি ॥

বংশীবাদন-লীলা।

নিশাযোগে কৃষ্ণসনে, গোপী নৃত্য লীলা গানে,
ক্ষণ প্রায় করেন যাপন।
কৃষ্ণের বিরহে দিনে, দুঃখে কোটী যুগ মানে,
গুণগানে ধরেন জীবন ॥
কৃষ্ণপ্রাণা শ্রীরাধিকা, কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণাত্মিকা,
কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি অন্তরে বাহিরে।
অহর্নিশি সমভাবে, চিত্তে কৃষ্ণে অনুভবে,
জিহ্বা সদা কৃষ্ণনাম ধরে ॥

দিনমানে সখীসনে, কৃষ্ণগীত আলাপনে,
অনুরাগে মগনা হইয়া।
বনে কৃষ্ণ নটবেশ, হৃদয়ে হয়ে আবেশ,
কহিলেন সখী সম্বোধিয়া॥
কি আর কহিব সখি, মদনমোহনে দেখি,
কোন্ জন না হয় মোহিত।
হেরিয়া ত্রিভঙ্গঠাম, শুনিয়া বাঁশীর গান,
কে আছে ত্রিলোকে জাগরিত॥
অলঙ্কারে বিভূষিত, বনমাল্যে সুশোভিত,
হ'য়ে যবে গো-চারণে বনে।
মনোহর নটবেশে, গিরিবর সানুদেশে,
ভ্রমণ করিয়া সুখি-মনে॥
কদম্ব তরুর তলে, দাঁড়ায়ে ঈষৎ হেলে,
বাম স্কন্ধে কপোল স্থাপিয়া।
ভ্রূযুগল নাচাইয়া, অধরে মুরলী নিয়া,
রন্ধ্রে রন্ধ্রে অঙ্গুলি অর্পিয়া॥
সপ্তস্বরে তুলি তান, করেন মধুর গান,
শব্দে ভেদ করি ত্রিভুবন।
দেব সিদ্ধ বিদ্যাধরে, আকর্ষিয়া আনে জোরে,
নারী সহ করিয়া বন্ধন॥
ত্রিলোক বিজয়ী স্বর, শুনি সর্ব্ব দেববর,
অতি চমৎকার মানি মনে।

করিয়া কন্ধর নত, প্রায় হৈল মোহপ্রাপ্ত,
স্তব্ধ স্বরতত্ত্ব নিরূপণে ॥
দেখ হেরি শ্যামঘন, সোঁপি তায় তনু মন,
বিমানচারিণী দেবীগণ।
রহে নিজ পতি পাশে, কবরী উত্তরী খসে,
বংশীরবে হারায়ে চেতন ॥
আশ্চর্য্য দেখ হে সখি, শ্যামল সুন্দরে দেখি,
জলদ স্তম্ভিত করি কায়।
মধুর মুরলী সনে, মন্দ মন্দ গরজনে,
পুষ্পবৃষ্টি করি শ্যাম-গায় ॥
দারুণ রবির তাপে, আপনারে ছত্ররূপে,
রাখি করে তাপ নিবারণ।
মন্দ মন্দ সঞ্চালনে, বীজন করে পবনে,
স্তবে করে গন্ধর্ব্ব বন্দন ॥
চাহিয়া দেখ হে সখি, বিমূঢ় বনের পাখী,
মুদি তারা যুগল নয়ন।
রূপ-সরে করি স্নান, বেণু-সুধা করি পান,
ধ্যানে মগ্ন কৈল নিজ মন ॥
আরো সখি দেখ জলে, সারসী মরালী খেলে,
হেরি তারা শ্রীনন্দকুমারে।
শুনিয়া বাঁশির গীত, সবে হারাইয়ে চিত,
উঠি নদীতটের উপরে ॥

শ্রীমূর্ত্তি হৃদয়ে রাখি, মুদিয়া যুগল আঁখি,
চরণ পঙ্কজে সোঁপি প্রাণ।
চিত্ত করি মধুব্রত, রহে ধরি মৌনব্রত,
সমাধিস্থ মুনির সমান॥
স্থাবরাদি জীবলোক, পাশরিয়া দুঃখশোক,
সবে করে কৃষ্ণ-উপাসনা।
অভাগী গোপিনীগণ, নাহি পায় সে চরণ,
দারুণ বিধির বিড়ম্বনা॥

দেখ সহচরি, কৃষ্ণের বাঁশরী,
অপূর্ব্ব মাধুরী ধরে।
পশু পক্ষিগণ, করিয়া মোহন,
পাষাণে দ্রবিত করে।
অন্যের কি কথা, স্থাবরাদি যথা,
ধরিয়া প্রফুল্ল কায়।
পত্র পুষ্প দ্বারে, সাজি উপহারে,
নমস্করে রাঙ্গা পায়
আরো চমৎকার, স্থাবর ব্যাপার,
দেখ ওহে সহচরি।
ফুল্ল লতাগণ, আত্ম-প্রকাশন,
ফল ফুল দ্বারা করি॥
মধুধারা ছলে, অশ্রুধারা ফেলে,
প্রেমে হ'য়ে মুগ্ধচিত।

প্রিয়া-অনুগামী, তাহাদের স্বামী,
তরুগণও বিমোহিত॥
ওহে সখীবৃন্দ, যখন মুকুন্দ,
মল্লবেশ অনুকারী।
চূড়ে শিখিপুচ্ছ, গুঞ্জাপুষ্পগুচ্ছ,
ধাতুরাগ অঙ্গে ধরি॥
বলরাম সনে, ল'য়ে সখাগণে,
সুখে ক্রীড়া করি বনে।
নদী-পুষ্পনামে, গাভী বৎসগণে,
ডাকেন মুরলী স্বনে॥
শুনি সেই রব, মহা মহোৎসব,
যমুনা হৃদয়ে ধরি।
পদরজ প্রতি, হ'য়ে স্পৃহাবতী,
নিজ গতি ভগ্ন করি॥
পুলক পূর্ণিত, ভুজোর্ম্মি কম্পিত,
করিয়া অভাগ্য দোষে।
না পেয়ে বিহ্বল, হইল নিশ্চল,
আমাদের মত শেষে॥
শ্রীনন্দনন্দন, মুরলী বদন,
জিনিয়া অখণ্ড চাঁদ।
শ্যামল কিরণ, করি বিকিরণ,
পাতিল মোহন ফাঁদ॥

দেখ সহচরি, বিপিন বিহারী,
সখাস্কন্ধ আলম্বনে।
গজেন্দ্র গমনে, অঙ্গুলি চালনে,
বংশী গীত আলাপনে॥
বজ্রাঙ্কুশ ধ্বজ, চিহ্নিত পঙ্কজ,
কোমল চরণ দ্বয়ে।
গোখুর জনিত, ব্রজভূমি ক্ষত,
ব্যথা তার নিবারিয়ে॥
আসিলেন ব্রজে, দেখ খুর-রজে,
দিক হৈল অন্ধকার।
অমর সমাজে, আসি পথমাঝে,
প্রণমিয়া বার বার॥
মহিমা বর্ণনে, অর্চ্চন বন্দনে,
করে তাঁর উপাসনা।
তিনি বংশিস্বরে, সম্ভাষি সবারে,
করিলেন সম্মাননা॥
যথা দেবগণ, সেবে নারায়ণ,
মহিমা বর্ণিয়া স্তবে।
ব্রজবাসিগণ, কৃষ্ণের বর্ণন,
করিয়া সেরূপে সেবে॥
সুহৃদ সজ্জন, হৃদয় রঞ্জন,
প্রেম হাস্য বিলোকনে।

মধুর বচনে, প্রিয় সম্ভাষণে,
তুষ্ট করি গোপগণে॥
দিন তাপ হরি, সুখে বংশি ধরি,
গোকুলের পূর্ণশশী।
ললনা কুমুদী, করিয়া আমোদী,
বিরহ তিমির নাশি॥
বঙ্কিম নয়নে, কটাক্ষ ক্ষেপণে,
বরষিয়া কোটি শর।
গোপিকা হৃদয়, দীন মৃগীচয়,
বিদ্ধি করে জরজর॥

পদ।

নটবর বপু মদন সুঠাম।
চূড়া বামে বাঁকা, দোলে শিখি-পাখা,
ত্রিভঙ্গ মুরতি তাহে অনুপাম॥

জিতি কামধনু ভুরুর ভঙ্গিমা,
শতদল জিনি নয়ন রঙ্গিমা,
শ্রবণ অবধি কটাক্ষের সীমা,
নারী মনমৃগী করিতে সন্ধান॥

অলকে আবৃত শ্রীমুখমণ্ডলে,
ভ্রমরার পাঁতি যেন নীলোৎপলে,
নাসায় তিলক মুকুতা নলক,
শ্রবণে কুণ্ডল দোলে অবিরাম ॥

বিম্বফলজয়ী অধর সুষমা,
তাহাতে মুরলী কি আর উপমা,
দিয়ে কুলমান দাসী কুলাঙ্গনা,
রাধা রাধা ব'লে ডাকে অবিশ্রাম ॥

শ্রীভুজ যুগলে হেম-তার-বালা,
নবমেঘে স্থির বিজরীর মালা,
শ্রীপাণিপঙ্কজে চাঁদ করে খেলা,
তুলি সপ্তস্বরে বাঁশির সুতান ॥

সুপীন বক্ষেতে মুক্তাদাম সাজে,
শ্রীকৌস্তুভ মণি দক্ষিণে বিরাজে,
গলে ফুলমালা হইয়ে চঞ্চলা,
দুলিছে সঘনে মন-অভিরাম ॥

ক্ষীণকটিতটে পরা পীতধড়া,
বনফুললতা তাহে আছে জড়া,
নীলমণিস্তম্ভ যেন হেমে মোড়া,
মনপ্রাণহরা লাবণ্যের ধাম ॥

ইন্দীবর নিন্দি অঙ্গ-পরিমল,
চাঁদ জিনি অঙ্গ অতি সুশীতল,
শিরীষকুসুম জিনি সুকোমল,
সুধামকরন্দ বনে ঘনশ্যাম ॥

কমলা-লালিত শ্রীপদ যুগলে,
ধীরে ধীরে চলে শ্রীনন্দমহলে,
নূপুরে নূপুরে কত মধু ঢালে,
ধেনু বৎস সনে শ্রীদাম সুদাম।

দেখ দেখ সখি নয়ন অঞ্চলে,
না জানি মনের কিবা কথা বলে,
চল চল চল ধৈরজ হরিল,
না রাখিল বাঁশি ব্রত অভিমান।

ওহে বংশীধারি, কি গানে বাঁশরী,
ভুলাইল ত্রিভুবন।
যাহা শুনি লোক, ভুলি দুঃখ শোক,
সমর্পিল তাহে মন ॥
কি তান তুলিয়া, ব্রহ্মাণ্ড ভেদিয়া,
প্রবেশি অমরা পুরী।
বিধি পঞ্চাননে, ইন্দ্রে বেঁধে আনে,
স্বরের চাতুরী করি ॥

কি মোহন মন্ত্র, ধরে সেই যন্ত্র,
রোধিয়া জলদ গতি।
তটিনীর নীর, করিয়া সুস্থির,
রোধ করি তার গতি॥
চেতনে মোহিত, করিয়া স্তম্ভিত,
হরি ল'য়ে তার জ্ঞান।
তরু লতাচয়ে, পুলক অর্পিয়ে,
অচলে করিয়া দান॥
আরো চমৎকার, শক্তি হয় তার,
কুলের অচলা নারী।
তার গর্ব্ব মান, ভাঙ্গি অভিমান,
করিল কানন চারী॥
তাই প্রাণনাথ, মনে হয় সাধ,
শিখিয়া মুরলী গান।
সপ্তস্বর তুলি, বাজাব মুরলী,
ধরিয়া তোমার নাম॥
কৃষ্ণ নাম ধ্বনি, চিত্ত আকর্ষণী,
হরি ল'য়ে তব চিত।
দিবে সমাদরে, গোপিনী নিকরে,
তোমা করি চঞ্চলিত॥
মন হারা হ'য়ে, বন অন্বেষিয়ে,
ভুলি গোচারণ কাজ।

যথা বেণু গীত, তথা উপনীত,
হইবে গোপীর মাঝ ॥
আপন মন্দিরে, নীল সুধাকরে,
হেরিয়া উদীয়মান।
বিরহ অনল, করিয়া শীতল,
সকলে জুড়াবে প্রাণ ॥
ওহে শ্যামরায়, শিখাও আমায়,
বংশিস্বর সবিশেষ।
দিব বিনিময়, যাহা কিছু রয়,
প্রাণ মাত্র অবশেষ ॥

বাঁশী কৃষ্ণনাম, যেন করে গান,
রাধাধরে অবিরাম।
এই অভিলাষে, রাধা প্রিয় পাশে,
চাহেন শিখিতে গান ॥
বাঁশরীতে সদা, নাম রাধা-রাধা,
নিজ চিত্ত অপহারী।
করিয়া আদর, শিখান সে স্বর,
সুচতুর বংশীধারী ॥
ধর হে কিশোরি, বিনোদ বাঁশরী,
সুবিম্ব অধরে দাও।

রন্ধ্র অনুক্রমে, অঙ্গুলী চালনে,
আনন্দে প্রেয়সি গাও ॥
হাঁসিয়া কৌতুকে, বাঁশি দিয়া মুখে,
হেরিয়া শ্যামল চাঁদে।
বাজালেন ধনী, উঠে তাহে ধ্বনি,
'এস প্রেমময়ি রাধে' ॥
আপনার মুখে, আপনারে ডাকে,
শুনি রাধা বিনোদিনী।
কহেন বাঁশরি, রাধা নাম ছাড়ি,
কর কৃষ্ণ কৃষ্ণ ধ্বনি ॥
শুন ওহে বেণু, আমি নই কাণু,
পরনারা মন চোর।
হই কৃষ্ণদাসী, জানিও হে বাঁশি,
আজি হও তুমি মোর ॥
রাধা নাম ধরি, দিবা বিভাবরী,
বাজিয়া শ্যামের মুখে।
গোপের কামিনী, কানন-চারিণী,
করিয়া মজালে দুঃখে ॥
আজি রাধাননে, কৃষ্ণ নাম গানে,
সুধা কর বরিষণ।
গোপী গৃহে বসি, পিয়া দিবানিশি,
সুখে রবে অনুক্ষণ ॥

কৃষ্ণের চাতুরী, বুঝিয়া কিশোরী,
আপন অন্তর মাঝে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাম, জপিতে সে নাম,
হৃদয়মাঝারে বাজে॥
চমকি কিশোরী, হাঁসি বাঁশি ধরি,
পুন করিলেন গান।
উঠে বংশি-স্বন, ব্যাপিয়া ভুবন,
কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাম রাম॥
হরে কৃষ্ণ রাম, হরে কৃষ্ণ রাম,
কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাম রাম।
বংশিধারী শ্যাম, মন অভিরাম,
কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাম নাম॥
বাঁশি নিজ রীত, হইল বিস্মৃত,
শুনিয়া সুন্দর শ্যাম।
গায় বাঁশি মুখে, মুখ দিয়া সুখে,
রাধা কৃষ্ণ রাম রাম॥
মধুর ললিত, নব বেণু গীত,
হরিল সখীর মন।
হইয়া বিস্মিতা, কহেন ললিতা,
এ কি ধ্বনি সখি শোন॥
কে আজি বাজায়, ত্রিলোক মজায়,
কৃষ্ণ নামামৃত গায়।

এ তিন ভুবনে, মুরলীর গানে,
কে করে শ্যামেরে জয়॥
চলরে বিশাখা, যদি পাই দেখা,
অন্বেষিয়া বন স্থান।
সঙ্গে ল'য়ে তারে, সখী শ্রীরাধারে,
শুনাইব নাম গান॥
শুন শুন সখি, পুন ধ্বনি ওকি,
জোড়ে গায় দুটি নাম।
আয়রে ত্বরায়, দেখিব তাহায়,
কে আসিল ব্রজধাম॥

চাঁদের কিরণ, আলো করে বন,
তিমির হরণ করি।
ধরে অনুপম, জলদ সুষম,
বিমল চন্দ্রমা ধরি॥
কাননে প্রবেশি ধীরি, শোভার সম্পদ হেরি,
ললিতা কহেন সখীপাশে।
দেখ হে বিশাখা সখি, কালিন্দীসলিলে একি,
আনন্দে কুমুদবন্ধু ভাসে॥
সোণার কমলে ঘেরি, দেখ রহে নীলগিরি,
ইন্দীবরে ফলিল কনক।

তরুণ তমালে ধরি, হেমলতা চয় ঘেরি,
দেখ তায় ফুটেছে চম্পক ॥
আজি মরকত মণি, লভি চন্দ্রকান্তমণি,
রাখে তারে গোপন করিয়া।
দেখ নীল নভোপরি, দামিনী চমক ছাড়ি,
বলাহকে র'য়েছে ঘেরিয়া ॥
বিশাখা কহেন সখি, ত্রিলোকে কভু না দেখি,
কি দিব উপমা তবে আর।
থাকিলে বিধির বিধি, সে বিধিরো এই নিধি,
জ্ঞানাতীত আনন্দ ভাণ্ডার ॥

অরিষ্টাসুর-বধলীলা।

কংসের প্রেরিত, ব্রজে আচম্বিত,
বৃষভের রূপ ধরি।
দুষ্ট খল ক্রূর, অরিষ্ট অসুর,
আসিল নাশিতে পুরী ॥
তার পদক্ষেপে, মহীতল কাঁপে,
ক্ষুরধারে হয় ক্ষত।
শরীর প্রকাণ্ড, বিক্রম প্রচণ্ড,
নেত্রদ্বয় বিস্তারিত ॥

ককুদের অন্ত, গগন পর্য্যন্ত,
তাহে যেন মেঘগণ।
গিরিশৃঙ্গ বোধে, প্রবেশি ককুদে,
বাস করে অনুক্ষণ॥
সুতীক্ষ্ণ বিষাণে, বিদারে পাষাণে,
চাটে ওষ্ঠ ঘন ঘন।
লাঙ্গুল ঘুরায়, বিষ্ঠা লিপ্ত গায়,
ভয়ঙ্কর দরশন॥
ভীষণ চীৎকার, সাহস দুর্ব্বার,
যুদ্ধসাজে আসে দ্রুত।
গোধন সকল, ব্রজ পশু দল,
পলায় হইয়া ভীত॥
গর্ভ গর্ভিণীর, পড়য়ে অচির,
প্রসূতিও অচেতন।
হইয়া আকুল, গোপ গোপীকুল,
আসি কৃষ্ণ-শ্রীচরণ॥
লইয়া আশ্রয়, কহে দয়াময়,
রক্ষ হে গোকুলনাথ।
আজি পশুকুল, হইবে নির্ম্মূল,
ব্রজবাসিগণ সাথ॥
অভয় প্রদান, করি ধাবমান,
হইলেন কৃষ্ণ বেগে।

যথায় বৃষভ, করি ঘোর রব,
ক্ষিতি বিদারয়ে রাগে ॥
মহা পরাক্রমে, বাহু আস্ফোটনে,
কহিলেন বৃষভেরে।
ওরে মন্দ খল, বৃথা তোর বল,
এখনি বধিব তোরে ॥
ওরে দুরাচার, কিবা অপকার,
করিবি রে বৃন্দাবনে।
ব্রজের পালক, খলের শাসক,
আমাদের বিদ্যমানে ॥
কহিয়া আনন্দে, সহচর স্কন্ধে,
অর্পিয়া আপন কর।
বধেচ্ছায় সুখে, দাঁড়ান সম্মুখে,
যেন গজে গজবর ॥
কটাক্ষ নিক্ষেপে, দ্রুত পদক্ষেপে,
আসে কৃষ্ণে বধিবারে।
হাসিয়া অঘারি, দুটী শৃঙ্গ ধরি,
ঠেলিয়া ফেলেন দূরে ॥
হ'য়ে ভূপতিত, উঠিয়া ত্বরিত,
ঘর্ম্মময় কলেবরে।
ধায় পুনর্ব্বার, করিতে সংহার,
ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরে ॥

পদ আক্রমণে, পুনঃ ফেলি ভূমে,
কৃষ্ণ কালান্তক প্রায়।
উপাড়ি বিষাণে, বধিলেন প্রাণে,
আঘাত করিয়া তায়॥
মরিল বৃষভ, মহা মহোৎসব,
পুষ্প বর্ষে দেবগণ।
পরম আনন্দে, গোপালক বৃন্দে,
কৃষ্ণে করে আলিঙ্গন॥
স্তবন বন্দনে, আশীষ বচনে,
কৃষ্ণ বলরাম সনে।
ব্রজবাসিগণ, আনন্দে মগন,
চলিলেন নিকেতনে॥

কেশিদৈত্য-বধলীলা।

অরিষ্ট নিধন, করিয়া শ্রবণ,
ভয়াতুর কংসরাজ।
পাঠায় সত্বরে, কেশি-দানবেরে,
ক্রোধে নন্দ-ব্রজমাঝ॥
মহা বলবান, অতি বেগবান,
ধরিয়া ঘোটক-কায়।

আসে ব্রজপুরে, ক্ষুর-ধূলা উড়ে,
ব্রজ হৈল কুহুময়॥
ক্ষুরধারে ক্ষত, হইয়া কম্পিত,
পৃথ্বী করে টলমল।
কেশের আঘাতে, ছিঁড়িয়া জলদে,
ঘুরায় বিমান দল॥
ঘোর হ্রেষা রব, শুনি প্রাণিসব,
স্তব্ধ প্রায় অচেতন।
ব্রজবাসিগণ, ব্যাকুলিত মন,
ভয়ে করে পলায়ন॥
কৃষ্ণ হাসি হাসি, সবারে আশ্বাসি,
সুখে হ'য়ে বহির্গত।
সমীপে তাহারে, আনিতে সত্বরে,
গর্জ্জেন সিংহের মত॥
কৃষ্ণ অন্বেষক, দুরন্ত ঘোটক,
নিজ আহ্বান জানি।
ভীষণ চীৎকারে, কঠোর হাঁকারে,
ধায় দিয়া প্রতিধ্বনি॥
দেখি কৃষ্ণচন্দ্রে, পরম আনন্দে,
ছুটিল গ্রাসের আশে।
বদন বিবর, যেন গুহাবর,
গিলিবে একই গ্রাসে॥

কুপিত হৃদয়ে, পিছু পদ দ্বয়ে,
কৃষ্ণে বধিবার আশে।
করিল প্রসার, দুর্জ্জেয় দুর্ব্বার,
কিন্তু কৃষ্ণ অনায়াসে॥
হাসি পদ ধ'রে, ঘুরাইয়া তারে,
ফেলিলেন বহু দূরে।
দুষ্ট অশ্ব খল, হারাইয়া বল,
অচেতন হই পড়ে॥
পাইয়া চেতন, উঠি সেই ক্ষণ,
অতিশয় ক্রোধভরে।
স্বর্গ মর্ত্ত্য যুড়ি, বদন বিস্তারি,
ধায় কৃষ্ণে গিলিবারে॥
অতি বেগ রঙ্গে, দনুজ তুরঙ্গে,
নিজ সন্নিধানে হেরি।
বদন সুড়ঙ্গে, শ্রীভুজ ভুজঙ্গে,
প্রবিষ্ট করায়ে হরি॥
হ'য়ে আনন্দিত, করেন বর্দ্ধিত,
মহাকায় অশ্বোদরে।
অভীষ্ট পদার্থ, নিজ মুখ-গত,
দেখি অশ্ব হর্ষভরে॥
করিতে চর্ব্বণ, করিয়া মনন,
দংশিল করিয়া বল।

অগ্নিসম স্পর্শে, দন্তগুলি খসে,
পড়ি গেল ভূমিতল ॥
ক্রমে বায়ুরোধ, ঘুচিল বিরোধ,
ঘর্ম্মে দেহ কম্পমান।
হাত পা আছাড়ে, দেহ ফাটি পড়ে,
প্রাণ হৈল অবসান ॥
কেশীর শরীর, হইতে বাহির,
করিয়া আপন কর।
সখাগণ সনে, চলিলেন বনে,
পুষ্প বর্ষে দেববর ॥

ব্যোমাস্থর-বধলীলা।

এক দিন বনে, গোচারণ স্থানে,
ব্যোমাস্থর দুষ্ট খল।
গোপশিশু প্রায়, ধরি নিজ কায়,
খেলে করি নানা ছল ॥
হ'য়ে দুই দল, বালক সকল,
খেলে মেষ-রূপ ধরি।
কেহ চৌর প্রায়, লইয়া পলায়,
অলক্ষিতে শিশু হরি ॥

ব্যোম মায়াধারী, গোপ-রূপ ধরি,
একেএকে শিশু হরে।
পর্ব্বত গহ্বরে, ফেলি অন্ধকারে,
পাষাণ চাপায়ে দ্বারে ॥
সব হরি লয়, শিশু পাঁচ ছয়,
আছে মাত্র অবশেষ।
দেখি কার্য্য তার, হরণ ব্যাপার,
বুঝিলেন হৃষীকেশ ॥
পুন শিশু ল'য়ে, যাইতে নির্ভয়ে,
দেখি নরসিংহ হরি।
মহা পরাক্রমে, ফেলিলেন ভূমে,
সে-ও নিজরূপ ধরি ॥
হইতে মোচন, করে নানা ক্রম,
তাহাও নিষ্ফল হয়।
হইয়া কাতর, ত্যজে কলেবর,
ব্রজ নিষ্কণ্টক হয় ॥
সহ ব্রজবাসী, নন্দপিতা আসি,
কৃষ্ণে করে আলিঙ্গন।
কৃষ্ণগুণগণ, করেন বর্ণন,
সুখে অনুচরগণ ॥
স্বর্গে দেবগণ, পুষ্প বরিষণ,
করেন দুন্দুভিধ্বনি।

সহ সখীগণ, করিয়া দর্শন,
শ্রীরাধা কহেন বাণী ॥
নাশি ব্রজ-অরি, বাজায়ে বাঁশরি,
ক্রীড়া কৌতুক রঙ্গে।
মন অভিরাম, নব ঘন শ্যাম,
সহচরগণ সঙ্গে ॥
লইয়া গোধন, ব্রজে আগমন,
করিলেন সহচরি।
জুড়াইল মন, তাপিত জীবন,
ও রূপ মাধুরী হেরি ॥
শোভে বক্ষোপরে, মণিময় হারে,
জলদে বিজরী মালা।
গোধূলিতে ব্যাপ্ত, মালা বিরাজিত,
তাহে অলি করে খেলা ॥
গলিত কাঞ্চন, বরণ বসন,
চরণকমলে দোলে।
প্রাতর মিহিরে, যেন ধীরে ধীরে,
নীল-উতপলে খেলে ॥
শুন সহচরি, সঙ্কেত বাঁশরী,
ওই পুনঃপুন বাজে।
কর নিরূপণ, আজি কোন্ বন,
সাজিল ফুলের সাজে ॥

বনবিহার।

(ললিতার উক্তি)

কালিন্দীর তীরে, শ্রীধীর সমীরে,
অভিসারে চল ধনি।
বিশদ বসন, কর পরিধান,
আজি পূর্ণ নিশামণি॥
এসহে শ্রীরাধে, বেঁধে দিব সাধে,
চাঁচর চিকুর ভার।
জিনি ভুজঙ্গিনী, বিনাইয়া বেণী,
তাহে দিব ফুল হার॥
কৃষ্ণ মনোহর, চূড়া শিরোপর,
দিব সে গাঁথিয়া ফুলে।
বিবিধ কুসুমে, কুণ্ডল যতনে,
রচি দিব কর্ণমূলে॥
স্বর্ণ মণিময়, ভূষণ নিচয়,
ত্যজিয়া রতন মতি।
ফুল শতনরি, দিব কণ্ঠোপরি,
নাসিকায় ফুল মতি॥
ফুলের ভূষণ, বলয় কঙ্কণ,
পরাব মৃণাল ভুজে।

রচি দিব আর, বকুলের হার,
ক্ষীণ কটিতট মাঝে ॥
চরণ কমলে, রাঙ্গা রাঙ্গা ফুলে,
নূপুর পরায়ে দিব।
বহিবে নীরবে, কেহ না জানিবে,
অবাধে কাননে যাব ॥
চল চল ধনি, শ্যাম বিনোদিনি,
সময় হইল গত।
পুলিনের মাঝে, কিশোর বিরাজে,
নিরখিয়া তব পথ ॥
পূর্ণ দ্বিজমণি, ধরিয়া যামিনী,
জ্বালিল উজ্জ্বল বাতি।
বসন্ত পবন, বিধু-সুধাকণ,
ধরি বহে মন্দগতি ॥
নব কিশলয়, ধরি মৃদু-বায়,
দুলিছে লতিকাসনে।
মত্ত অলিকুলে, দুলি ফুলে ফুলে,
গাইছে মধুর স্বনে ॥
যমুনা তরঙ্গে, দোলে নানারঙ্গে,
কুমুদী প্রফুল্ল মনে।
কোমল কিরণ, করি আলিঙ্গন,
প্রিয়মুখ সন্দর্শনে ॥

নবীন মুকুলে, পিক দলে দলে,
রসপানে কুতূহলে।
গাইয়া পঞ্চম, স্বরে হরি মন,
নবশাখা'পরে দোলে॥
উচ্চ তরুগণে, মলয় পবনে,
তুলি শিখা সঞ্চালনে।
ডাকিছে সাদরে, কানন বিহারে,
চল রাধে ত্বরা বনে॥

বৃন্দা বিপিনে, রাধিকাসনে,
গোকুল যুবরাজ।
নর্ত্তক বেশে, রঙ্গে প্রবেশে,
অঙ্গেতে ফুলসাজ॥
পুষ্পের চূড়ে, শিরসি' পরে,
ঝঙ্কারে অলিচয়।
চঞ্চল আঁখি, ভঙ্গিমা দেখি,
খঞ্জন পরাজয়॥
মল্লিকাফুলে, কুণ্ডল দোলে,
কর্ণেতে অবিরাম।
রঙ্গিমাধরে, বংশিকা ধরে,
মূর্চ্ছনা স্বরগ্রাম॥

পুষ্প রচিত, মাল্যে শোভিত,
নর্ত্তন অনুপাম।
চন্দনে ঢাকা, ভঙ্গিমা বাঁকা,
লজ্জিত হেরি কাম॥
ব্রজ সুন্দরী, মণ্ডলি করি,
কৃষ্ণে ঘেরি সকলে।
নৃত্য বিলাসে, প্রেম আবেশে,
মগ্না রূপ হিল্লোলে॥

কংস-নারদ-সংবাদ।

একদিন সভামাঝে, কহিলেন কংসর
আসিয়া নারদ তপোধন।
ব্রজে রাম কৃষ্ণনাম, শিশু মহা বল
তারা নহে যশোদানন্দন॥
বসুদেব তব ভয়ে, নিজ দুই শিশু
সঙ্গোপনে রাখে নন্দালয়ে।
দেবকীর গর্ভে জন্মা, বিখ্যাত অষ্টমে
সেই হয় যশোদার মেয়ে॥
অসুর নিধন কাজে, জন্মিল অবনী
নর নহে দোঁহে নারায়ণ।

ধরিয়া অদ্ভুত বল, বধিল অসুর দল,
তোমারেও করিবে নিধন ॥
শুনি কংস অতি বেগে, ধরিল সুতীক্ষ্ণ খড়্গে,
ক্রোধে ঘুরে আরক্ত লোচন।
মৃত্যু ভয়ে কম্পমান, হয় ত্বরা ধাবমান,
বসুদেবে করিতে নিধন ॥
দেখিয়া দেবর্ষি, কহিলেন হাসি,
এ নহে বুদ্ধির কাজ।
পিতার নিধনে, শিশু দুই জনে,
লুকাবে গহন মাঝ ॥
তাহাদের কর্ম্ম, দেবের অগম্য,
অন্যে কে বুঝিতে পারে।
তুমি শূররাজ, বুঝি কর কাজ,
সদ্‌যুক্তি অনুসারে ॥
নিষেধ মানিয়ে, বধে ক্ষান্ত হ'য়ে,
নিজ মৃত্যু হেতু জানি।
বসু-দেবকীরে. রাখে কারাগারে,
নিগড়ে বান্ধিয়া আনি ॥
অসুরের কাজ, দেখি মুনিরাজ,
চলিলেন অন্যস্থানে।
ধরি বীণাতান, হরিগুণগান,
গাহিয়া প্রফুল্লমনে ॥

কংস-অক্রূর-সংবাদ।

অসুর দুর্ম্মতি, করিয়া যুকতি,
রাম কৃষ্ণে বধতরে।
কেশি-ব্যোমাসুরে, পাঠায় সত্বরে,
ব্রজে নন্দরাজ পুরে॥
তাহাদের নাশ, শুনি পাই ত্রাস,
ডাকি কংস মন্ত্রিগণে।
কহে বীরগণ, বধ' এইক্ষণ,
মম শত্রু কৃষ্ণরামে॥
শুনি তৎক্ষণ, গমনে উদ্যম,
করিল অসুরগণ।
দেখি কংস কহে, শূরগণ ওহে,
শুন মোর এবচন॥
কৌশলে এখানে, আনি বধ' প্রাণে,
মল্লযুদ্ধ ক্রীড়া ছলে।
যদি তাহে বাঁচে, উপায় সে আছে,
দিব হস্তিপদতলে॥
আজি ক্রীড়াস্থান, করহে নির্ম্মাণ,
মঞ্চ বাঁধ' সভাস্থলে।
যেন সর্ব্বজন, আসিয়া দর্শন,
করে তথা অবহেলে॥

হবে নানা রঙ্গ,
যদুরাজ পুরমাঝ।
আন সর্ব্বজন, যাহা প্রয়োজন,
নগর সাজাও আজ ॥
যজ্ঞ মহোৎসবে, ভূতেশ্বর দেবে,
দিবে পশু বলিদান।
হইয়া সন্তুষ্ট, আমার অরিষ্ট,
নাশিবেন ভগবান ॥
দাও হে সত্বরে, ঘোষণা নগরে,
পৌর-জনপদ-বাসি।
যেন সর্ব্বলোকে, আসি দেখে সুখে,
চতুর্দ্দশী দিন আসি ॥
ওহে হস্তিপাল, মাতঙ্গ বিশাল,
ল'য়ে কুবলয়াপীড়ে।
শিশুদ্বয়ে মারি, নিরাপদ করি,
সন্তুষ্ট করিবে মোরে ॥
মূঢ় কংসরাজ, বসি সভামাঝ,
আজ্ঞাদিয়া মন্ত্রিগণে।
যদুবংশোদ্ভুত, সদ্‌গুণযুত,
শ্রীঅক্রূরে সন্নিধানে ॥
আনায়ে সাদরে, ধরি তার করে,
কহে প্রীতি সহকারে।

ওহে প্রিয়মিত, কিছু মোর হিত,
কর এই অবসরে ॥
অহিতকারক, প্রায় সর্ব্বলোক,
হয় মম বৈরিসম।
তোমাবিনা আর, মোর উপকার,
কে করিবে অন্যজন ॥
কহি একারণ, যথা সুরগণ,
বিষ্ণুরে আশ্রয় ধরি।
নিজ প্রয়োজন, সাধে অনুক্ষণ,
অসুরে নিধন করি ॥
আমিও তেমন, করিছি মনন,
তব সহায়তা গুণে।
বসুর নন্দন, আছে দুইজন,
নন্দগৃহে ব্রজবনে ॥
তোমার দ্বারায়, তাদিগে এথায়,
আনাইয়া সযতনে।
মল্লযুদ্ধ-ছলে, বধিব কৌশলে,
চিরশত্রু কৃষ্ণরামে ॥
পরে বসু আদি, যাহারা বিরোধী,
বধ করি সবাকারে।
রাজ্যলোভী পিতা, কাটি তার মাথা,
ফেলাব কালিন্দীনীরে ॥

তাহার সুহৃদ, হইয়া তাপিত,
আপনি মরিবে প্রাণে।
তথাপিও বধ, করিয়া আপদ,
ঘুচায়ে নিশ্চিন্ত মনে॥
গুরু জরাসন্ধে, লইয়া আনন্দে,
নরক দ্বিবিদ সখা।
ল'য়ে একেশ্বর, হ'য়ে দণ্ডধর,
রাজত্ব করিব একা॥
যাও মিত্র ওহে, নন্দগোপগৃহে,
কহ গিয়া সমাদরে।
ধনুর্যজ্ঞ খেলা, হবে মল্ললীলা,
চতুর্দ্দশী দিনে পুরে॥
ব্রজবাসিগণ, সহ উপায়ন,
ল'য়ে করি আগমন।
জগ-মনোলোভা, রাজপুর শোভা,
করিবেক দরশন॥
মম রথে চড়ি, গিয়া ত্বরা করি,
তথা কৃষ্ণ-বলরামে।
এ নব স্যন্দনে, বসায়ে যতনে,
আনিবে হে প্রাণপণে॥

(অক্রূরের উক্তি)

শুনহে রাজন, এরূপ মনন,
তব যোগ্য কভু নয়।
ভাগ্যে যাহা রয়, ফল তা-ই হয়,
এই কথা সুনিশ্চয় ॥
দৈব প্রতিকূলে, আশা নাহি ফলে,
জানিয়াও প্রায় লোকে।
করে সেই কাজ, তাহে কভু লাজ,
কভু পড়ে হর্ষশোকে ॥
তথাপিও মিতা, কহিলে যে কথা.
তাহা আমি শিরে ধরি।
তাদিগে ত্বরায়, আনিতে এথায়,
যাব কল্য ব্রজপুরী ॥
কংস মনোরথ, আশা ধরে যত,
তাহা কহি মন্ত্রিগণে।
করিয়া বিদায়, যায় নিজালয়,
কার্য্যসিদ্ধি ভাবি মনে ॥

নারদ-শ্রীকৃষ্ণ-সংবাদ।

গোকুলে দেবর্ষি, আসি হাসি হাসি,
কৃষ্ণে করি সম্বোধন।
কহেন নির্জ্জনে, কেহ নাহি শুনে,
কৃষ্ণ বিনা অন্যজন॥
আনন্দ চিন্ময়, ওহে গুহাশয়,
কৃষ্ণ কৃষ্ণ সর্ব্বাত্মন।
যোগেশ্বরেশ্বর, জগত ঈশ্বর,
বাসুদেব জনার্দ্দন॥
গূঢ় সাক্ষী ঈশ, প্রভু পরমেশ:
বিশ্বাবাস স্বেচ্ছামষ়।
রাগদ্বেষ শূন্য, বুদ্ধির অগম্য,
বিভুরূপি সর্ব্বাশ্রয়॥
কাষ্ঠে যথা অগ্নি, জলে বাড়বাগ্নি,
পয়োমাঝে নবনীত।
তথা ঘটে ঘটে, থাকিয়া নিকটে,
মনোনেত্র অন্তরিত॥
তোমার মহিমা, নাহি পান সীমা,
শেষ, অন্যে সাধ্য কার।
তুমি কৃপা ক'রে, জানাও যাহারে,
সে তোমার তুমি তার॥

কোটি কোটি বার, করি নমস্কার,
ওহে দেব চক্রপাণি।
প্রভু পরাৎপর, তব অগোচর,
কি আছে ত্রিলোকস্বামি॥
হইয়া স্বাধীন, মায়ারে অধীন,
করিয়া গুণাদি দ্বারে।
সৃষ্টি স্থিতি লয়, কর সমুদয়,
থাকিয়া মায়ার পারে॥
অসুর নিধন, সাধুর রক্ষণ,
হেতু তব অবতার।
সে সত্যপালন, কর জনার্দ্দন,
হরিয়া ভূমির ভার॥
তেজস্বী অমিতকায়, কিন্তু ধরি শিশুকায়,
করিছ হে অসুরবিনাশ।
দেখিয়াও জনার্দ্দন, শ্রীচরণে নিবেদন,
সজ্জনের দূর কর ত্রাস॥
তোমার বাহুর বল, করি অতি সুকৌশল,
বধকরে কেশিদানবেরে।
যাহার হ্রেষিতরবে, ভয়ে তিনলোক কাঁপে,
দেবগণ পলাইত ডরে॥
নৃপরূপে দৈত্যগণ, রাক্ষস অসুরগণ,
জনমিয়া অবনী ভিতরে।

করে সাধু উৎপীড়ন, তাহাদের নির্য্যাতন,
করি পৃথ্বী রাখুন সুস্থিরে ॥
কংস-চানূরাদি, মল্ল মুষ্টিকাদি,
তথা কুবলয়াপীড়ে।
দেখিব পরশু, সকলে গতাসু,
তব ভুজদণ্ড দ্বারে ॥
পরে ক্রমাগত, দেখিব নিহত,
মুর নরকাদি গণে।
অন্য অসুরাদি, যারা রাজোপাধি,
ধরি ভ্রমে ত্রিভুবনে ॥
পরে বীর্য্যপণে, রাজকন্যা গণে,
বিভা করি দ্বারকায়।
দেবেন্দ্রে জিনিয়ে, পারিজাত ল'য়ে,
নিজোদ্যানে রোপি তায় ॥
মণি অপবাদে, গিয়া গিরিগর্ত্তে,
দেখা দিয়া জাম্বুবানে।
মণি উদ্ধারিয়ে, সত্রাজিতে দিয়ে,
দেখাবেন সর্ব্বজনে ॥
পালি নিজধর্ম্ম, অদভুত কর্ম্ম,
করিবেন ভূমণ্ডলে।
যাহা কবিগণ, করিয়া বর্ণন,
জীব নিস্তারিবে হেলে ॥

আজ মধুপুর, হইতে অক্রূর,
আসিবেন ব্রজধামে।
যজ্ঞ দরশনে, তোমা দুইজনে,
লইবারে নিমন্ত্রণে॥
ভক্তশ্রেষ্ঠ মুনি, এ সকল বাণী,
কহি কৃষ্ণ-আজ্ঞা ল'য়ে।
গোবিন্দ দর্শন, আনন্দে মগন,
চলে বীণা বাজাইয়ে॥

অক্রূরের বৃন্দাবন-গমন।

আপন ভবন, করি আগমন,
শ্রীঅক্রূর মহামতি।
পরিজন সনে, কৃষ্ণ আলাপনে,
আনন্দে বঞ্চিয়া রাতি॥
নিশা অবসানে, উৎকণ্ঠিত মনে,
শুভযাত্রা ত্বরা করি।
রথ আরোহণে, গোবিন্দ স্মরণে,
চলিলেন ব্রজপুরী॥
কৃষ্ণের চরণ, চিন্তার কারণ,
ভক্তি লভ্য তাঁর হয়।

তাহাতে শ্রীমূর্ত্তি, চিত্তে পায়ে স্ফূর্ত্তি,
বিস্ময়ে বিচারি কয় ॥
কিবা ব্রতফল, কিবা তপোবল,
কিবা মন্ত্র সুসাধনে।
অথবা ব্রাহ্মণে, দীন দুঃখিগণে,
তুষিয়াছি কোন ধনে ॥
যে কর্ম্মের বশে, পাব অনায়াসে,
শ্রীকৃষ্ণের দরশন।
এ নহে সম্ভব, দেবের দুর্ল্লভ,
যাঁর রাঙ্গা শ্রীচরণ ॥
বিষয়ে তাপিত, ভ্রম অন্ধ চিত,
কৃষ্ণ ষড়ৈশ্বর্য্য ময়।
যাঁর পদ-বারি, ত্রিলোক উদ্ধারি,
শিব-শিরে বিরাজয় ॥
সে পদ মহিমা, কে করিবে সীমা,
যাহা অজ ভব আদি।
সহ সুরগণ, করেন অর্চ্চন,
ভক্তিভাবে নিরবধি ॥
যে চরণ শোভা, হেরি হয় লোভা,
আপনি কমলা দেবী।
প্রীতি অভিলাষে, রহিলেন পাশে,
হইয়া চরণ-সেবী ॥

মুনি ঋষিগণ, যাহা ভক্তগণ,
ধ্যান যোগে হৃদে ধরে।
কাননে ভ্রমণ, করে যে চরণ,
কৃপায় পশুর তরে॥
যে পদ কমলে, চন্দ্র নখ-ছলে,
বিরাজিত অনুক্ষণ।
যাহার কিরণ, ধরি রাজগণ,
ভবার্ণবে পার হন॥
জিনি কোকনদ, রাতুল সে পদ,
বজ্রাদি চিহ্নিত যায়।
গোপাঙ্গনার্চ্চিত, কুঙ্কুমে অঙ্কিত,
ভক্ত হৃদে যাহা রয়॥
ফুল্ল ইন্দীবর, কান্তি মনোহর,
নয়ন কমল দল।
সহাস্য ঈক্ষণে, সুধা বরিষণে,
যাহা ভক্তে দেয় বল॥
ঈষৎ অরুণে, শোভিত আননে,
কুটিল কুন্তল চয়।
নাসিকা সুন্দর, সুরঙ্গ অধর,
গণ্ডযুগ দীপ্তি ময়॥
হরিতে,ভূভার, নর অবতার,
স্ব-ইচ্ছায় ভগবান।

তিনি কি দর্শন, দিবেন এক্ষণ,
মোরে হ'য়ে কৃপাবান ॥
না করি উপেক্ষা, যদি দেন দেখা,
কৃষ্ণচন্দ্র নরহরি।
লাবণ্যের ধাম, তনু অনুপাম,
হেরিয়া নয়ন ভরি ॥
ধরম করম, আঁখি এ জনম,
সফল মানিয়া তায়।
লভি পরমার্থ, হইব কৃতার্থ,
না রবে শমনভয় ॥
বুঝি এ উৎসব, নহে অসম্ভব,
যথা নদী-বেগ-বলে।
হ'য়ে ভাসমান, তৃণ কূলে স্থান,
পায় কভু অবহেলে ॥
তথা কাল-বেগে, কোন শুভ যোগে,
হইয়াও নীচাধম।
আজি এইক্ষণ, পাইব দর্শন,
যোগীর আরাধ্য ধন ॥
সৃজন পালন, প্রলয় কারণ,
দৃষ্টিমাত্র হয় যাঁর।
রাগ দ্বেষ হীন, বিকার বিহীন,
যিনি নিত্য নির্ব্বিকার ॥

মায়ারে অধীন, করি নিজাধীন;
যিনি ইচ্ছা শক্তি দ্বারে।
ধরি কলেবর, শ্রীশ্যাম সুন্দর,
বিহরিয়া ব্রজপুরে ॥
ভক্তে ভক্তিদানে, প্রেম বিতরণে,
সুখী করি নিজ জনে।
পশু পক্ষি সনে, ক্রীড়ায় কাননে,
ভ্রমেন আনন্দ মনে ॥
ভুবন পাবন, যাঁর গুণগণ,
ত্রিলোকের পাপ নাশি।
করে পবিত্রিত, পাপীরে জীবিত,
বরষি অমৃত রাশি ॥
নয়নাভিরাম, কৃষ্ণ বলরাম,
সাধুজন গুরু গতি।
ত্রিভুবন সার, রূপ চমৎকার,
কমনীয় শ্রীমূরতি ॥
হেরিব নয়নে, আশা ধরে মনে,
কারণ প্রভাত কালে।
বহু সুমঙ্গল, দেখিনু সকল,
যা না দেখি কোন কালে ॥
হরিণ খঞ্জন, করে বিচরণ,
মোরে করি প্রদক্ষিণ।

বুঝি মনোরথ, হইবে ফলিত,
আজি ভাগ্যে শুভদিন ॥
প্রভু জগন্নাথ, যখন সাক্ষাত,
হইবেন পথ মাঝে।
তখনি নামিয়ে, দণ্ডবৎ হ'য়ে,
লোটায়ে ব্রজের রজে ॥
ত্রিলোক দুর্ল্লভ, মনোনেত্রোৎসব,
চরণ রাজীব রাজ।
হেরিয়া নয়ন, দেহ গৃহ ধন,
সফল করিব আজ ॥
সখা গোপগণে, কৃষ্ণ প্রিয় জনে,
সবারে প্রণাম করি।
পুরুষ প্রধান, রূপ অভিরাম,
হেরিব নয়ন ভ'রি ॥
নিজ পদ প্রান্তে, প্রপন্ন একান্তে,
পতিত আমারে হেরি।
প্রসারিয়া ভুজ, শ্রীপাণি পঙ্কজ,
দিবেন কি শিরোপরি ॥
সে কর কমল, পতিতের বল,
শরণার্থি ভয়হারি।
যাহাতে অর্হণ, করি সমর্পণ,
ইন্দ্র স্বর্গ অধিকারী ॥

যাহে যজ্ঞস্থানে, বলি বারি-দানে,
পাতালে রাজত্ব করে।
মুক্তি ইচ্ছু জনে, সংসার তারণে,
যাহা লয় ভব পারে ॥
যাহা সুরভিত, করে আমোদিত,
অনুরক্ত জন গণে।
নৃত্যশ্রম ভরে, ক্লান্তি দূর করে,
যাহে রাসে গোপীগণে ॥
সেই কর দ্বয়, বিতরি অভয়,
ত্রিতাপে তাপিত প্রাণে।
করিয়া শীতল, দিবেন কি বল,
ভক্তিহীন এই জনে ॥
কংসের প্রেরিত, হ'য়ে তার দূত,
যাইতেছি ব্রজধামে।
কৃষ্ণ আমা প্রতি, 'এ মোর অরাতি,'
না করিবেন কভু মনে ॥
তিনি ভগবান, সর্ব্বশক্তিমান,
সবাকার অন্তর্যামী।
রহি অভ্যন্তরে, যে যা ভাব ধরে,
অবশ্য জানেন তিনি ॥
কৃতাঞ্জলিপুটে, চরণ নিকটে,
লুণ্ঠিত দেখিয়া মোরে।

অনন্য শরণ, মম বন্ধুজন,
স্মরি কৃপা দৃষ্টি দ্বারে ॥
করি সম্ভাষণ, যদি আলিঙ্গন
দেন কৃষ্ণ সেইক্ষণ।
তবে এ হৃদয়, হইবে নির্ভয়,
দূরে যাবে পাপ তম ॥
তাহে হ'য়ে শুদ্ধ, মুক্ত কর্ম্মবন্ধ,
কৃতার্থ হইয়া পুন।
করিলে প্রণাম, কৃষ্ণ বলরাম,
'উঠ তাত সুহৃত্তম ॥
ওহে তাত বল, সবার কুশল,'
ইত্যাদিক সম্ভাষণে।
অবনত মোরে, দেখিয়া সাদরে,
লবেন কি নিকেতনে ॥
প্রিয়াপ্রিয় তাঁর, সম ব্যবহার,
অরি মিত্র সম ভাব।
তথাপি যে তাঁরে, ভজে যে প্রকারে,
সেই মত তার লাভ ॥
অক্রূর এমত, চিন্তায় ব্যাপৃত,
লক্ষ্য না করেন পথ।
রবি অস্তাচলে, আসিয়া গোকুলে,
উপনীত হৈল রথ ॥

যেই পদরজ, ইন্দ্র ভব অজ,
অমরের শিরো ভূষা।
ভুবন ভূষণ, যেই রজ-কণ,
কমলা করেন আশা॥
যবাঙ্কুশধ্বজ, চক্রাদি নীরজ,
সুশোভিত যে চরণে।
ভক্তের অন্তরে, বাঞ্ছা পূর্ণ করে,
যে চরণ প্রতিক্ষণে॥
যাহা মনোরথে, দেখিলেন পথে,
লুকায় কি সে চরণ।
গোষ্ঠ কিছুদূর, থাকিতে অক্রূর,
দেখিলেন সে চরণ॥
রথ সংবরণ, হইল যখন,
চমকিয়া ভাগ্যবান্।
দেখেন গোকুল, গোপশিশু কুল,
মাঝে কৃষ্ণ বলরাম॥
কিশোর আকৃতি, দুইটি মুরতি,
শ্বেত শ্যাম অনুপাম।
তাহে মনোহর, আনন সুন্দর,
কোটী শশী জ্যোতির্ধাম॥
বিকচ কমল, নয়ন যুগল,
বর্ষে কৃপামৃত ধার।

পীন বক্ষঃ 'পরে, মণিমালা ধরে,
গলে বনফুল হার ॥
আজানুলম্বিত, ভুজ সুগঠিত,
লক্ষ্মীর নিবাস স্থান।
স্নাত অলঙ্কৃত, বাস নীল পীত,
কটিদেশে পরিধান ॥
দোঁহে তেজীয়ান, বলে বলীয়ান,
সুকুমার অবয়ব।
মহা পরাক্রমে, খেলেন দুজনে,
বলে করি পরাভব ॥
কস্তূরী চন্দন, অঙ্গে বিলেপন,
বনে পরিমল বয়।
শ্রীঅঙ্গ কিরণ, করিছে হরণ,
প্রদোষ তিমিরচয় ॥
ধবল শ্যামল, দুইটি অচল,
কনকে জড়িত যথা।
হয় শোভমান, কৃষ্ণ বলরাম,
ভূষণে ভূষিত তথা ॥
ভ্রমে দুই বীর, প্রশান্ত গম্ভীর,
বিম্বাধরে মৃদু হাস।
চরণের চিহ্ন ব্রজ করি ধন্য,
পূরায় ভকত আশ ॥

পুরুষ প্রধান, দোঁহে জগদ্ধাম,
আদিদেব কৃষ্ণ রাম।
জগতের পতি, ত্রিলোকের গতি,
জগ-হেতু ভগবান॥
হরিতে ভূভার, দোঁহে অবতার,
ভক্তে হ'য়ে কৃপাবান।
শ্রীরাম কেশব, ব্রজের উৎসব,
মূর্ত্তিভেদে দুটি নাম॥
হেরি রূপ ধাম, পূর্ণ মনস্কাম,
লম্ফে পড়ে ভূমিতলে।
বেগে অশ্রু বহে, রোমাঞ্চিত দেহে,
লোটায় চরণ তলে॥
নিজ পরিচয়, দিবার সময়,
না রহিল জ্ঞান লেশ।
পুলক শরীরে, বাক্য নাহি স্ফুরে,
জানিলেন হৃষীকেশ॥
ভকত অন্তরে, যাহা আশা ধরে,
বুঝি চক্রাঙ্কিত করে।
করি আকর্ষণ, দিয়া আলিঙ্গন,
তুলিলেন প্রীতি ভরে॥
কৃষ্ণ অঙ্গ স্পর্শে, আনন্দ-আবেশে
বিভোর বৈষ্ণববর।

দেহ পরিজন, সব বিস্মরণ,
ভাবে কাঁপে কলেবর ॥
প্রেমাশ্রু নয়নে, অঞ্জলি বন্ধনে,
রহেন আনতাননে।
হেরিয়া শ্রীরাম, দয়া গুণ ধাম,
তোষি আলিঙ্গন দানে ॥
হাসিয়া সাদরে, ধরি বদ্ধ করে,
প্রিয় মিষ্ট সম্ভাষণে।
লইয়া তাঁহারে, পিতার আগারে,
চলিলেন কৃষ্ণ সনে ॥
আসি নিকেতনে, বসায়ে আসনে,
দুই ভাই প্রীতি ভরে।
যথা যোগ্য তাঁর, দিয়া উপহার,
কুশল জিজ্ঞাসি পরে ॥
বিবিধ মিষ্টান্ন, অন্ন পায়সান্ন,
ব্যঞ্জনাদি স্তরে স্তরে।
ভকত-রতনে, পরম যতনে,
দিলেন ভোজন তরে ॥
ভোজনান্তে রাম, তাম্বূল প্রদান,
করিয়া বিশ্রাম তরে।
দিয়া সুখাসন, করিয়া বীজন,
দুজনে গেলেন ঘরে ॥

কহেন শ্রীনন্দ, ক্রূর খল মন্দ,
কংস রাজা বিদ্যমানে।
শুভ সমাচার, জিজ্ঞাসা কি আর,
প্রাণাশঙ্কা প্রতি ক্ষণে॥
নিজ ভগ্নী-সুত, যেই করে হত,
পিতারো লাঞ্ছনা করে।
প্রজাপতি তার, প্রিয় ব্যবহার,
জিজ্ঞাসিব কি তোমারে॥
যথা সৌনগণ, পালে পশুগণ,
নিজ দেহ পুষ্টি তরে।
কংস সেইমত, পালে প্রজা যত,
নিজ তৃপ্তি লাভ তরে॥
ইত্যাদি বচনে, মিষ্ট আলাপনে,
সন্তোষিয়া যথা রীতি।
শয়ন মন্দিরে, চলিলেন ধীরে,
নন্দরাজ মহামতি॥
নন্দ মুখে শুনি, সত্য প্রিয় বাণী,
প্রীত মনে শ্রীঅক্রূর।
পর্য্যঙ্কে শয়ন, করি পথ শ্রম,
সুখে করিলেন দূর॥
কৃষ্ণ রাম কৃত, পাই সম্মানিত,
সিদ্ধ মনোরথ হয়।

সদা যার প্রতি, সদয় শ্রীপতি,
কি তার অভাব রয়।।
তথাপিও ভক্ত, নহে অনুরক্ত,
ত্রিলোক সমৃদ্ধি লাভে।
প্রভু শ্রীচরণ, চিন্তে অনুক্ষণ,
মানসে সদত সেবে॥
ভোজনাদি ক্রিয়া, সমাধা করিয়া,
রাম কৃষ্ণ দুই জন।
অক্রূর যথায়, আসিয়া তথায়,
পুনঃ দিয়া দরশন॥
বসি শয্যা পাশে, মধুর সম্ভাষে,
জিজ্ঞাসেন ধীরে ধীরে।
ওহে প্রিয় তাত, কুশলে আগত,
হলেন ত ব্রজপুরে॥
পিতা মাতা আদি, প্রজা বান্ধবাদি,
এসবার সুমঙ্গল।
জিজ্ঞাসাও বৃথা, অত্যাচারী যথা,
রাজা হয় সুপ্রবল॥
কুলের কণ্টক, প্রাণের শঙ্কট,
নাম মাত্র রাজা হয়।
তাহার অধীন, দুঃখী প্রজা দীন,
কিরূপে স্বচ্ছন্দে রয়॥

আমারি কারণ, দুঃখভাগী হন,
পিতা মাতা কারাগারে।
আমারি কারণ, ঘটিল বন্ধন,
আমা হেতু পুত্র মরে॥
আজি অকস্মাৎ, সুহৃদ সাক্ষাৎ,
পাইলাম অনায়াসে।
ইচ্ছা ছিল যাহা, পূর্ণ হৈল তাহা,
শুভদিন ভাগ্যবশে॥
ব্রজে কি কারণ, শুভ আগমন,
হৈল খুড়া মহাশয়।
করুন বর্ণন, করিব এক্ষণ,
যাহা তব আজ্ঞা হয়॥
শুনিয়া অক্রূর, ভয় করি দূর,
তাঁহাদের সন্নিকটে।
কৃষ্ণ জন্ম আদি, কংস-ছলাবধি,
কহিলেন অকপটে॥
নারদের উক্ত, যাহা তাঁর জ্ঞাত,
দুষ্ট কংস অত্যাচার।
যজ্ঞ আয়োজন, তাঁদের কারণ,
অভিলাষ অভিচার॥

শুনিয়া অক্রূরবাণী, দুই বীর শিরোমণি,
হাসি শীঘ্র হইয়া বাহির।
কংসের নিধন কাজ, স্মরিয়া হৃদয় মাঝ,
চলিলেন পিতার মন্দির॥

আসি পিতৃ সন্নিধানে, কহিলেন দুইজনে,
ধনুর্যজ্ঞে রাজ নিমন্ত্রণ।
কংস রথে সমাদরে, পাঠালেন শ্রীঅক্রূরে,
আমাদিগে লইতে ভবন॥

রাজ আজ্ঞা শিরে ধরি, যাইবারে মধুপুরী,
আজ্ঞা দেন গোকুলবাসিরে।
ল'য়ে নানা উপায়ন, করিবেক দরশন,
মহোৎসব যদুরাজপুরে॥

শ্রীনন্দ উদার, শুনি সমাচার,
কহিলেন গোপগণে।
রজনী প্রভাতে, রাম কৃষ্ণ সাথে,
ল'য়ে ব্রজবাসি-জনে॥

পর্ব্ব দেখিবারে, যাব মধুপুরে,
সবাকার নিমন্ত্রণ।
নগর মাঝার, কর হে প্রচার,
যেন শুনে সর্ব্বজন॥

লহ রে প্রচুর, ঘৃত ঘট-পূর,

দধি দুগ্ধ ভারে ভার।

সাজাও শকট, রাজার নিকট,

দিব যোগ্য উপহার ॥

পূর্ব্বভাগ সমাপ্ত

ভ্রম সংশোধন

অশুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি	শুদ্ধ
ধেনু	৭৭	৬	বেনু
ক্রী রঙ্গে	১০৫	২০	ক্রীড়া রঙ্গে
পরশে	১০৮	১৯	পয়সে
পয়োধরে	১৫৫	৬	পয়োধারে
আমি সদ্ বৈদ্য	১৬৮	১৫	আনি সদ্ বৈদ্য
সেই কালা !	১৯৪	২	সেই বালা
আশোকের	২২৬	১০	অশোকের
অজিকার	২৩৮	১৪	আজিকার

সন্তাপ—রোগের যন্ত্রণা অন্তর্হিত হইবে,—ভগবৎপ্রেমে মনপ্রাণ পুলকিত হইয়া উঠিবে।

প্রথম উল্লাসে,—গণপতিভট্ট, বলরামদাসের রথযাত্রা, দীনবন্ধু দাস, বিশ্বম্ভর দাস, বন্ধু মহান্তি, রঘু অরক্ষিত, দামোদর দাস এবং কৃষ্ণপ্রিয়ার পত্র,—এই আটটি ভক্তচরিত্র আছে।

দ্বিতীয় উল্লাসে,—গৌরচন্দ্র, জগদ্বন্ধু মহাপাত্র, গোবিন্দ দাস, গীতা-পণ্ডা, শান্তোবা, জগন্নাথ দাস, গঙ্গাধর দাস, মণি দাস, রাম বেহেরা, নারায়ণ দাস এবং বালিগ্রাম দাস,—এই এগারটি ভক্তচরিত্র আছে।

তৃতীয় উল্লাসে,—সালবেগ, রাম দাস, রঘু দাস, গোপাল, পরমেষ্ঠি সিপুটি, মাধবাচার্য্য, রাজা কীর্ত্তিচন্দ্র, অনন্ত শবর, কৃষ্ণ দাস, বালকরাম দাস, নন্দ মহান্তী, নীলাম্বর দাস এবং তুলসী দাস, —এই তেরোটি ভক্ত চরিত্র আছে।

সকল চরিত্রই সম্পূর্ণ;—সকল চরিত্রই চির-মধুর। সকল উল্লাসই উত্তম বাঁধাই করা। প্রতি উল্লাসের মূল্য ১৲ এক টাকা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

নানান্ নিধি।

প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের ভক্তিরস-প্রধান প্রসিদ্ধ প্রবন্ধাবলী। সরল ও সরস ভাষায় এরূপ শিক্ষাপ্রদ সদ্‌গ্রন্থ আর নাই। রঙ্গরসের—ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ভিতর দিয়া শাস্ত্রীয় জটিল

তত্ত্বের মীমাংসা এই গ্রন্থেই দেখিতে পাইবেন। পড়িতেপড়িতে হাসিতেও হইবে, আবার ভগবৎপ্রেমে কাঁদিতেও হইবে।

কি কি প্রবন্ধ আছে,—দেখুন।

১। নূতন বৎসর। ২। দশহরা। ৩। শ্রীশ্রীহিন্দোল-লীলা। ৪। সেকালের নন্দোৎসব। ৫। মায়ের বোধন। ৬। মা এলো। ৭। গৌরপূর্ণিমার জয়। ৮। গৌর এলো। ৯। শ্রীশ্রীদোল লীলা। ১০। হোলি হ্যায়। ১১। ফাগুনের ফাগুখেলা। ১২। নামব্রহ্মের অবমান। ১৩। দেবতার অবমান। ১৪। ভগবান্ ভিখারী। ১৫। হাম মারা হ্যায়। ১৬। দৈব ও পুরুষকার। ১৭। বুড়ার বড়াই। ১৮। ছোঁড়ার বড়াই। ১৯। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম। ২০। নকলে সকল নষ্ট। ২১। চাতক-সম্ভাষণ। ২২। পিঞ্জরের কোকিল। ২৩। বায়স-কোপ। ২৪। জলি বোট। ২৫। বন্যা। ২৬। ফুটবল। ২৭। এলারাম সিগনাল। ২৮। ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ। ২৯। মনোজয়ের সহজ উপায়। ৩০। মাতৃদর্শন।

উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই করা। মূল্য ১৲ একটাকা মাত্র। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীহরিবোল অধিকারী।

৪০।১, এ,নং মহেন্দ্রনাথ গোস্বামীর লেন,

পোঃ আঃ সিমলা, কলিকাতা।

শ্রীপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামি-প্রভুর অমূল্য বৈষ্ণবগ্রন্থাবলী সম্বন্ধে সংবাদপত্রাদির অভিপ্রায়।

শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত।

"শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর নাম বৈষ্ণবসমাজে চিরপরিচিত, তাঁহার রচিত শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত বৈষ্ণবগণের বড়ই আদরের ও ভক্তির বস্তু। মহানুভব জয়গোবিন্দ দাস এই গ্রন্থের বাঙ্গালা অনুবাদক। এই অনুবাদ এতদিন বড়ই দুষ্প্রাপ্য ছিল। আমাদের পরম পূজনীয় প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় এতদিনে এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া বৈষ্ণব-সমাজের পরম উপকার সাধন করিয়াছেন। প্রভুপাদ গোস্বামী মহাশয় যখন যে গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছেন তাহাই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে, এই গ্রন্থখানির সম্পাদনেও কোথাও কোন ত্রুটী পরিলক্ষিত হইল না। আমাদের বিশ্বাস, ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিমাত্রেই এই গ্রন্থ এক এক খণ্ড গৃহে রাখিবেন।"—বসুমতী, ১৫ই শ্রাবণ, ১৩১১ সাল।

শ্রীশ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়।

"এই রাসপঞ্চাধ্যায় মধুর কবিতায় লিখিত। মধুর ভাব—মধুর ভাষা,—মধুর ছন্দোবন্ধ;—সকলি যেন 'মধুরং মধুরম্'। এ গ্রন্থের আদ্যন্তে শারদযামিনীর মধুর জ্যোৎস্না; মালতীমল্লিকার মধুর সৌরভ; নিধু-নিকুঞ্জের মধুর শোভা;—আর মধুর বৃন্দাবনের অখণ্ড মধুর সুখ। এ গ্রন্থের সমালোচনা সম্ভবে না,—সমাস্বাদন বাঞ্ছনীয়। রসিক ভক্ত!—প্রাণ ভরিয়া এ সুধা পান করিতে থাকুন।"—বঙ্গবাসী ২০শে চৈত্র, ১৩১০ সাল।

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী।

"পুস্তকের মুখ্য কথা, শ্রীগৌরাঙ্গের দীক্ষাগুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর জাতিনির্ণয়। কেহ বলেন, ঈশ্বরপুরী জন্মসম্পর্কে শূদ্র, কেহ বলেন ব্রাহ্মণ। ইহার কোন্ কথা সত্য? গ্রন্থকার গোস্বামিমহাশয় ব্রাহ্মণত্ব-পক্ষ প্রতিপাদনে যত্নপর হইয়াছেন এবং আপনার সে সদুদ্দেশ্যসাধনে সার্থকতা লাভ করিয়াছেন। * * * প্রতারিত হইয়া পুরীমহাশয়কে আমরাও এতকাল শূদ্র মনে করিয়াছি। কিন্তু ইহা স্বীকার করিতে আমরা মুহূর্ত্তের তরেও কুণ্ঠিত নই যে, শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের এই পুস্তকপাঠে আমাদিগের সেই সংস্কার একেবারে উন্মূলিত হইয়াছে।"

রায় ৺কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর বাহাদুর।

(বান্ধব,—আষাঢ়, ১৩১০ সাল)।

নানান্ নিধি

"সংস্কৃতে সুপণ্ডিত গোস্বামি-রচিত বাঙ্গালা সন্দর্ভমালার নাম শুনিলে ভীতির উদ্রেক হয়। কিন্তু পূজ্যপাদ গোস্বামী মহাশয়ের নানান্ নিধিতে সার্দ্ধ তিন পংক্তি বিস্তৃত সমাসান্ত পদ নাই বা আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রের অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে নানা মুনির নানা মতের কোটেসন নাই। সরল মধুর ভাষায় গোস্বামী মহাশয় তাঁহার মনের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। * * * গৌরপূর্ণিমার জয়, দোললীলা প্রভৃতি বৈষ্ণব সন্দর্ভ অতি চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। প্রভু-নিত্যানন্দবংশ-

প্রদীপ অতুলকৃষ্ণের নিকট তাহা প্রত্যাশা করা স্বাভাবিক। গল্পের ছলে তিনি কতকগুলি নীতিশিক্ষা দিয়াছেন। বায়সকোপ, এলারাম-সিগনাল, ফুটবল প্রভৃতি কতকগুলি রহস্যমূলক প্রবন্ধে তিনি সরল ভাষায় গভীর নীতিশিক্ষার অবতারণা করিয়াছেন। *** নানান্ নিধির 'অমৃতভাণ্ড' নামকরণ করিলে নামে বিষয় সূচিত হইত। এ পুস্তক বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে বিরাজ করুক, ইহা আমাদের আন্তরিক বাসনা।" অর্চ্চনা, ১৩২০, কার্ত্তিক

পূজার গল্প।

"পূজার গল্প। মূল্য চারি আনা মাত্র। "সদানন্দের সন্ধিপূজা", "মনে মনে মায়ের পূজা", "মুখুয্যে মশাই" এবং "তারা-সুন্দরী"—এই চারিটি গল্পে গ্রন্থ সম্পূর্ণ। গল্প চারিটি বটে ; কিন্তু ইহাতেই একশত পৃষ্ঠার উপর উঠিয়াছে। চারিটি গল্পই দুর্গাপূজা উপলক্ষে লিখিত। 'গল্পের বহি' বলিলে এই পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সম্যক্ পরিচয় দেওয়া হয় না। ইহাকে 'নীতি-শিক্ষা' বলা যাইতে পারে। সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় অধুনা বাঙ্গালা সাহিত্যে গল্প লেখার যে একটী ঢেউ উঠিয়াছে, তাহার প্রভাবচিহ্ন এ পুস্তকে তিলমাত্রও নাই,—এ সকল গল্প সে শ্রেণীর নহে। কটু ঔষধ যেমন মধুর সহিত মিশাইয়া খাওয়াইতে হয়, গ্রন্থকার তেমনি শুষ্ক নীরস নীতি-উপদেশ গুলি উপন্যাসের রসে ভিজাইয়া পাঠকগণের সহজগ্রাহ্য করিয়াদিয়াছেন। ভাষা সরল, সরস ও সুমার্জ্জিত। ভক্ত এই গ্রন্থ পাঠে ভক্তিরসে ভিজিয়া যাইবেন, ব্যঙ্গরসিক রঙ্গরসিকতার তরঙ্গে হাবুডুবু খাইবেন, তত্ত্বজিজ্ঞাসু শাস্ত্রীয় জটিল তত্ত্ব সমূহের সরল মীমাংসায় প্রীতিলাভ করিবেন। হিন্দুমাত্রেরই এই পুস্তক পাঠ করা উচিত।"—বঙ্গবাসী, ২৯শে কার্ত্তিক, ১৩২০ সাল।

ভক্তের জয়।

ভাটপাড়া-নিবাসী মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শিবরাম সার্ব্বভৌম মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"তোমার বিরচিত 'ভক্তের জয়' পাঠ করিয়া পরম আনন্দিত হইলাম। এই গ্রন্থের প্রত্যেক সন্দর্ভে ভক্তচরিত্র চিত্রিত এবং ভক্ত-বৎসল ভগবানের লীলা প্রসঙ্গে ভক্তের জয় কীর্ত্তিত হইয়াছে। তুমি প্রভুসন্তান সুপণ্ডিত এবং ভগবদ্ভক্ত—তাই ভক্তের মনোভাব ও চরিত্র সুন্দর রূপে পরিস্ফুটিত করিতে সক্ষম হইয়াছ। ভাষা প্রাঞ্জল মধুর ও বিশুদ্ধ। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি দীর্ঘজীবী হইয়া এইরূপ আদর্শ ভক্ত-চরিত এবং ভক্তিগ্রন্থ প্রচার করিয়া সমাজের মহোপকার সাধন কর।"

'বিশ্বকোষ'-সম্পাদক নগেন্দ্রবাবু বলেন্—

"ভক্ত পণ্ডিতবরের হস্তে ভক্তচরিত্র আরও সমুজ্জ্বল ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। প্রত্যেক হিন্দুগৃহে এই ভক্তজীবনী রক্ষিত হউক।"

'উদ্‌ভ্রান্তপ্রেম'-প্রণেতা শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয় উপাসনা-পত্রিকায় (১৩১৭, শ্রাবণ) লিখিয়াছেন—

"এই গ্রন্থের ভাষা মার্জ্জিত বিশুদ্ধ ও সু-সংবদ্ধ। রচনাপ্রণালী প্রাঞ্জল, সরস, ওজোগুণবিশিষ্ট—স্থানে স্থানে বিলক্ষণ উদ্দীপনা আছে। * * * এই পুস্তক আমরা সকলকেই পড়িতে অনুরোধ করিতেছি। যিনিই পড়িবেন, তিনিই কোন-না-কোন প্রকারে উপকৃত হইবেন।"

মহাকবি শ্রীযুক্ত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন—

"প্রাণাধিক অতুল বাপধন! তোমার অমৃতময় 'ভক্তের জয়' পড়িতেছি, আর এ বৃদ্ধ প্রাণে আনন্দসিন্ধু উদ্বেল হইয়া আমাকে বিহ্বল করিতেছে। এ ভক্তের জয় তোমার জয়, তুমি অক্ষয় আয়ু লাভ করিয়া অনন্ত কাল এ জয় ঘোষণা কর। তুমি সিদ্ধ কুলের কুলপাবন সন্তান। জগন্মঙ্গল 'হরি'-নাম তোমার ন্যায় ভক্তচূড়ামণির জীবন ও স্বাস্থ্যকে অক্ষয় ও অক্ষুণ্ণ রাখুন।

নিষ্পন্দানাং মধুরমুরলীগীতিনাদৈর্যদীয়ৈঃ
গোবৃন্দানাং বদনকবলাঃ সাশ্রুধারাঃ স্খলন্তি।
স্তব্ধং বিশ্বং স্ফুটতি কুলিশং দারুশৈলা দ্রবন্তি
সোহয়ং নিত্যং স্ফুরতু হৃদি তে ব্রহ্মগোপালবালঃ॥

মধুর মুরলী যাঁর করিয়া শ্রবণ,
তিতিছে প্রেমাশ্রুনীরে ধেনু-বৎসগণ,
চিত্রার্পিতসম তারা আছে দাঁড়াইয়া,
মুখ হ'তে তৃণগ্রাস পড়িছে খসিয়া,
স্তব্ধ বিশ্ব শুনিয়া সে মুরলীর তান,
ফাটিছে বজ্রের হিয়া, গলিছে পাষাণ,
গোপশিশু-বেশে সেই ব্রহ্ম দয়াময়—
নিত্যই হৃদয়ে তব হউন উদয়।

নিস্ত্রৈগুণ্যমসীমশান্তিসদনং সচ্চিৎসুধাবর্ষণং
সদ্যঃ কামতৃষাপ্রদীপ্তহুতভুগ্‌জ্বালাবলীনাশনম্‌।
মগ্নানাং ভবভীমসিন্ধুসলিলেষ্বদ্বৈতমালম্বনং
ভক্তানাং জয়ঘোষণং তব ভবে জীয়াৎ সমাঃ শাশ্বতীঃ ॥

অনন্ত, ত্রিগুণাতীত, শান্তি-নিকেতন,
নিত্য-চিদানন্দময়-সুধাপ্রস্রবণ,
জ্বলন্ত-কামনা-বহ্নিজ্বালা-প্রশমন,
ভীম ভবসিন্ধুপারে অদ্বৈত শরণ,—
তোমার '**ভক্তের জয়**' অমৃত অভয়—
এ ভবে অনন্ত কাল লভুক বিজয়।

বৎস!

তোমার 'ভক্তের জয়' পড়িয়া—
প্রেমভক্তিচমৎকাররসপীযূষসাগরে।
মজ্জন্‌ মজ্জন্‌ মুহুর্ম্মজ্জন্‌ ন মনস্তলমেতি মে ॥

প্রেমভক্তি-চমৎকার-সুধারসময়—
গভীর সাগরে মোর ডুবিল হৃদয়,
ডুবে-ডুবে-ডুবে হায়! না পাইল তল,
দিশেহারা আত্মহারা হইল কেবল।"

বৈঁচি-নিবাসী বংশীবদনবংশাবতংস শ্রীযুক্ত নীলকান্ত গোস্বামী ভাগবতাচার্য্য মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"পরম শুভাশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপন—অতুল! তোমার 'ভক্তের জয়' পাঠ করিয়া যে কিরূপ আনন্দিত হইলাম, তাহা পত্রে প্রকাশ করা

অসম্ভব। কেবল তাহাই নয়, এই আসন্ন কালে এরূপ পবিত্র গ্রন্থ পাঠে কৃতার্থও হইলাম। তুমি প্রেমদাতা শ্রীমন্নিত্যানন্দের বংশধর, ভক্তিগ্রন্থ প্রচার করিয়া জগৎ কৃতার্থ করা তোমারই কার্য্য। গ্রন্থের সর্ব্বাংশই অতি সুন্দর হইয়াছে। যাঁহাদের ভক্তি আছে—তাঁহারা পাঠ করিয়া আনন্দ ত পাইবেনই, ভক্তিহীন লোক পাঠ করিলেও প্রেমানন্দের আস্বাদন পাইবেন। তুমি 'ভক্তের জয়' প্রচার করিয়া স্বয়ং জয়ী হইয়াছ। তোমার 'লঘুভাগবতামৃত'ও দেখিলাম। ভবিষ্যতে যাঁহারা ভক্তিগ্রন্থ বা প্রাচীন আর্য্য শাস্ত্র প্রকাশ করিবেন, তাঁহারা যেন তোমার প্রকাশিত গ্রন্থগুলি আদর্শ স্বরূপ অবলম্বন করেন। ফলতঃ ভক্তিগ্রন্থ প্রচারে এবং প্রাচীন গ্রন্থ সংস্কারে তুমি অন্বর্থনামা—**অতুল**। তুমি রোহিণীনন্দন শ্রীমন্নিত্যানন্দের বংশধর, সুতরাং আমার পূজ্য। কিন্তু স্নেহের প্রেরণায় আশীর্ব্বাদ লিখিলাম। ইতি ১৩১৯। ৩২শে জ্যৈষ্ঠ

শ্রীপাট বাঘনাপাড়ানিবাসী বংশীবদনবংশাবতংস শ্রীযুক্ত **বিপিনবিহারি গোস্বামী** মহাশয় লিখিয়াছেন,—"ভক্তের জয় পাঠ করিয়া প্রাণ জুড়াইল। চোখের জলে গায়ের কাপড় ভিজিয়া গেল এবং চশমায় ঘোলা পড়িল।"

সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত **অক্ষয়চন্দ্র সরকার** মহাশয় লিখিয়াছেন,—"প্রভুপাদ গোস্বামী মহাশয়ের 'ভক্তের জয়' ঘোষণার আমি আর কি জয় ঘোষণা করিব? সে ত চিরদিনই আছে, উপরন্তু এই শ্রেণীর গ্রন্থে আমি বঙ্গ সাহিত্যের জয় ঘোষণা দেখিতেছি। চারিশত বৎসর পূর্ব্বে মহাপ্রভু হরিনামের দ্বারা উড়িষ্যা জয় করিয়া-

ছিলেন এখন প্রভুপাদ গোস্বামী ভক্তের জয় গ্রন্থ প্রকাশে উড়িষ্যার সাহিত্য বঙ্গসাহিত্যের উদরস্থ করিলেন। সুতরাং ভক্তের জয় চিরদিনই আছে, এবার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গসাহিত্যেরও জয়জয়কার হইল।"

মহানুভব "পাগোল হরনাথ" বলেন—

"রসিক চিত্রকরের হাতে রং বেশ ফ'লেছে;—চিত্তাকর্ষক ও মনোরঞ্জক হ'য়েছে। পুস্তকের শেষ পত্রাঙ্কে আসিয়া কিন্তু হতাশ হইলাম। আরও পী'তে ইচ্ছা। পেট ভরিলনা প্রভু! ইহার কলেবর আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত হইলেও বোধ হয় পেট ভরিত না।"

কবিবর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন এম্ এ, বি, এল্, মহাশয় বলেন—

"ভক্তের জয় পাঠ করিয়া আমার এই মৃতপ্রায় শরীরে ও মনে নব জীবন পাইলাম। এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গ্রন্থের সঙ্গলাভ হইল, ইহাতে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান্ মনে করি।"

সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজী সাপ্তাহিক ইংলিশম্যান লিখিয়াছেন—"Victory to Devotees—Is the title of a book in Bengali by Pandit Atulkrishna Goswami, a famous Vaishnab Preacher, orator and writer of Bengal. It contains a series of life-sketches of religious devotees of Orissa. The volumes are interesting

reading. Written in an easy, flowing style, the stories are calculated to prove a valuable addition to Vaishnab religious literature in Bengali." ৪ঠা নভেম্বর, ১৯১২ সাল।

প্রসিদ্ধ মাসিক "প্রবাসী" (১৩১৭, ভাদ্র) লিখিয়াছেন,—

"* * * এই সমস্ত আখ্যায়িকা অতিপ্রাকৃত ঘটনায় পূর্ণ এবং লেখক নিজে ভক্ত বৈষ্ণব বলিয়া তাঁহার লেখাও অতিরিক্ত উচ্ছ্বাসে ফেনিল—কিন্তু তৎসত্ত্বেও ভক্তের প্রতি ভগবানের প্রেম, ভগবানের উপর ভক্তের প্রভাব, ভগবানের দ্বারা ভক্তের আবদার রক্ষা, ভক্তের একাগ্র ঐকান্তিক আগ্রহ প্রভৃতি পাঠ করিতে করিতে অবিশ্বাসী আমি অশ্রুরোধ করিতে পারি নাই। রচনাভঙ্গির সহিত সহানুভূতি ও বর্ণিত বিষয়ে বিশ্বাস না থাকা সত্ত্বেও আমি এই পুস্তক খানি আরম্ভ করিয়া চোখের জল মুছিতে মুছিতে একস্থলে বসিয়াই শেষ করিয়াছি। প্রত্যেক ভক্তজীবনের সকল অলৌকিক ঘটনাই সাক্ষ্য দিয়াছে—ভগবান্ কি করুণা লইয়া আমাদের একটু প্রেম পাইবার জন্য ব্যগ্র ব্যাকুল হইয়া অপেক্ষা করিতেছেন। আমরা তাঁহার দিকে একপদ অগ্রসর হইলে তিনি শতপদ অগ্রসর হইয়া কোল পাতিয়া গ্রহণ করেন—আমাদের সে প্রার্থনা যে ভাবেই হোক না কেন, তাঁহার চরণে পৌঁছিবেই। ভক্তের জয় এই আশ্বাসই প্রচার করিতেছে।"

সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক এবং ঔপন্যাসিক কবি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"ভক্তের জয়, ভক্ত-চরিত-গাথা। অনেক দিন আগে ইহার প্রথম উল্লাস পড়িয়াছিলাম, আর ভাবিয়াছিলাম—যে দেশে এবং যে জাতির মধ্যে ভগবানের এমন ভক্তগণ অবতীর্ণ হন, সে দেশ ধন্য; আর অধিকতর ধন্যবাদের পাত্র যিনি রঙ ফলাইয়া সেই পূত চরিতগুলিকে মানব-সমাজে সন্দর্শন করিতে পারেন।

বাঁশী মনোহর স্বর-লহরী বিস্তার করে, কিন্তু বাদকের কৃতিত্বে মধুর হয়।

যিনি ভক্তের জয় গাহিয়াছেন, তিনি সে সুর বুঝেন, কোথা দিয়া, কেমন করিয়া কোন্ রন্ধ্রে, তাহার ধ্বনি উঠে জানেন, তাই তেমন মধুর লাগিয়াছিল। কিন্তু আশা মিটে নাই—আরও শুনিবার, আরও জানিবার সাধ ছিল। সে সাধ পুরিল—ভক্তের জয়, আবার প্রকাশ হইয়াছে।

সুরভি-কুসুম-সকাশে তৈল থাকিলেও তাহা সুগন্ধ হইয়া যায়, ভক্ত-চরিত-সমীপে তোমার আমার মত কাম-কামনা-বিজড়িত চিত্ত অবস্থিত হইলে তাহাও ভক্তিময় হইয়া যায়—অতএব প্রত্যেক নর-নারীর এ গ্রন্থ অবশ্য পাঠ্য। তা' আমাদিগকে কষ্ট করিয়া পড়িতে হইবে না। সুনিপুণ লেখকের এমনই গুণপনা—প্রাণের স্বকে যেন অমৃত-মদিরা ঢালিয়া দিয়াছেন—পড়িতে পড়িতে সব ভুলিতে হয়—সেই ভক্ত-চরিত্রের আনন্দ-তুফানে ডুবিয়া থাকিতে হয়।